ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭১ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-102 ■ 17 January, 2025 ■ আগরতলা ১৭ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ৩ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্য পুলিশে এআই ভিত্তিক কন্ট্রোল রুম চালু হবে

এক বছরে অপরাধ হ্রাস পেয়েছে ১৯.৩ শতাংশ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

পুলিশ সপ্তাহ প্যারেড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। পুলিশ বাহিনীকে অধিক শক্তিশালী করা এবং রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার উন্নতির জন্য রাজ্য সরকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে জেলা ও রাজ্য স্তরে এআই-ভিত্তিক কন্টোল রুম, ড্রোন প্রযুক্তি, স্মার্ট সিসিটিভি এবং আধুনিক প্রযুক্তি সহ নতুন প্রযুক্তি চালু করবে রাজ্য সরকার।

বৃহস্পতিবার আগরতলার এডি নগরস্থিত মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে "পুলিশ সপ্তাহ প্যারেড-২০২৫" - এর উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ত্রিপুরা পুলিশ রাষ্ট্রপতি কালার্স সম্মানে ভূষিত। যা আমাদের গর্ব। ত্রিপুরা পুলিশ সারা দেশের মধ্যে একটি বহু পুরনো বাহিনী। আমরা জানি পুলিশ আমাদের সকলের রক্ষাকর্তা। মানুষ যখন অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে তখন পুলিশের কাছে যায়। মাঝেমধ্যে কিছু ঘটনায় কথা উঠে যে রক্ষকই ভক্ষক। যদিও আমি আশা করি এটা ত্রিপুরা পুলিশের ক্ষেত্রে কোন অবস্থায় প্রযোজ্য নয়। ত্রিপুরা পুলিশে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। স্বচ্ছতার ভিত্তিতে পুলিশকে কাজ করতে হবে। পুলিশের উপর মানুষের যে আস্থা সেটা বজায় রাখতে হবে। মানুষ আশা রাখে যে আইনের শাসনের মাধ্যমে বিচার পাওয়ার। আর সেই আস্থা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সম্মতি পেল অষ্টম বেতন কমিশন, তৃতীয় উৎক্ষেপন প্যাড স্থাপনেরও অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.)।। অষ্টম বেতন কমিশন গঠনে বৃহস্পতিবার অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, শীঘ্রই কমিটির চেয়ারম্যান এবং দুই সদস্যকে নিয়োগ করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের বেতন এবং মহার্ঘ ভাতার কাঠামো নির্ধারণ করে এই বেতন কমিশন। বেতন বৃদ্ধির বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন। নতুন বেতন কমিশন গঠনের অনুমোদন মেলায় আশায় বুক বাঁধছেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত কর্মচারীদের জন্য অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন অনুমোদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বৃহস্পতিবার অষ্টম বেতন কমিশন গঠনে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। মূলত কেন্দ্র সরকারের আওতায় কর্মরত চাকরিজীবীদের বেতন ও মহার্ঘভাতার কাঠামো নির্ধারণ করে থাকে এই বেতন কমিশন। সিদ্ধান্ত নেয় বেতন বৃদ্ধির বিষয়েও। এই ঘোষণাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষক মহাসংঘ।

বৃহস্পতিবার এক প্রেস বিবৃতিতে সংগঠনের জাতীয় সভাপতি অধ্যাপক নারায়ণলাল গুপ্ত বলেছেন, স্কুল থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষকরা দীর্ঘদিন ধরে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার অপেক্ষায় ছিলেন। বিভিন্ন মঞ্চ এবং সরকারি বৈঠকে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষক মহাসংঘ এই দাবি বারবার তুলে ধরেছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই ইতিবাচক সিদ্ধান্ত শিক্ষক এবং কর্মীদের স্বার্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষক মহাসংঘ-এর জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গীতা ভট্ট জানান, সর্বশেষ বেতন কমিশন ২০১৬ সালে কার্যকর হয়েছিল। প্রতি দশ বছর অন্তর বেতন কমিশন গঠনের প্রথা বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ প্রশংসনীয়। এটি অবসরপ্রাপ্ত এবং কর্মরত শিক্ষক—সহ সমগ্র কর্মচারী সমাজের জন্য স্বস্তি এবং উৎসাহ বয়ে আনবে।অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষক মহাসংঘ কেন্দ্রীয় সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আশা প্রকাশ করেছে যে, অষ্টম বেতন কমিশনের সুপারিশসমূহ শিক্ষক এবং কর্মচারীদের বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মূল্যবৃদ্ধি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক বিষয়গুলি বিবেচনা করবে।

বৃহস্পতিবার অষ্টম বেতন কমিশন গঠনে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। মূলত কেন্দ্র সরকারের আওতায় কর্মরত চাকরিজীবীদের বেতন ও মহার্ঘভাতার কাঠামো নির্ধারণ করে থাকে এই বেতন কমিশন। সিদ্ধান্ত নেয় বেতন বৃদ্ধির বিষয়েও। এই ঘোষণাকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সমস্যায় জর্জরিত চড়িলাম বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ জানুয়ারি।। চড়িলাম বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন পূর্ব পদ্মনগর উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয় বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। এরই মধ্যে বড় সমস্যা হল ছাত্র ছাত্রীদের মিড ডে মিল খাওয়ার জন্য পযার্প ঘরের ব্যবসা নেই। যার ফলে শ্রেণিকক্ষের বেঞ্চ সরিয়ে সেখানেই খাওয়ানো হয় ছাত্রছাত্রীদের।

ছাত্র ছাত্রীদের অভিযোগ, চড়িলাম বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন পূর্ব পদ্মনগর উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যলয়ে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জতি। বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের মিড ডে মিল খাওয়ার জন্য পযার্প ঘরের ব্যবসা নেই। যার ফলে শ্রেণিকক্ষের বেঞ্চ সরিয়ে সেখানেই খাওয়ানো হয় ছাত্রছাত্রীদের। তাছাড়া, বিদ্যালয়ে নেই বাউন্ডারি।

এদিন আরও জানা গিয়েছে, ২০১৮ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনু নদীর চড়ে অজানা গর্ত ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। মনু নদীর চড়ে অজানা গর্ত ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে অপচয় হয় সরকারি অর্থের।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বুধবার বিকাল ৩টা নাগাদ স্থানীয়রা নদীর চড়ে একটি বড় গর্ত দেখতে পায়। কৈলাসহর পুর পরিষদের অধীন ১৬নং ওয়ার্ডের সোনামারা এলাকার এই ঘটনা। মূহুর্তেই এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টিকে ঘিরে এক দিকে তৈরী হয় কৌতুহল অন্যদিকে আতঙ্ক। ক্রমশ ভীড় বাড়তে থাকে ওই স্থানে। এদিকে, স্থানীয়রা খবর দেন এলাকার কাউন্সিলার সোমা সূত্রধরকে। কাউন্সিলার ও স্থানীয়রা মিলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জন্ম নেওয়া অদ্ভুত বাছুর দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন গ্রামের মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। দুটি মুখ, দুটি নাক, চারটি চোখ, দুটি কান ও চারটি পা সহ জন্ম হয়েছে গো-বাছুরের। ওই ঘটনা উত্তর জেলার সরসপুর এলাকায় সঞ্জয় কুমার নাথের বাড়িতে উদ্ভুত বাছুর দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন মানুষ।

প্রসঙ্গত, আশ্চর্য্য জনক ঘটনা ঘটে গেল অসম-ত্রিপুরা রাজ্য সীমান্তের উত্তর ত্রিপুরার সরসপুর এলাকাতে। আজ সকাল অনুমানিক সাতটা নাগাদ সেখানকার স্কুল শিক্ষক সঞ্জয়কুমার নাথের বাড়িতে একটি গাভি বাচ্চা প্রসব করলে দেখা যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা পুলিশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য বহিঃরাজ্যের লরিচালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। অন্য রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরা পুলিশ লরি চালকদের বেশি হেনস্থা করে বলে অভিযোগ তুলেন বহিঃ রাজ্যের একজন লরি চালক।

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন কৃতিত্ব ও অর্জনকে সম্মান জানানোর সাথে সকল কর্মীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। কিন্তু এই পুলিশ সপ্তাহ চলাকালীন ত্রিপুরা পুলিশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন বহিঃরাজ্যের একজন লরি চালক।

লরি চালক বলেছে, আজ গাড়ি নিয়ে ত্রিপুরার প্রবেশ করার পথে চোরাইবাড়ি চেক পোস্টে গাড়ির সব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রাউন সুগার সহ আটক তিন কারবারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। আগরতলা পূর্ব থানা পুলিশের হাতে আটক ব্রাউন সুগার সহ তিন নেশা কারবারি। তাদের থেকে বাজেয়াপ্ত করা এই চোরা কারবারে ব্যবহৃত অটোরিকশাও। ধৃতদের বৃহস্পতিবার আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায়।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। নিজ সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী এক বিএসএফ জওয়ান।

গোমতী জেলার শিলাছড়িতে ১১৪তম ব্যাটালিয়নের ক্যাম্পে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) এক জওয়ান তার সার্ভিস রাইফেল দিয়ে নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে।

বুধবার সকাল আনুমানিক ৬:০৫ মিনিটে শিলাছড়ি থানার আওতাধীন আচার্য্য পাড়া সীমান্ত ফাঁড়িতে (বিওপি) এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে যে নিহত হেড কনস্টেবল সুরেন্দ্র সিং (৫৩), যিনি প্রয়াত দুলারমের ছেলে, রাজস্থানের বাসিন্দা।

সিং নিজেকে গুলি করার জন্য একটি সেলফ-লোডিং রাইফেল (আইএনএসএএস) ব্যবহার করেছিলেন।

গুলিটি নিচ থেকে ঢুকে তার মাথা ভেদ করে বেরিয়ে যায়, যার ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে যে পারিবারিক সমস্যার কারণে সিং এই চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছেন।

যদিও সঠিক কারণ এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ঘটনার সুনির্দিষ্ট কারন নির্ধারণের জন্য উর্ধতন কর্মকর্তা এবং তদন্তকারীরা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ ইতিমধ্যেই তার পরিবারের সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

যুব কনভেশনে সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস সভাপতি

নেশার বিরুদ্ধে ও কর্মসংস্থানের দাবিতে যুব কংগ্রেসকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আগরতলা টাউনহলে অনুষ্ঠিত হয় উত্তর - পূর্বাঞ্চলীয় যুবক কনভেনশন। উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস সভাপতি সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জরা। এছাড়াও নর্থইস্টের সাতটি রাজ্য থেকে যুব কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা এই কনভেনশনে উপস্থিত হয়েছেন। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা, সিডব্লিউসি সদস্য, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ইনচার্জ গিরিশ চোদানকার , এআইসিসি সম্পাদক ক্রিস্টোফার তিলক, বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়, বিধায়ক বিরজিত সিনহা, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযুষ কান্তি বিশ্বাস, সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস সভাপতি উদয় বানু চিব, প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি নীল কমল সাহা সহ অন্যান্য নেতৃত্বগণ। সম্মেলনের শুরুতে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং জির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস সভাপতি উদয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

'আরএসএস নিষিদ্ধ করুন মোহন ভাগবতকে গ্রেপ্তার করুন', সরব যুব কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি ।। আরএসএস নিষিদ্ধ করুন, মোহন ভাগবতকে গ্রেপ্তার করুন। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপমানের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস সভাপতি উদয় ভানু চিবের উপস্থিতিতে প্রদেশ যুব কংগ্রেস কর্মীদের বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।এদিন এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সি ডাব্লিউ সি সদস্য, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি সম্পর্কে বলতে গিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডেন্টাল কলেজের জন্য ডোনার মন্ত্রক ২০২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেঃ ডা: মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি ।। বহু প্রতিকূলতা কাটিয়ে রাজ্যে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে এই কলেজের আসন সংখ্যা ৫০ থেকে বেড়ে ৬৩ হয়েছে। আইজিএম হাসপাতালে নতুন করে আরও একটি বিল্ডিং নির্মান করা হবে। ডোনার মন্ত্রক থেকে ইতিমধ্যে এর জন্য ২০২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা শাখার সহযোগিতায় ন্যাশনাল ওরাল হেলথ প্রোগ্রাম, ন্যাশনাল হেলথ মিশন ত্রিপুরা শাখা আয়োজিত ২৩ তম বার্ষিক দন্ত চিকিৎসকদের সম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। এই উপলক্ষ্যে ডেন্টাল সার্জনদের দু''দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে দ্বিতীয় উড়ালপুল নির্মাণ কাজ শুরু

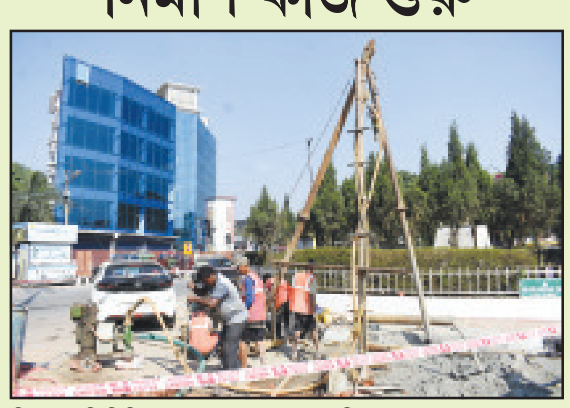

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। রাধানগর স্ট্যান্ড থেকে আইজিএম হাসপাতাল চৌমুহনী পর্যন্ত দ্বিতীয় উড়ালপুল নির্মিত হবে। ইতিমধ্যে মাটি পরীক্ষার কাজ শুরু হয়ে গেছে কর্নেল চৌমুহনীতে।

প্রসঙ্গত, রাজধানী আগরতলায় আরও একটি উড়ালপুল তৈরি করার উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। রাধানগর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

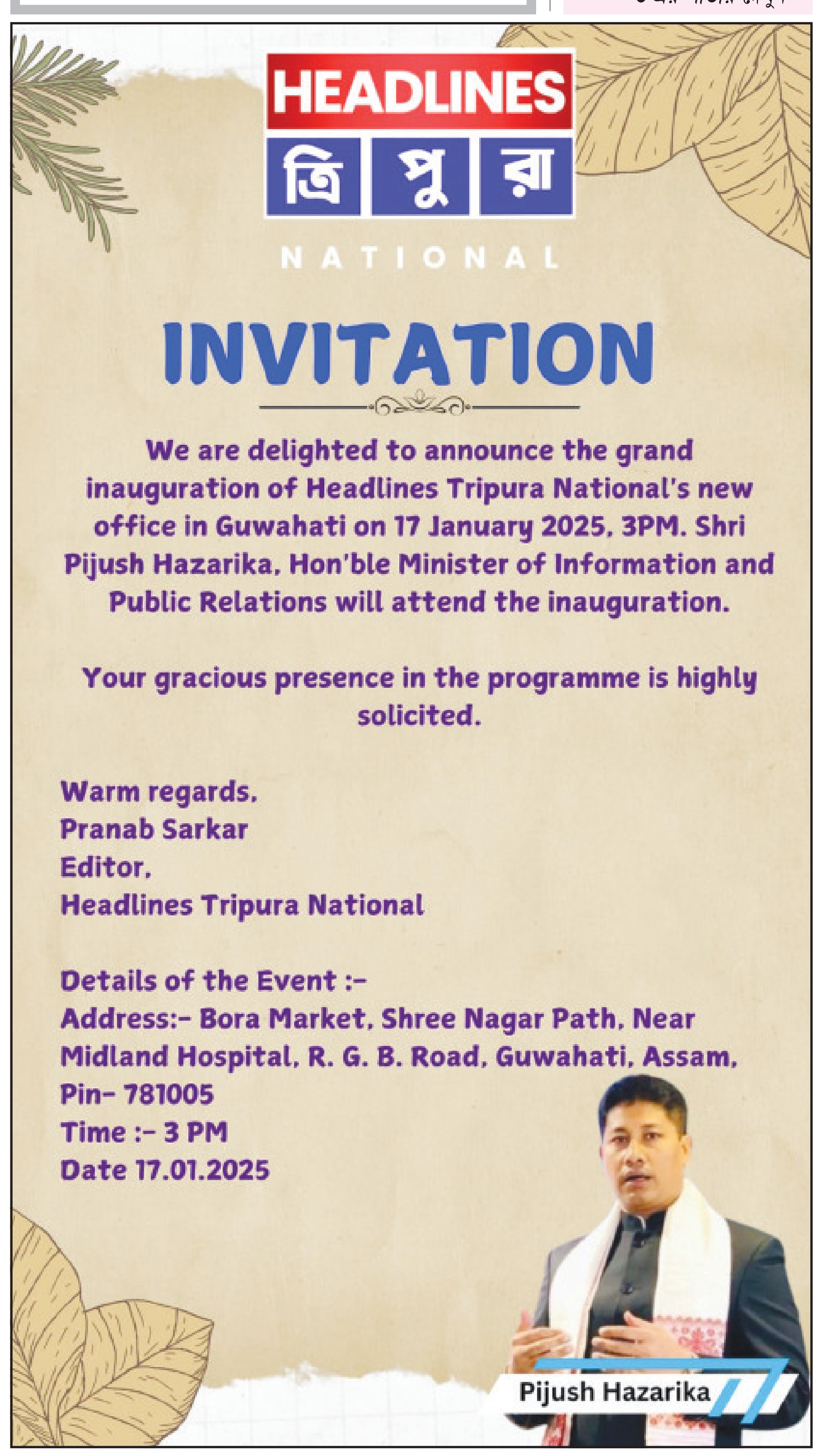

জাগরণ
আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং
৩ মাঘ, শুক্রবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

প্রযুক্তির অপব্যবহার

প্রযুক্তির অপব্যবহার সর্বক্ষেত্রে বিপদ ডাকিয়া নিতে পারে। নানা ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া তাহা প্রমাণিত হইতেছে। দেশের নির্বাচন কমিশনও তাহাতে রীতিমতো চিন্তিত। দিল্লির বিধানসভা ভোটের আগে 'প্রযুক্তির বিড়ম্বনা'র মোকাবিলা করিতে সক্রিয় হইল নির্বাচন কমিশন। যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলি যাহাতে প্রতিপক্ষকে নিশানা করিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই)-র অপপ্রয়োগ না করে, তাহা নিশ্চিত করিতে বৃহস্পতিবার একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করা হইয়াছে কমিশনের তরফে।ওই নির্দেশিকায় রাজনৈতিক দলগুলিকে 'দায়িত্বশীল ভাবে' এবং 'স্বচ্ছতার সঙ্গে' নির্বাচনী প্রচারে এআই ব্যবহার করিবার 'পরামর্শ' দিয়াছে কমিশন। এআই প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি ভিডিয়ো প্রচারচিত্র সম্পর্কে কড়াকড়ি বাড়ানোর কথাও বলা হইয়াছে ওই নির্দেশিকায়। জানানো হইয়াছে, এ জাতীয় ভিডিয়োর সূচনাতেই 'কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে এবং লিখিত ভাবে' ঘোষণা করিতে হইবে সেটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তৈরি।মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার সম্প্রতি ভোটের প্রচারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। জনমত প্রভাবিত করিবার জন্য ভুয়ো তথ্যে নির্মিত আপাতসত্যের ছায়াছবি নির্মাণকে 'অপরাধ' বলিয়াও চিহ্নিত করিয়াছিলেন তিনি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 'আইটি সেল'গুলিকে এ বিষয়ে সতর্ক হওয়ার বার্তা দিয়াছিলেন তিনি। গত বছর লোকসভা নির্বাচনের সময় কমিশন সমাজমাধ্যমগুলিকে (সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম) দায়িত্বশীল এবং নৈতিক ভাবে ব্যবহারের জন্য নির্দেশিকা জারি করিয়াছিল রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশে। এ বার 'নিশানা'
হইল এআই।

এর উপর নির্ভর করিতে করিতে স্বাভাবিক ভাবনাচিন্তার ক্ষমতা হারাইতেছি আমরা। বুঝিনি, কখন অস্তিত্বের সঙ্কট শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যন্ত্রের মতো বুদ্ধিমান না হইতে পারিবার জন্য, ভাত-রুটি হারানো মানুষের বেদনা কোনও দিন বুঝিবে না এআই। সর্বগ্রাসী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিরুদ্ধে মানুষের অস্ত্র শুধু আবেগ। কোন পরিণতির দিকে চলিয়াছি আমরা?কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কিংবা আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স কাহাকে বলে, তাহা জানিবার জন্য সার্চ ইঞ্জিন খুলিয়া প্রশ্নটি টাইপ করিয়া দিলেই
হইবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কী, তাহা আপনাকে বলিয়া দিবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই। নিজেরই দেওয়া সংজ্ঞা বলিতেছে, এআই হইল কম্পিউটার সিস্টেম বা যন্ত্রের সেই ক্ষমতা, যাহার মাধ্যমে তাহারা মানুষের মতো চিন্তা করিতে, শিখিতে এবং সমস্যার সমাধান করিতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কম্পিউটার বিজ্ঞান, ডেটা সায়েন্স এবং মেশিন লার্নিংয়ের একটি শাখা। এটি এমন একটি প্রযুক্তি, যা মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্যকলাপ অর্থাৎ শেখা, যৌক্তিক চিন্তা, সমস্যার সমাধান, ভাষা বোঝা, ছবি ও ভিডিয়ো বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারা সব পারে।বিনা পয়সায় মিলিয়াছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বেশ কিছু অ্যাপ। মোবাইলে ডাউনলোড করিয়া নিলেই আমরা সর্বজ্ঞানী।এআই কী পারে' এই প্রশ্নটি যদি শিশিরবিন্দু হয়, তাহা হইলে আমফানের মতো প্রলয়বাদল ঘটিয়ে পাল্টা বলা যায়, 'কী পারে না কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা?' একটু বিশদে যাই। পর্দায় ফুটিয়া ওঠা অক্ষরমালা পড়িয়া যাইতে পারে তালিম পাওয়া ঘোষক কিংবা ঘোষিকার মতো, কণ্ঠস্বর চিনিয়া ফেলিবার জাদুকাঠি নিয়া আমার-আপনার কথা শুনিয়া পর্দায় তাহা লিখিয়া ফেলিতে পারে ঝটপট, কয়েক লাইনে বিষয় বুঝাইয়া দিলে ছবি আকিয়া দিতে পারে দশ সেকেন্ডে, কর্ড দিয়া দিলে বাজনা বাজাইতে পারে, বাজনা বুঝাইয়ায়ে দিলে কর্ড বাতলাইয়া দিতে পারে, নতুন ভাষা তৈরি করিতে পারে, যে কোনও কণ্ঠের হুবহু নকল তৈরি করিতে পারে, শব্দসংখ্যা এবং বিষয় উল্লেখ করিয়া দিলে একটা গোটা উপন্যাস লিখিয়া দিতে পারে, ফোটো আপলোড করিবার পরে যে কোনও বিখ্যাত শিল্পীর নাম উল্লেখ করিয়া দিলে আপনার একটি পোর্টেটে করিয়া দিতে পারে, ফ্রিজে কী কী আছে বাতলে দিলে রান্নার নতুন রেসিপি উদ্ভাবন করিতে পারে, ভবিষ্যৎ বাতলে দিতে পারে, কোটিখানেক লজিক কাজে লাগাইয়া বলিয়া দিতে পারে আমার আপনার ধরাধামে শেষ দিনটির সময়ও।

কাম্বলির অসুস্থতার ভিডিয়ো দেখে আবেগতাড়িত সিন্ধু

কিছু দিন আগেই বিনোদ কাম্বলির একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল। ছোটবেলার কোচ রমাকান্ত আচরেকরের স্মৃতিতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে উঠেই দাঁড়াতে পারছিলেন না। তার কিছু দিন পরেই হাসপাতালে ভর্তি হন। সেই ভিডিয়ো দেখে আবেগতাড়িত পিভি সিন্ধু। দু'বারের অলিম্পিক্স পদকজয়ীর পরামর্শ, জীবনটা হালকা ভাবে নেওয়া উচিত নয়।

এক ওয়েবসাইটে সিন্ধু বলেছেন, "আমি বিনোদ কাম্বলির ওই ভিডিয়ো দেখেছি। জীবনটা বুদ্ধি দিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। এমন জিনিসে বিনিয়োগ করুন যা ভবিষ্যতে আপনার কাজে লাগবে। তাই আমার মতে, বিলাসিতা করে টাকা খরচ করার চেয়ে নিয়ন্ত্রণ রেখে বিনিয়োগ করা ভাল।"

কেন এই কাজ করা উচিত তা-ও বলেছেন সিন্ধু। তাঁর কথায়, "বুদ্ধি করে বিনিয়োগ করতে হবে। ক্রীড়াবিদ থাকার সময় অনেকে আপনার পাশে থাকবে। কিন্তু আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে। কর দিতে হবে। না দিলে সমস্যায় পড়বেন। আমার দেখাশোনা করেন বাবা-মা। বিনিয়োগের খেয়াল রাখে স্বামী। এখনও পর্যন্ত অর্থকষ্টে পড়তে হয়নি। তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

উল্লেখ্য, এক সময় ভারতের প্রতিভাবান ক্রিকেটার হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিলেন কাম্বলি। সতীর্থ সচিন তেন্ডুলকরের থেকেও এগিয়ে রাখা হত তাঁকে। বিশৃঙ্খল জীবনযাপনের কারণে দ্রুত ক্রিকেট থেকে দূরে সরে যান। কাম্বলির ভিডিয়ো দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন বলে জানিয়েছেন সিন্ধু। তাঁর পরামর্শ, "জীবনে এমন মানুষ থাকা দরকার যারা আপনাকে সঠিক রাস্তা দেখাবে।

বিশ্বসেরা ক্রিকেটার বুমরাহ, এবার স্বীকৃতি দিল আইসিসি

আইসিসি টেস্ট ক্রমতালিকায় তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই শীর্ষস্থানে। বলা ভালো টেস্ট ক্রিকেটে রাজত্ব করছেন জশপ্রীত বুমরাহ। এবার তাঁকে স্বীকৃতি দিয়ে দিল আইসিসি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা বলে দিল, এই মুহূর্তে বিশ্বসেরা ক্রিকেটার বুম-বুমই। আইসিসির মাসের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন ভারতীয় পেসার।

ডিসেম্বর মাসে বিশ্বের সেরা ক্রিকেটার হিসাবে মনোনয়ন পেয়েছিলেন বুমরাহ। তাঁর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ডেন প্যাটারসন। দুজনকে হারিয়ে বুমরাহই আইসিসির মাসের সেরা নির্বাচিত হলেন। প্যাট কামিন্স লড়াই দিলেও তিনি পারলেন না। আইসিসি মেনে নিল এই মুহূর্তে বিশ্বসেরা ক্রিকেটার বুমরাহই। আসলে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে আগুনে ফর্মে ছিলেন বুমরাহ। সিরিজের পাঁচ টেস্টে ৩২ উইকেট তুলে নিয়েছেন তিনি। প্রথম টেস্টে অজিদের কার্যত বুমরাহর একার কাছেই হারতে হয়েছে। এই আগুন ফর্মেরই পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। পারথে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বুমরাহ। সেই টেস্টে জয়ও পেয়েছিল ভারত। শুধু ডিসেম্বর মাসের হিসাব করলে বুমরাহর উইকেট সংখ্যা ২২। গোটা মাসে তাঁর গড় ছিল মাত্র ১৪.২২। যা এককথায় অবিশ্বাস্য। সেই আগুনে ফর্মেরই স্বীকৃতি পেলেন ভারতীয় পেসার। ডিসেম্বরের মাসের সেরা ক্রিকেটার হওয়ায় শুধু নয়, বুমরাহ আইসিসির বর্ষসেরা ক্রিকেটার হওয়ার দৌড়েও রয়েছেন।

একাত্তরের যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে ইয়াহিয়া খান কী করছিলেন?

রেহান ফজল

সালটা ১৯৭১। আনুষ্ঠানিকভাবে ''৭১-এর যুদ্ধ শুরু হওয়ার একদিন আগে, অর্থাৎ দোসরা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ঢাকার সামরিক আইন প্রশাসকের পক্ষ থেকে তৎকালীন পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে একটা জরুরি সিগন্যাল বার্তা পৌঁছায়। সেখানে বলা হয়েছিল, ভারতীয় সেনাবাহিনী শেষ পর্যন্ত যশোর দখল করে নিয়েছে। এই বার্তা দেখা মাত্র ইয়াহিয়া খান তার এডিসি, আর্শাদ সামি খানকে নির্দেশ দেন তিনি যেন অবিলম্বে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হামিদ এবং চিফ অব স্টাফ গুল হাসানকে রাষ্ট্রপতি ভবনে তলব করেন। এই তিনজনের সঙ্গে দেখা করার পরই ইয়াহিয়া খান তার এডিসি আর্শাদ সামি খানকে জানান, পরের দিনের তার সমস্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট যেন এখনই বাতিল করে দেওয়া হয়।

ওইদিন সকাল নয়টায় সদর দফতরে একটা বৈঠক আহ্বান করা হয়, যেখানে তিনি (ইয়াহিয়া খান) ছাড়াও তৎকালীন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সমস্ত শীর্ষ কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়ার খানের এডিসি আর্শাদ সামি খান তার বই 'থ্রি প্রেসিডেন্টস অ্যান্ড অ্যান এইড'-এ লিখেছেন, 'জেনারেল গুল হাসান সর্বশেষ ঘটনাবলী সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করার পর জোর দিয়ে বলেছিলেন যে পাকিস্তান যেন অবিলম্বে প্রতিক্রিয়া জানায়। তা না হলে ভারত পুরো পূর্ব পাকিস্তানের উপর আক্রমণ করবে এবং পরে তাদের বাহিনীকে পশ্চিম সীমান্তে নিয়ে আসবে যেখানে তাদের বিপুল সংখ্যক সৈন্য।এর জন্য আমাদের চড়া মূল্য চোকাতে হতে পারে।'

'গুল হাসান বৈঠকে উপস্থিত সকলকে মনে করিয়ে দেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, পাকিস্তানের এক ইঞ্চি মাটিতেও আক্রমণ করা মানে কিন্তু পুরোদস্তুর যুদ্ধ। সেখানে সবাই এই বিষয়ে একমত হয়েছিলেন, যদিও তারা জানতেন যে যুদ্ধ ঘোষণা করার মতো অবস্থানে তারা নেই। বিশেষত সেই অবস্থায়, যখন যে ভূমির জন্য লড়াই করা হচ্ছিল সেখানকার লোকেরাই আমাদের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ছিলেন।' আর্শাদ সামি খান তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন, 'একজন ভাল কমান্ডারের মতোই ইয়াহিয়া খান, তার জেনারেলদের ওই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, জেনারেল ইয়াহিয়া খান কোথাও একটা ধারণা করেছিলেন যে ওই যুদ্ধে জয়ী হওয়ার মতো অবস্থায় তিনি নেই।' শকুন পথ আটকেছিল এর পরই পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল রহিম খান জেনারেল গুল হাসানকে বোঝাতে শুরু করেন যে, পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর অবিলম্বে ভারতীয় বিমান ঘাঁটিগুলোতে বিমান হামলা শুরু করা উচিত যাতে ভারতীয় বিমান ওড়ারই সুযোগ না পায়।

বৈঠক শেষ হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, অন্য একটা বৈঠকে ইয়াহিয়া খানকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিকেল চারটের সময় জেনারেল হামিদ নিজেই আসবেন। নির্ধারিত সময়ে জেনারেল হামিদ তার টয়োটা মিলিটারি জিপ নিয়ে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে পৌঁছান। আর্শাদ সামি খান লিখেছেন, 'আমরা জিপে উঠলাম যার চালকের সিটে বসেছিলেন জেনারেল হামিদ, আর জেনারেল ইয়াহিয়া তার পাশে বসেছিলেন। জিপের পিছনে বসে আছি, এমন সময় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। কোথা থেকে একটা বিশাল শকুন এসে জিপের পথ আটকে বসে পড়ল। জেনারেল হামিদ হর্ন বাজালেন, কিন্তু সে (বিশালাকায় শকুন) একটুও নড়ল না।'

'জেনারেল ইয়াহিয়া গাড়ি নেমে সেটাকে বেত দিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু শকুনটা কয়েক পা হাঁটার পর রাস্তার মাঝখানে থেমে যায়। অবশেষে একজন মালী দৌড়ে এসে তার বেলচা দিয়ে শকুনটাকে তাড়ায়। আমরা প্রধান ফটকের কাছে পৌঁছানো মাত্রই ইয়াহিয়া তার মুখ নিচু করে ফেলেন, যাতে নিরাপত্তাকর্মীরা তাকে দেখতে না পায় এবং গাড়ির বহর তাকে অনুসরণ না করে।' তারা একটা বড় গেটওয়ালা, গুদামের মতো ভবনে পৌঁছন যেখানে এয়ার মার্শাল রহিম খান তাদের স্বাগত জানান।' নূরজাহানকে ফোনে গান শোনানোর অনুরোধ বৈঠক চলাকালীন আকাশে যুদ্ধবিমান ওড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

সব মিলিয়ে পাকিস্তানের ২৭৮টা যুদ্ধবিমানের মধ্যে ৩২টা তেসরা ডিসেম্বরের ওই হামলায় অংশ নেয়। বিকেল পাঁচটা নয় মিনিট থেকে পাঁচটা ২৩ মিনিটের মধ্যে এই আক্রমণের ঘটনা ঘটেছিল। পরদিন ব্রিগেডিয়ার গুল মাওয়াজ তার বন্ধু ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখেন তিনি (ইয়াহিয়া খান) ও জেনারেল হামিদ মদ্যপ অবস্থায় রয়েছেন। পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ হাসান আব্বাস তার বই ''পাকিস্তান''স ড্রিফট ইনটু এক্সট্রিমিজম'-এ লিখেছেন, ইয়াহিয়া গুল মাওয়াজকে বলেছিলেন, 'কমান্ডার হিসেবে আমি যুদ্ধ শুরু করেছি। এখন সমস্ত কিছু জেনারেলদের উপর নির্ভর করছে।' 'কথোপকথনের সময় ইয়াহিয়ার কাছে বিখ্যাত গায়িকা নূরজাহানের ফোন আসে। জাপান থেকে এসেছিল ওই ফোন। ইয়াহিয়া তাকে ফোনে একটা গান শোনাতে বলেন।'

জাতিসংঘে বার্তার খসড়া

পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরাজয়ের খবর আসতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে গভর্নর আব্দুল মালিক যুদ্ধ বন্ধ করে সে সময় চলমান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টার বিষয়ে সিগন্যাল এবং কয়েকশোবার ফোন কলের মারফত বার্তা পাঠানোর চেষ্টা করতে থাকেন ইয়াহিয়া খানকে। এরপর, নয় ও দশই ডিসেম্বর গভর্নর মালিক এবং পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান জেনারেল এএকে নিয়াজির তরফে ক্রমাগত বার্তা পাঠানো হয়। বেশিরসভাগ বার্তার সারমর্ম ছিল যে পরিস্থিতির ক্রমশ আরও অবনতি ঘটছে। যদি অবিলম্বে কিছু না করা হয় তাহলে পূর্ব পাকিস্তান দুই দিনের মধ্যে ভারতের হাতে চলে যাবে।

ইয়াহিয়া খান তাদের উত্তর দিয়েছিলেন, 'আপনি সেই স্থানে রয়েছেন যেখানে এসব ঘটছে। হতাহতের সংখ্যা কমিয়ে আনতে যা যা করণীয়, তাই করুন।'

ইয়াহিয়া খানের বার্তা পেয়ে গভর্নর মালিক জাতিসংঘ মহাসচিবের উদ্দেশ্যে লেখা একটা প্রস্তাবের খসড়া অনুমোদনের জন্য তাকে (ইয়াহিয়া খানকে) পাঠান। সেখানে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানানো হয়। ইয়াহিয়া খানের অনুমতি ছাড়াই জাতিসংঘে বার্তা এই খসড়া পেয়ে ইয়াহিয়া খান বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি তৎক্ষণাৎ জেনারেল হামিদকে ডেকে পাঠালেন। আর্শাদ সামি খান "থ্রি প্রেসিডেন্টস অ্যান্ড অ্যান এইড"- বইয়ে লিখেছেন, 'ইয়াহিয়া হামিদকে বলেছিল- নিয়াজিকে ডেকে বলো যে যথাযথ পদক্ষেপের অনুমতি দেওয়ার অর্থ এই নয় যে সে আমাদের কূটনৈতিক সিদ্ধান্তে নাক গলাবে।' 'তিনি বলেন, জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে মালিকের প্রস্তাব যাওয়ার অর্থ হল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। তুমিই ওর সঙ্গে কথা বলো, কারণ আমি যদি কথা বলি তবে আমি আমার রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। এই সময়ে ধৈর্য্য হারালে চলবে না।' এর কিছুক্ষণ পর জেনারেল হামিদ ইয়াহিয়া খানকে একটা দুঃসংবাদ দেন। তিনি জানান, জেনারেল ফরমান আলী রাষ্ট্রপতির অনুমোদন না নিয়েই জাতিসংঘের ঢাকাস্থিত শরণার্থী ও পুনর্বাসন প্রতিনিধির কাছে গভর্নরের ওই বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছেন। ইয়াহিয়া খান তৎক্ষণাৎ পররাষ্ট্র সচিব সুলতান খানকে নির্দেশ দেন যেভাবেই হোক বার্তা যেন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। চীনের এড়িয়ে যাওয়া প্রাথমিকভাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলেন ইয়াহিয়া খান। রাজস্থানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রাথমিক সাফল্য এবং ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ খুকরির ডুবে যাওয়ার খবরে তিনি মনে করেছিলেন ভাগ্য তাদের সহায়।

আর্শাদ সামি খানের বইয়ে উল্লেখ রয়েছে, 'আইএসআইয়ের তৎকালীন প্রধান তাকে বলেছিলেন যে বিশ্বের বিখ্যাত জ্যোতিষী জিন ডিক্সন ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে তিনি কমপক্ষে দশ বছর শাসক হিসাবে ক্ষমতায় থাকবেন। এই কথা শুনে ইয়াহিয়া খুব খুশি হলেন। কে জানতো দশ বছর তো দূরের কথা, কয়েক দিনেই তিনি আর প্রেসিডেন্ট থাকবেন না।' জেনারেল ইয়াহিয়া খান আশা করেছিলেন, এই যুদ্ধে চীন প্রকাশ্যে তার পাশে দাঁড়াবে। কিন্তু চীন তা করতে অসম্মত হয়। পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব সুলতান আহমেদ তার আত্মজীবনী "মেমোরিজ অ্যান্ড রিফ্লেকশনস অব এ পাকিস্তানি ডিপ্লোম্যাট''-এ লিখেছেন, 'চীনের রাষ্ট্রদূত আমাকে বলেছেন যে পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন আমরা অব্যাহত রাখব, তবে এই লড়াইয়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষমতা সীমিত এবং যদি আমরা তা করি, তাহলেও এর ফলাফল সংকীর্ণ ফলাফল হতে পারে। তাই এ নিয়ে খুব বেশি আশা করবেন না। পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের প্রভাব কমানো জরুরি কিন্তু সীমান্তের পার্বত্য পথে বরফ জমে যাওয়ার কারণে তা করতে কয়েক সপ্তাহ সময় লেগে যাবে।'

ইরানের সরে যাওয়া

পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ডকে ইয়াহিয়া খান চৌঠা ডিসেম্বর জানান যে তার সেনাবাহিনীর জন্য মার্কিন সামরিক সরবরাহ খুবই প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্র যদি নিজে এই সহায়তা দিতে না পারে, তাহলে অন্তত অন্য দেশগুলোকে তা করা থেকে যেন বিরত না রাখা হয়। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে অস্ত্র পাঠানোর জন্য জর্ডান, ইরান এবং সৌদি আরবের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইরান কিন্তু পাকিস্তানে অস্ত্র পাঠায়নি। ইরানের শাহ, রেজা শাহ পাহলভি মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে জানিয়েছিলেন, পাকিস্তানে ইরানি বিমান ও পাইলট পাঠিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি নিতে পারেন না তিনি। তবে এমনটা হতে পারে যে ইরান জর্ডানে তাদের বিমান পাঠাবে এবং তার পরিবর্তে জর্ডান পাকিস্তানে তাদের বিমান পাঠাবে। (তেহরান দূতাবাসের ফাইল, নিক্সন প্রেসিডেন্সিয়াল মেটেরিয়াল বক্স পৃষ্ঠা ৬৪৩)

মুহাম্মদ ইউনূস তার "ভুট্টো অ্যান্ড দ্য ব্রেকআপ অব পাকিস্তান'' শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন, আসলে পাকিস্তানের সঙ্গে ইরানের একটা গোপন চুক্তি ছিল যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হলে করাচীর বিমান নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকবে ইরানের। ইয়াহিয়া যখন ইরানের শাহকে সেই চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তখন তিনি তা বাস্তবায়ন করতে অস্বীকার করে যুক্তি দিয়েছিলেন যে এটা আর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বিষয় নেই।' পোল্যান্ডের প্রস্তাব বৃথা গেল এরপর ছয়ই ডিসেম্বর ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। এরই মাঝে, ভারতীয় বিমানবাহিনী পশ্চিম সেক্টরে আক্রমণ আরও জোরদার করে দেয়। সুলতান খান লিখেছেন, তড়িঘড়ি করে রাষ্ট্রপতি ভবনের বাগানে গর্ত খুঁড়ে ভূগর্ভস্থ একটা কক্ষ তৈরি করা হয়। বোমা থেকে বাঁচতে সেই কক্ষের ছাদে বালির বস্তা রাখা হয়েছিল। আমি যখন ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে পরামর্শ করছিলাম সেই সময়ে ওই ভূগর্ভস্থ কক্ষে কমপক্ষে দু'বার ভারতীয় বিমান হামলা করেছিল। বিমান হামলার সাইরেন বেজে উঠেছিল।'

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতির জন্য বেশ কয়েকটা প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই সবকটায় "ভেটো" দেয়। এরপর পোল্যান্ড অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, দুই দেশের সেনাবাহিনীকে আন্তর্জাতিক সীমান্তে স্থানান্তর এবং রাজনৈতিক উপায়ে পূর্ব পাকিস্তান যুদ্ধের সমাধানের প্রস্তাব পেশ করে। এর ফলে আশার আলো দেখা দেয়।

এদিকে, সময় ফুরিয়ে যাচ্ছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানে পরাজয় স্পষ্টতই দৃশ্যমান ছিল।

তাই ইয়াহিয়া খান নিউ ইয়র্কে পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেওয়া জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে যোগাযোগ করে অবিলম্বে পোল্যান্ডের প্রস্তাব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু মি. ভুট্টোকে ফোনে পাওয়া যায়নি। "ওয়ার অ্যান্ড সিসেশন পাকিস্তান, ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ'' শীর্ষক বইয়ে রিচার্ড সিসুন ও লিও রোজ লিখেছেন, 'পরে ইয়াহিয়া কোনওভাবে ভুট্টোর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে ভুট্টো জবাব দেন-আমি তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি না।' 'ইয়াহিয়া একাধিকবার নিজের কথা বলতে থাকেন, কিন্তু জবাবে ভুট্টো বলেন- কী বলছ তুমি? আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।' 'সেই সময় টেলিফোন অপারেটর বাধা দিয়ে বলেন-লাইনটা একেবারে পরিষ্কার আপনি বলুন।' 'এর জবাবে ভুট্টো চিৎকার করে তাকে (টেলিফোন অপারেটরকে) বলেন- চুপ করুন।' পোল্যান্ডের ওই প্রস্তাব বিবেচনা হওয়ার আগেই, পাকিস্তানি সেনা আত্মসমর্পণ করে ফেলে। গভীর রাতে নিক্সনের ফোন এর ঠিক তিন দিন আগে ইয়াহিয়া খান মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনকে বার্তা পাঠিয়ে জানিয়েছিলেন, তিনি কথা বলতে চান। রাত দু'টোর দিকে নিক্সন ফোন করেন। আর্শাদ সামি খান লিখেছেন, 'আমি প্রেসিডেন্টকে জাগিয়ে তুলি। ঘুম চোখে ইয়াহিয়া কথা বলেন। যেহেতু টেলিফোন লাইন ঘন ঘন কেটে যাচ্ছিল, তাই প্রেসিডেন্ট আমাকে সমান্তরাল লাইনে থাকতে এবং পুরো কথোপকথন শুনতে বলেছিলেন। নিক্সন ইয়াহিয়াকে বলেছিলেন যে তিনি পাকিস্তানের নিরাপত্তা নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।' তাই পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর ''এন্টারপ্রাইজ''কে পাঠাচ্ছে। কথোপকথন শেষ হতেই ইয়াহিয়া আমাকে জেনারেল হামিদকে ফোন করতে বললেন। ফোনটা বেজে উঠতেই ইয়াহিয়া প্রায় চিৎকার করে উঠে বলেন, 'হেইম আমরা করে ফেলেছি। আমেরিকানরা আসছে।' আমরা মার্কিন নৌবহরের জন্য পরের দু'দিন অপেক্ষা করলাম। মনে হচ্ছিল তারা শামুকের গতিতে এগোচ্ছে। এমন কী ঢাকার পতনের পরও বঙ্গোপসাগরে তার কোনওরকম চিহ্ন ছিল না। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে সমন্বয়ের অভাব পুরো যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনার তিন বাহিনীর মধ্যে কোনও সমন্বয় ছিল না। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, নৌবাহিনীর প্রধানকেও পাক হামলার কথা জানানো হয়নি। তিনি রেডিও থেকে খবরটা পেয়েছিলেন। ভারতীয় জলসীমায় মোতায়েন সাবমেরিনগুলোও যুদ্ধের খবর পেয়েছিল রেডিও থেকে। ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল নিয়াজী বিবিসির সম্প্রচার থেকে যুদ্ধ শুরুর তথ্য পান। (ক্রুসড সোর্ডস : পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও যুদ্ধ, পৃষ্ঠা ২৯৫) পাক নৌসেনা প্রধান এক সাক্ষাৎকারে আরও অভিযোগ করেন, ভারত যখন পাকিস্তানি জাহাজে হামলা চালায়, তখন বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাদের এয়ার কভার দেওয়া হয়নি। গওহর আইয়ুব খান তার বই "গ্লিম্পসেস ইনটু দ্য করিডোরস অফ পাওয়ার"-এ বাংলাদেশ যুদ্ধের আগে এক বিমান সফরের সময় চিফ অব জেনারেল স্টাফ জেনারেল গুল হাসানের সঙ্গে তার বৈঠকের কথা উলেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, জেনারেল গুল আমাকে বলেছিলেন, কেবল মাত্র অলৌকিক কোনও ঘটনাই পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রক্ষা করতে পারে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম- আপনি কি এই বিষয়ে প্রধানকে বলেছেন?' 'গুল তার চোখ বন্ধ করে উত্তর দিয়েছিলেন- গওহর, তিন মাস ধরে তার (পাক প্রধানের) সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাচ্ছি না।' 'আমি বললাম- আপনি মজা করছেন?' 'গুল বলেছিল- বিশ্বাস করুন, ওর সঙ্গে দেখা করার জন্যও আমাকে এক ধরনের যুদ্ধ করতে হয়।' 'আমি বলেছিলাম তাহলে তো ঈশ্বরই আমাদের রক্ষা করতে পারেন। আমরা চোখ কান খোলা রেখে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।'

জাতির প্রতি ইয়াহিয়ার বার্তা ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের খবর শোনা মাত্রই ইয়াহিয়া খান সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় রেডিও এবং টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। বার্তায় তিনি বলেন, 'এটা সাময়িক ব্যর্থতা। আমরা পশ্চিম সেক্টরে লড়াই চালিয়ে যাব।' বার্তাটি রেকর্ড করার আগে তিনি তা তার পররাষ্ট্র সচিব সুলতান খানের কাছে তার মন্তব্য জানার জন্য পাঠান।

সুলতান খান লিখেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের সামরিক সক্ষমতা জানা সত্ত্বেও আমি অবাক হয়ে দেখলাম প্রেসিডেন্ট তখনও চার্চিলের মতো ছাদে, সমুদ্র সৈকতে ও রাস্তায় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলছেন। আমার পীড়াপীড়িতে তিনি তার বক্তব্য থেকে এই সমস্ত অনুচ্ছেদ বাদ দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এই বার্তা বাতিল করার জন্য আমার পরামর্শ গ্রহণ করেননি।' আর্শাদ সামি খা লিখেছেন, 'এটা আমাদের সবার জন্য খুবই দুঃখের সময় ছিল। আমরা নিজেদের চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি।' 'আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন নই, কিন্তু আমি তেসরা ডিসেম্বরের ওই দৃশ্যটা বারবার মনে করতে থাকি যখন রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে বের হওয়ার সময় একটা শকুন আমাদের পথ আটকয়েছিল। যেন আমাদের বলতে ছেয়েছিল যে এই যুদ্ধে যাওয়া অর্থহীন এবং ফলাফল আমাদের পক্ষে যাবে না।'

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের সচিব মহাকুম্ভ-২০২৫-এ মন্ত্রকের 'ঐশ্বরিক, মহান ও ডিজিটাল' প্যাভেলিয়ন উদ্বোধন

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪ (পিআইবি): কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের তরফে প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ-২০২৫-এ কৈলাশপুরি মার্গের (পশ্চিমী পত্রী) সেক্টর ০৭-এ নাগ বাসুকী-তে একটি প্যাভেলিয়ন প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। মন্ত্রকের সচিব শ্রী অমিত যাদব বুধবার এই প্যাভেলিয়নের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি শাস্ত্রাচার বিশিষ্ট আলোর মালা দিয়ে সজ্জিত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব শ্রী অমিত কুমার ঘোষ সহ মন্ত্রকের আওতাধীন এনএসএফডিসি এবং এনবিশিএফডিসি-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রী রঞ্জন শেগাল। মন্ত্রকের অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রী অমিত যাদব তাঁর সফরকালে তিনি নিজে এবং অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকরা বিভিন্ন সুবিধাপ্রাপকদের সঙ্গে তাদের সমস্যাবলী, লাভালাভ ও অভিজ্ঞতার বিষয়গুলি জানতে ও বুঝতে মতামত বিনিময় করেন। মন্ত্রকের প্রকল্পগুলির মাধ্যমে উপকৃত কারিগররা তাদের সাফল্যের কথা ভাগ করে নেন। পাশাপাশি তারা যে টিউলিপ (ট্র্যাডিশনাল আর্টিজানস আপলিপমেন্ট লিভলিহুড প্রোগ্রাম) ব্র্যান্ড জাতীয় বা এই ধরণের উদ্যোগগুলির ইতিবাচক প্রভাবের বিষয়গুলি তুলে ধরেন। মহাকুম্ভ-২০২৫-এ মন্ত্রকের অংশগ্রহণের বিষয়টি মন্ত্রক যে তার কল্যাণমূলক প্রকল্প ও উদ্যোগসমূহের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে সক্রিয় সেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্যাভেলিয়নের মূলভাব হল 'ঐশ্বরিক, মহান ও ডিজিটাল' যা এর অভ্যন্তর ও চারপাশ জুড়ে সাজসজ্জার মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। মন্ত্রক যে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে চিরাচরিত ঐতিহ্যগত মূল্যবোধকে সুসংহত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাও উদ্ভাসিত হচ্ছে এই প্যাভেলিয়নের মাধ্যমে।

প্যাভেলিয়নটিতে নানাবিধ প্রধান প্রধান প্রকল্প তুলে ধরা হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে 'বঞ্চিত ইকাই সমূহ আউর বারগন কি অর্থিক সহায়তা যোজনা' (ভিআইএসভিএএস)। এই যোজনাটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এ ছাড়াও রয়েছে পিএম-দক্ষ যোজনা যা আর্থ-সামাজিকভাবে প্রান্তিকদের জন্য দক্ষতা বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ও সেই মতো প্রশিক্ষণ দেয়। অন্যান্য যোজনাগুলির মধ্যে রয়েছে 'বরিষ্ঠ নাগরিক কল্যাণ যোজনা', 'নেশা মুক্ত ভারত অভিযান' এবং 'নমস্তে যোজনা'। এই যোজনাগুলি সম্পর্কে প্যাভেলিয়নে আগত দর্শকদের মধ্যে সচেতনতা জাগাতে প্রয়োগধর্মী প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

প্যাভেলিয়নের একটি প্রধান বিষয় হল কন্সটিটিউশন টাচ-স্ক্রিন ফ্লিপবুক। এটা প্যাভেলিয়নে আগত দর্শকদের মধ্যে ভারতের সংবিধান সম্পর্কে সচেতনতা জাগাতে ও তাদের সংবিধান সম্পর্কে শিক্ষা দান করতে আয়োজন করা হয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে কৃত্তিম-বুদ্ধিমত্তা-সক্ষম একটি ডিজিটাল সেলফি পয়েন্ট। এই সেলফি পয়েন্টটির মাধ্যমে দর্শকরা সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারছে। প্যাভেলিয়নে টিউলিপ (ট্র্যাডিশনাল আর্টিজানস আপলিপমেন্ট লিভলিহুড প্রোগ্রাম) ব্র্যান্ড উদ্যোগের আওতায় সারি সারি স্টল খুলে দেওয়া হয়েছে। এই স্টলগুলিতে প্রান্তিক কারিগররা তাদের উৎপাদিত হস্তশিল্প সমগ্রী বিক্রয় করতে পারছে। মন্ত্রক এই ধরণের অনেকগুলি প্রকল্প ও যোজনা শাথে নিয়েছে এবং এগুলির মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষদের সুযোগ সুবিধা দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়ে চলেছে।

শুক্রবার ভারতীয় ফুটবলের জনক নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারীর মৃত্যু দিন

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী যিনি ভারতীয় ফুটবলের জনক হিসেবে পরিচিত। তাঁর উদ্যোগেই ভারতে ফুটবল জনপ্রিয় হয়। ফুটবলের পাশাপাশি তিনি ক্রিকেটেও খেলতেন। তিনি অনেকগুলি ক্লাব প্রতিষ্ঠা এবং সংগঠন করেছিলেন। ১৯৪০ সালে ১৭ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যুর অনেক আগে, নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী যথাযথভাবে ভারতীয় ফুটবলের জনক উপাধি অর্জন করেছিলেন।

নগেন্দ্র প্রসাদের বাড়ি ছিল হুগলি জেলার রাধানগরে। কিন্তু তাঁর জন্ম কলকাতায় ২৭ আগস্ট ১৮৬৯ সালে। ১৯৭৫ সালে হেয়ার স্কুলে পড়াকালীন সহপাঠীদের সঙ্গে নিয়ে ফুটবল দল গড়ে ফুটবল খেলা শুরু করেন। সেই সময় ময়দানে গোরাদের ফুটবল খেলা তাঁকে আকৃষ্ট করে। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক মিঃ স্ট্যাক নগেন্দ্র প্রসাদের ফুটবলের প্রতি উৎসাহ দেখে তাঁকে খেলার শিক্ষা দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় তিনি বাংলার অদ্বিতীয় সেন্টার ফরওয়ার্ড হিসাবে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

এই সময় থেকেই তিনি বিভিন্ন জেলায় ক্লাব সংগঠন করতে থাকেন। তাঁর প্রতিষ্ঠা করা ওয়েলিংটন ক্লাব। যেটা গড়ের মাঠে প্রথম খেলার তাঁবু। তিনি এই ক্লাবে ফুটবল, ক্রিকেট, রাগবি, হকি ও টেনিস খেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি আরও কিছু ক্লাব যেমন বয়েজ ক্লাব (ভারতের প্রথম ফুটবল সংগঠন), ফ্রেন্ডস ক্লাব, হাওড়া স্পোর্টিং ক্লাব, প্রেসিডেন্সি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৭ সালে স্থাপিত শোভাবাজার ক্লাবের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হন। তিনি হাওড়াতে ভারতের প্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতা 'ট্রেডস কাপ' আয়োজন করেন। তাঁর প্রচেষ্টাতেই ক্রিকেটে হ্যারিসন শিল্ড প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং সাহেবদের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাবে দেশীয়দের প্রতিযোগিতা করার রাস্তা খুলে গিয়েছিল। ১৮৮৩ সালে তিনি ভারতীয়দের নিয়ে কলকাতায় বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান করেন। আই.এফ.এ শিল্ড গঠনে উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একমাত্র ভারতীয়। ১৮৯২ সালে শোভাবাজার ক্লাব সমস্ত ইউরোপীয় ক্লাবকে হারিয়ে ট্রেডস কাপ জয় করে। সেই বছরই আই.এফ.এ শিল্ড খেলা আরম্ভ হয়। ১৯১১ সালে মোহনবাগান শিল্ড জয় করার আগে এটা বাঙালি ক্লাবের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল। ১৮৯৩ সালে আই.এফ.এ শিল্ডে শোভাবাজার ক্লাব একমাত্র ভারতীয় দল হিসেবে অংশগ্রহণ করে। ১৮৭৭ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত তিনি ৭০০-র বেশি ম্যাচ খেলেছিলেন। ক্রিকেটেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি প্রথম ভারতীয় বোলার ছিলেন যিনি ইংরেজদের সাথে খেলায় বোলিং করতে পারতেন। বাঙালি যুবকদের নিয়ে রাগবি দল তিনিই প্রথম তৈরি করেছিলেন। নগেন্দ্র প্রসাদ বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাবে হকি এবং টেনিস খেলার সূচনা করেন। তিনি বিদেশি খেলার প্রবর্তক হলেও বিভিন্ন দেশীয় খেলাতেও উৎসাহী ছিলেন। দর্শক ও খেলোয়াড়দের কাছে তিনি হুজুর বলে পরিচিত ছিলেন।

তাঁর জীবন অবলম্বনে বাংলা চলচ্চিত্র গোলন্দাজ নির্মাণ করেছেন পরিচালক ধ্রুব ব্যানার্জী। যা মুক্তি পেয়েছে ১০ অক্টোবর ২০২১—এ। এই ছবিতে নগেন্দ্র প্রসাদের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দেব।

শুক্রবার মোহাম্মদ আলীর জন্মদিন

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : মোহাম্মদ আলী ১৯৪২ সালের ১৭ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ট্রং কেনটাকির লুইসভিলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল ক্যাসিয়ার মার্সেলার্স ক্লে। তিনি ১২ বছর বয়সে প্রশিক্ষণ শুরু করেন। ১৯৬৪ সালে ২২ বছর বয়সে তিনি সনি লিষ্টনকে পরাজিত করে বিশ্ব হেভি ওয়েট চাম্পিয়নশিপ জিতে নেন। ফেব্রুয়ারি ২৫ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯ পর্যন্ত তিনি অবিতর্কিত হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে সম্মান পান। এর কয়েকদিন পরে, তিনি নেশনস অফ ইসলামে যোগদান করে তাঁর নাম পরিবর্তন করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি সুন্নী ইসলামে ধর্মান্তরিত হন। ২০১৬ সালে ৩রা জুন শ্বাসনালীর সংক্রমনে অ্যারিজনায় মোহাম্মদ আলী মৃত্যুবরণ করেন।

তিন তিনবার হেভিওয়েট বিশ্ব শিরোপা জয় করে তিনি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মানবে পরিণত হয়েছিলেন। ১৯৬৪ সালে সনি লিস্টনকে হারিয়ে তিনি নিজেই ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি বিশ্বের সম্রাট'।

No.F.852/SNP/SNM/TS/2024-25/6179-95

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO. 02/SNP/SNM/TS/2024-25, Dated, 10/01/2025. Separate sealed percentage rate tenders are invited by Executive Officer, on behalf of the "Hon'ble Chairperson, Sonamura Nagar Panchayet" from enlisted Contractor/Firms/Agencies of Tripura PWD/ TTAADC in appropriate class and from the contractor registered in the appropriate class of MES Railways, CPWD and other state PWD in PWD FORM NO. 7(SEVEN) up to 3.00 PM. on 20/01/2025 for the following works.

Tender will be opened on the same date at 3.30 PM. if possible.

Sl. No	Name of Works	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of Tender Forms
01	Providing and fixing hard drawn for Fecal Sludge at Khedabari Dumping Station under Sonamura Sub-Division during the year 2024-25. DNIT NO.11/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,93,416.00	Rs.3,868.00	30 (Thirty) days	Rs.1000.00
02	Mtc. of road side wall (East side) at Khedabari Dumping Station under Sonamura Sub-Division during the year 2024-25. DNIT NO.12/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,93,518.00	Rs.3,870.00	30 (Thirty) days	Rs.1000.00
03	Mtc. of road side wall (North side) at Khedabari Dumping Station under Sonamura Sub-Division during the year 2024-25. DNIT NO.13/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,93,672.00	Rs.3,873.00	30 (Thirty) days	Rs.1000.00
04	Mtc. of road side wall (South side) at Khedabari Dumping Station under Sonamura Sub-Division during the year 2024-25. DNIT NO.14/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,93,750.00	Rs.3,875.00	30 (Thirty) days	Rs.1000.00
05	Mtc. of road side wall (West side) at Khedabari Dumping Station under Sonamura Sub-Division during the year 2024-25. DNIT NO.15/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,93,595.00	Rs.3,872.00	30 (Thirty) days	Rs.1000.00
06	Construction of side wall (East side, Portion: at Ch. 0.000km to 0.003km) for Fecal Sludge at Khedabari Dumping Station under Sonamura Sub-Division during the year 2024-25. DNIT NO.16/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,92,138.00	Rs.3,843.00	30 (Thirty) days	Rs.1000.00
07	Construction of side wall (East side, Portion: at Ch. 0.003km to 0.006km) for Fecal Sludge at Khedabari Dumping Station under Sonamura Sub-Division during the year 2024-25. DNIT NO.17/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,92,216.00	Rs.3,844.00	30 (Thirty) days	Rs.1000.00
08	Construction of side wall (North side, Portion: at Ch. 0.000km to 0.003km) for Fecal Sludge at Khedabari Dumping Station under Sonamura Sub-Division during the year 2024-25. DNIT NO.18/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,92,448.00	Rs.3,849.00	30 (Thirty) days	Rs.1000.00
09	Construction of side wall (North side, Portion: at Ch. 0.003km to 0.006km) for Fecal Sludge at Khedabari Dumping Station under Sonamura Sub-Division during the year 2024-25. DNIT NO.19/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,92,525.00	Rs.3,851.00	30 (Thirty) days	Rs.1000.00
10	Construction of side wall (South side, Portion: at Ch. 0.000km to 0.003km) for Fecal Sludge at Khedabari Dumping Station under Sonamura Sub-Division during the year 2024-25. DNIT NO.20/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,92,603.00	Rs.3,852.00	30 (Thirty) days	Rs.1000.00
11	Construction of side wall (South side, Portion: at Ch. 0.003km to 0.006km) for Fecal Sludge at Khedabari Dumping Station under Sonamura Sub-Division during the year 2024-25. DNIT NO.21/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,92,680.00	Rs.3,854.00	30 (Thirty) days	Rs.1000.00
12	Construction of side wall (West side, Portion: at Ch. 0.000km to 0.003km) for Fecal Sludge at Khedabari Dumping Station under Sonamura Sub-Division during the year 2024-25. DNIT NO.22/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,92,290.00	Rs.3,846.00	30(Thirty) Days	Rs.1000.00
13	Construction of side wall (West side, Portion: at Ch. 0.003km to 0.006km) for Fecal Sludge at Khedabari Dumping Station under Sonamura Sub-Division during the year 2024-25. DNIT NO.23/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,92,370.00	Rs.3,847.00	30(Thirty) Days	Rs.1000.00
14	CC. flooring for Fecal Sludge at Khedabari Dumping Station under Sonamura Sub-Division during the year 2024-25. DNIT NO.24/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,93,222.00	Rs.3,864.00	30(Thirty) Days	Rs.1000.00
15	Construction of drain for Fecal Sludge at Khedabari Dumping Station under Sonamura Sub-Division during the year 2024-25. DNIT NO.25/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,93,348.00	Rs.3,867.00	30(Thirty) Days	Rs.1000.00
16	Mtc of road for Fecal Sludge at Khedabari Dumping Station under Sonamura Sub-Division during the year 2024-25. DNIT NO.26/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,93,472.00	Rs.3,869.00	30(Thirty) Days	Rs.1000.00
17	Site development and garbage cleaning for Fecal Sludge at Khedabari Dumping Station under Sonamura Sub-Division during the year 2024-25. DNIT NO.27/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,93,137.00	Rs.3,863.00	30(Thirty) Days	Rs.1000.00
18	Construction of Beam for Fecal Sludge at Khedabari Dumping Station under Sonamura Sub-Division during the year 2024-25. DNIT NO.28/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs.1,93,012.00	Rs.3,860.00	30(Thirty) Days	Rs.1000.00
19	Providing RCC. Slab for Fecal Sludge at Khedabari Dumping Station under Sonamura Sub-Division during the year 2024-25. DNIT NO.29/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,93,456.00	Rs.3,869.00	30(Thirty) Days	Rs.1000.00
20	Improvement of road / SH: Providing and placing Paver Block for Fecal Sludge at Khedabari Dumping Station under Sonamura Sub-Division during the year 2024-25. Situation:-North Side. DNIT NO.30/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,94,064.00	Rs.3,881.00	30(Thirty) Days	Rs.1000.00
21	Improvement of road / SH: Providing and placing Paver Block for Fecal Sludge at Khedabari Dumping Station under Sonamura Sub-Division during the year 2024-25. Situation:- East Side. DNIT NO.31/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,94,120.00	Rs.3,882.00	30(Thirty) Days	Rs.1000.00
22	Improvement of road / SH: Providing and placing Paver Block for Fecal Sludge at Khedabari Dumping Station under Sonamura Sub-Division during the year 2024-25. Situation:- West side. DNIT NO.32/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs.1,94,146.00	Rs.3,883.00	30(Thirty) Days	Rs.1000.00
23	Construction of cremation centre at Madhuban, W/No-05 under Sonamura Nagar Panchayat during the year 2024-25. DNIT NO.33/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs.1,92,640.00	Rs.3,853.00	30(Thirty) Days	Rs.1000.00
24	Construction of road side wall (East side, Portion: at Ch. 0.000km to 0.003km) for Cremation Centre at Madhuban, W/No-05 under Sonamura Nagar Panchayat during the year 2024-25. DNIT NO.34/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs.1,92,913.00	Rs.3,858.00	30(Thirty) Days	Rs.1000.00
25	Construction of road side wall (East side, Portion: at Ch. 0.003km to 0.006km) for Cremation Centre at Madhuban, W/No-05 under Sonamura Nagar Panchayat during the year 2024-25. DNIT NO.35/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,92,990.00	Rs.3,860.00	30(Thirty) Days	Rs.1000.00
26	Construction of road side wall (North side, Portion: at Ch. 0.000km to 0.003km) for Cremation Centre at Madhuban, W/No-05 under Sonamura Nagar Panchayat during the year 2024-25. DNIT NO.36/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,92,758.00	Rs.3,855.00	30(Thirty) Days	Rs.1000.00
27	Construction of road side wall (North side, Portion: at Ch. 0.003km to 0.006km) for Cremation Centre at Madhuban, W/No-05 under Sonamura Nagar Panchayat during the year 2024-25. DNIT NO.37/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,92,836.00	Rs.3,857.00	30(Thirty) Days	Rs.1000.00
28	CC. flooring for Cremation Centre at Madhuban, W/No-05 under Sonamura Nagar Panchayat during the year 2024-25. DNIT NO.38/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs.1,92,473.00	Rs.3,849.00	30(Thirty) Days	Rs.1000.00
29	Construction of column (North side) for Cremation centre at Madhuban, W/No-05 under Sonamura Nagar Panchayat during the year 2024-25. DNIT NO.39/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,93,557.00	Rs.3,871.00	30(Thirty) Days	Rs.1000.00
30	Construction of column (South side) for Cremation Centre at Madhuban, W/No-05 under Sonamura Nagar Panchayat during the year 2024-25. DNIT NO.40/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs.1,93,456.00	Rs.3,869.00	30(Thirty) Days	Rs.1000.00
31	Construction of Beam for Cremation centre at Madhuban, W/No-05 under Sonamura Nagar Panchayat during the year 2024-25. DNIT NO.41/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,93,012.00	Rs.3,860.00	30(Thirty) Days	Rs.1000.00
32	Construction of drain (East side) for Cremation centre at Madhuban, W/No-05 under Sonamura Nagar Panchayat during the year 2024-25. DNIT NO.42/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs. 1,93,493.00	Rs.3,870.00	30(Thirty) Days	Rs.1000.00
33	Construction of drain (West side) for Cremation centre at Madhuban, W/No-05 under Sonamura Nagar Panchayat during the year 2024-25. DNIT NO.43/SNP/SNM/TS/2024-25.	Rs.1,93,435.00	Rs.3,869.00	30(Thirty) Days	Rs.1000.00

Earnest money should be deposited in the State Bank of India or any schedule Bank of India guaranteed by the RBI in the shape of "Deposit - at - call "or Demand draft" with 06 (six) months validity in favour of the Executive Officer, Sonamura Nagar Panchayat, Sonamura, Sepahijala Tripura.

Tender forms can be had on 15/01/2025 from the office of the Executive Officer, Sonamura Nagar Panchayat, Sepahijala Tripura on payment of cost of Tender Form as indicated above only in cash (Non-Refundable) on any working days during office hours up to 4.00 PM on 16/01/2025 on submission of written application along with valid documentary proof (in a shape of photo copy and signature of contractor attested by Gazetted Officer not later than 30 (thirty) days old on 20/01/2025 of PTCC,STCC/GST No, PAN (permanent account number) card issued by the Income Tax of Department, Government of India, enlistment and valid license regarding engagement workers in the contract works from Labour Department, Government of Tripura. Receipt of application for issue of tender form will be closed on 16/01/2025 at 4.00PM. Tender (s) drop in the Tender box in the office of the Sonamura Nagar Panchayat on 20/01/2025 up to 3.00PM. Seal tender (s) shall be opened by the Executive Officer, Sonamura Nagar Panchayat in presence of intending tenderers and others who may like to be present at 3.30PM on 20/01/2025 if possible.

The tender of the Contractors who do not deposit the earnest money in the manner prescribed above, will be summarily rejected.

ICA/C/3806/25

Executive Officer
Sonamura Nagar Panchayat
Sonamura, Sepahijala Tripura

কৈলাশহরের ইরানি বাজারে সিবিসি'র উদ্যোগে সচেতনতামূলক ও জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি

কৈলাসহর, ১৬ জানুয়ারি ২০২৫: কৈলাশহরের ইরানি বাজারে আজ কেন্দ্রীয় সরকারের সেন্ট্রাল বুরো অফ কমিউনিকেশন (সিবিসি)-এর কৈলাসহর ক্ষেত্রীয় কার্যালয়ের উদ্যোগে এক বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সরকারের বিভিন্ন

জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি যেমন স্বচ্ছতা হি সেবা, এক পেড় মা কি নাম, নেশামুক্ত ভারত অভিযান, এবং মিশন লাইফ বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়।

ইরানি বাজারে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি ছিলেন গৌরনগর ব্লকের অতিরিক্ত বিডিও তাজিম চাকমা, সিবিসি'র ক্ষেত্রপ্রচার আধিকারিক এইচ.কে. চাঙ এবং ইরানি পঞ্চায়েতের প্রধান দিলারা বেগম, উপ-প্রধান তালেব আলি সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি। দিলারা বেগম অনুষ্ঠানের সভানেত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অনুষ্ঠানে সিবিসি'র ক্ষেত্রপ্রচার আধিকারিক এইচ কে চাঙ স্বাগত ভাষণ রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সচেতনতা ও জাগরুকতা সৃষ্টির বিভিন্ন কর্মসূচির বিভিন্ন দিক, সাফল্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেনউ অনুষ্ঠানে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির জন কল্যানমুলক দিক ও গুরুত্ব তুলে ধরেন।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ইরানি বাজারে স্বচ্ছ ভারত অভিযান এর আওতায় সাফাই অভিযান এবং এক পেড় মা কি নামক কর্মসূচির অংশ হিসেবে বৃক্ষরোপণ করা হয়। এছাড়া, একটি উন্মুক্ত ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজনও করা হয়, যেখানে স্থানীয় জনগণ অংশগ্রহণ করেন। স্বচ্ছ ভারত অভিযান ও নেশামুক্ত ভারত অভিযান এর অধীনে জন সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেও আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। সিবিসি-র এই উদ্যোগ স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সরকারের কর্মসূচির সঙ্গে জনগণের সংযোগ স্থাপন করতে সহায়ক বলে স্থানীয় অংশগ্রহণকারীরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ভারত ও সিঙ্গাপুর প্রকৃতিগতভাবে বন্ধু : থারমান শানমুগারত্নম

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): রাষ্ট্রপতি ভবনে বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি থারমান শানমুগারত্নমকে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁকে রাষ্ট্রপতি ভবনে স্বাগত জানান। সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি থারমান শানমুগারত্নম এদিন বলেছেন, 'আমরা কখনই ভুলব না, ১৯৬৫ সালে সিঙ্গাপুরের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রথম কয়েকটি দেশের মধ্যে ভারত ছিল। তারপর থেকে আমাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে একটি ছোট দেশ সিঙ্গাপুর এবং একটি খুব বড় দেশ ভারতের মধ্যে একটি স্বাভাবিক অংশীদারিত্ব।'

সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, 'আমাদের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক শক্তিশালী। দক্ষতার ক্ষেত্রে আমাদের সম্পর্ক সাম্প্রতিক বছরগুলিতে খুব সক্রিয় এবং তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু আমরা এখন ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে একটি বিস্তৃত কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করার সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন যাত্রাপথে আছি, যা গত বছরের সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সিঙ্গাপুরে শেষ সফরের সময় ঘোষণা করা হয়েছিল।'

Notice

Interested participants are requested to send or submit photographs for Biodiversity of Tripura and People of Architecture of Tripura. The Photography competition to be held on 27/01/2025 to 28/01/2025 at Melarmath, Sabroom or call it 9436182862 within 6: PM of 18/01/2025.

ICA/D/1699/25

Sd/-
Sub-Divisional Forest Officer
Sabroom: South Tripura

PRESS NOTICE INVITING TENDER No. e-PT-XXII/EE/RD/STB/2024-25, Dated- 07/01/2025

On behalf of the 'Governor of Tripura 'the Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites percentage rate Two Bid System e-tender in PWD Form No-7 up to 2:00 P.M. on 28/01/2025 for 01 (One) No Infrastructure Development work, 02 (Two) Nos Construction work & 05 (Five) Nos Internal Electrification Work. For details please visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9436593289. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/3297/25

Executive Engineer
RD Santirbazar DiVIllsion Santirbazar, South Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 20/EE/WR-III/UDP/2024-25

	Name of Work	ESTIMATED COST (in Rs)	EARNEST MONEY (in Rs)	BID FEE (in Rs)	TIME FOR COMPLETION (IN MONTHS)	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND UPLOADING BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	CLASS OF BIDDER
1.	DNIeT No. 10/CE/PWD(WR)/ACE(P&DU/DNIeT/2024-25	4,12,26,871	8,24,537	8000	06 (Six) Months	Up to 15.00 Hrs on 21.01.2025	At 15.30 Hrs on 21.01.2025 (if possible)	Appropriate Class
2.	DNIeT No. 11/CE/PWD(WR)/ACE(P&DU/DNIeT/2024-25	4,35,35,653	8,70,713	8000	06 (Six) Months	Up to 15.00 Hrs on 21.01.2025	At 15.30 Hrs on 21.01.2025 (if possible)	Appropriate Class

The Bid Forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-3205/25

For & on behalf of the Governor of Tripura
(Er. Rati Rn. Debbarma) Executive Engineer
Water Resource Division No.III
Udaipur, Gomati, Tripura

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: INS/E/AGT/01/2024-25

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF TENDERER
1	Hiring of 1(one) No. of vehicle (Maruti Eco/ Maruti Wagon R) with driver and having commercial license for Official use of Electrical Inspector, Tripura, Agartala. DNIT NO: INS/E /AGT/ 2024-25/01	₹ 3, 28,440.00	₹ 3284.00	01 (one) year	Up to 16.00 Hrs on 28/01/2025	At 15.30 Hrs on 31/01/2025	Office of the Electrical Inspector Government of Tripura, Pt. Nehru Complex, Agartala	Appropriate Class

For and on behalf of the Governor of Tripura
Tripura, Agartala
Power Department
Electrical Inspector

ICA/C-3292/24

Executive Engineer, W.R Division No-II, Agartala Tripura invites e-tender against press NIT No:-17/EE/WRD-II/2024-2025 Dated 13-01-2025.

Sl No.	Name of the Work/DNIT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of tender form
1	DNIeT No: 112 /SE/WRC-I/DNIeT/ 2024-25	₹ 33, 18,050.00	₹66, 361.00	120(one hundred twenty)days	Rs. 1000.00

Last Date of bidding for bids 05-02-2025 upto 15.00 Hrs.
Opening of Bid on 05-02-2025 at 15.30 Hrs. If possible.
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/3285/25

Er. Parimal Debnath), Executive Engineer,
Water Resource Division No-II,
P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala.

হরেকরকম

সন্তান আনার মতোই আগে ভেবে পোষ্যকেও আনুন

''আমার পোষ্যটি সন্তানসম'' আদৌ কি তাই? পোষ্যকে নিয়ে থাকার সময়ে কি এমন আবেগ যথাযথ কার্যকর হয়? তাই যদি হত, তা হলে চার দিকে পোষ্যকে ছেড়ে দেওয়ার এত ঘটনা কেন?

প্রায়ই দেখা যায়, গাড়ি করে পোষ্যকে এনে রাস্তার ধারে বেঁধে রেখে মালিককে চলে যেতে। কিংবা বস্তাবন্দি করে তাকে ছেড়ে রেখে আসা হয়েছে দূরে।

পোষ্যের বয়স বাড়লে দত্তক নেওয়ার অনুরোধে ভরে যায় পশুদের নিয়ে কাজ করা পশু সংক্রান্ত সমাজমাধ্যমের গ্রুপগুলি। একটি পোষ্যকে বাড়িতে আনার আগে যদি কিছু বিষয়ে সচেতন হওয়া যায়, তা হলেই হয়তো এমন ঘটনা কমবে।

কী সচেতনতা?

১) শিশু অবস্থায় তার হাবভাব, ভঙ্গি এতটাই আদুরে থাকে যে বাড়ির মানুষের কাছে সে মনোরঞ্জনের কারণ হয়ে ওঠে। মনে রাখবেন, যখন সে বড় হবে, তখন তার ভাবভঙ্গির পরিবর্তন হবে। আপনার সন্তান যখন শৈশবে থাকে, তখন তার আদুরে কথা, অবুঝ কাজকর্ম চলতেই থাকে। বয়ঃসন্ধিকালে প্রবেশ করতেই বদলে যায় আচরণ। সে তখন সবেতেই বিদ্রোহ করতে চায়, অবাধ্য হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। তখন কী করেন আপনি? তাকে কি রেখে আসেন রাস্তার ধারে বা অন্য আশ্রয়ে?

পোষ্য আপনার সন্তানসম হলে, তার জীবনের ছোট্ট পরিসরে যখন সেই পরিবর্তনের ছায়া পড়ে, সে ক্ষেত্রে এমন আচরণ কেন? আসলে বুঝেই ওঠা হয়নি যে, পোষ্যটি আপনার সন্তানসম কোনও দিন ছিল না।

২) পোষ্য রাখার কিছু নিয়ম আছে। সন্তানের যেমন ঠিক সময়ে টিকাকরণ, বাড়িতে সহবত শেখানো, স্কুলে ভর্তি করা এবং তার শিক্ষার খরচ সামলানো ইত্যাদির নিঃশর্ত দায়িত্ব আমাদের থাকে, ঠিক তেমনই দায়িত্ব পোষ্যটির প্রতিও রাখতে হবে। তারও এগুলো প্রয়োজন। আপনি যদিসন্তানকে নিজে খাওয়া, যথাযথ জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করা, কথা বলার আদবকায়দা না শেখান, সে নিজে নিজে শিখবে না। পোষ্যটিরও বেড়ে ওঠার সময়ে এ সব কিছুতে নজর রাখতে হয়। সহাবস্থানের নিয়ম তাকে তার মতো করে বোঝাতে হয়। তা না করে যদি আপনি ভাবেন, পোষ্যটি আপনার মনের মতো হবে, সেটা কখনওই সম্ভব না। সন্তানের মতো দেখলে পোষ্যের জন্যও সময় এবং ধৈর্য দিতে হবে।

৩) মনে রাখবেন, পোষ্য এবং আপনি দু'টি আলাদা প্রজাতি। আপনার মনুষ্য সন্তানের ক্ষেত্রে প্রজাতিগত পার্থক্য থাকে না, তাই তার আচরণ বিষয়ে স্বভাবতই অবগত থাকেন। তা সত্ত্বেও কিন্তু মা-বাবারা সন্তান আসার আগে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া, বিভিন্ন ধরনের বই পড়ে থাকেন। পোষ্যকে আনার আগেও এতটা সময় দিতে হবে। জানতে হবে তার বৈশিষ্ট্য, আচরণ, প্রাথমিক চাহিদা ইত্যাদি।

একটি কুকুরকে পোষ্য হিসেবে এনে অনেকেই তাকে নিয়ে হাঁটতে বেরোন না। কারণ হিসেবে উঠে আসে বাড়ির লোকের সময় নেই, অসম্ভব দুষ্টুমি করে, অন্য কুকুরের সঙ্গে মারামারি করতে চায় বা অন্য কুকুরের থেকে রোগ পোষ্যের শরীরে ঢুকে যেতে পারে। আপনার সন্তানটিকে কি এর একটি কারণেও স্কুলে পাঠানো বন্ধ করে দেবেন? না কি, তাকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পাঠ দেবেন? পোষ্যকে প্রশ্রয় দিয়ে বখিয়ে দেওয়া বা সারা ক্ষণ শাসনে রেখে তাকে উত্ত্যক্ত করে তোলা মোটেও সন্তানস্নেহ নয়। তাকে সুন্দর জীবন দিতে গেলে তার মতো করে আপনাকে শিক্ষিত হতে হবে। যেমন ভেবেচিন্তে পৃথিবীতে নিজের সন্তানকে আনেন, তেমনই পোষ্যকে আনার আগে ভাবুন। আজীবন নিজের কাছে রাখার জায়গা বাড়িতে এবং আপনার বুকের খাঁচায় আছে তো? না হলে থাক।

ঝাঁঝালো গন্ধ সহ্য করে নিয়মিত খেতে পারলে কাঁচা পেঁয়াজ ভালো

বাড়িতে তো বটেই, রেস্তরাঁয় খেতে গেলেও স্যালাডে কাঁচা পেঁয়াজ দিতে বারণ করেন। কারণ, পেঁয়াজের অস্বস্তিকর গন্ধ একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। অনেকের আবার কাঁচা পেঁয়াজ খেলে চেঁয়া ঢেকুর ওঠে, হজমের সমস্যা হয়। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন অন্য কথা। পরিমিত পরিমাণে এবং সঠিক সময়ে পেঁয়াজ খেলে শারীরিক সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

যেমন কারও যদি হজমের গোলমাল থাকে সে ক্ষেত্রে রাতে তা না খাওয়াই ভাল। আবার সকালে জলখাবারে কাঁচা পেঁয়াজ খেলে গ্যাসের সমস্যা হতে পারে। তবে, পেঁয়াজের মধ্যে যে সব উপাদান রয়েছে, তা আদতে শরীরের জন্য ভাল। তা ছাড়া গরমকালে কাঁচা পেঁয়াজ খেলে শরীরও ঠান্ডা থাকে।

পেঁয়াজে এমন কী কী আছে যা খেলে শরীর ভাল থাকতে পারে?

১) ফাইবার বেশি

পেঁয়াজ খেলে অনেকেরই চোঁয়া ঢেকুর ওঠে। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, পরিমিত পরিমাণে কাঁচা পেঁয়াজ খেলে তা খাবার হজম করাতে সাহায্য করে। পেঁয়াজের মধ্যে ফাইবারের পরিমাণ বেশি। অন্ত্র ভাল রাখার পাশাপাশি কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা মেটাতেও পেঁয়াজ বেশ কার্যকর।

২) অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি গুণ

ফ্ল্যাভনয়েড এবং সালফারের মতো উপাদান প্রদাহনাশক হিসেবেই পরিচিত। পেঁয়াজের মধ্যে এই দুটি উপাদানই যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। তাই নিয়মিত পেঁয়াজ খেলে প্রদাহজনিত সমস্যা সহজেই এড়ানো যায়।

৩) ভিটামিন সি

টকজাতীয় ফলে ভিটামিন সি-এর পরিমাণ বেশি। তবে অনেকেই হয়তো জানেন না পেঁয়াজের মধ্যেও ভিটামিন সি থাকে। আর থাকে ভিটামিন বি৬। বিপাকহার উন্নত করা থেকে স্নায়ুতন্ত্রের কাজ স্বাভাবিক রাখতেও সাহায্য করে এই উপাদানগুলি।

৪) প্রিবায়োটিক উপাদান

পেঁয়াজের মধ্যে রয়েছে ইনিউলিন নামক এক ধরনের ফাইবার। এই উপদানটি অন্ত্রে ভাল ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করে। এই ব্যাক্টেরিয়াগুলি খাবার হজম করতে সাহায্য করে।

৫) শর্করা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা

বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পেঁয়াজের মধ্যে ইনসুলিন হরমোনের ''সেনসিটিভিটি'' নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে। তাই রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে ডায়েটে কাঁচা পেঁয়াজ রাখা জরুরি।

সর্ষে দিয়ে মাছের ঝোলের প্রণালী

ট্যালট্যালে মাছের ঝোল দেখলেই বাড়ির সকলের মাথা গরম। বেশির ভাগেরই ধারণা, শরীর কিংবা পেট খারাপ না হলে এই ধরনের রান্না কেউ ভালবেসে খায় না। তবে, সুস্বাদু রান্না মানেই যে খুব তেলমশলা যুক্ত রগরগে খাবার, এমন কিন্তু নয়। অফিসে যাওয়ার আগে রোজ কষিয়ে-মজিয়ে রান্না করাও যায় না। অল্প তেল, সামান্য মশলা দিয়েও রাঁধা মাছের ঝোলের স্বাদ কিন্তু অতুলনীয় হতে পারে।

তেমন পদের রন্ধন প্রণালী দেওয়া রইল এখানে।

উপকরণ:

কাতলা বা রুই মাছ: ৪-৬ টুকরো

আলু: ১টি

টোম্যাটো কুচি: আধ কাপ

আদা: আধ চা চামচ

কাঁচালঙ্কা: ২টি

কালোজিরে: ১ চা চামচ

হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ

জিরে গুঁড়ো: আধ চা চামচ

ধনে গুঁড়ো: আধ চা চামচ

সর্ষের তেল: ২ টেবিল চামচ

ধনে পাতা: আধ কাপ

নুন: প্রয়োজন অনুযায়ী প্রণালী:

১) প্রথমে মাছগুলো ভাল করে ধুয়ে নুন, হলুদ মাখিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিন। ২) কড়াইতে তেল গরম করে মাছগুলো ভেজে নিন। ৩) ওই তেলের মধ্যে কালোজিরে, কাঁচালঙ্কা দিন। একটু ভেজে নিয়ে দিয়ে দিন টোম্যাটো কুচি। ৪) কম আঁচে একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে এর পর দিয়ে দিন আদা বাটা। ৫) এ বার টুকরো করে কাটা আলু তেলে ছাড়ুন। একটু নাড়চাড়া করে নিয়ে কড়াইতে দিন একটু হলুদ, জিরে এবং ধনে গুঁড়ো। ৬) কিছু ক্ষণ পর ২ কাপ মতো জল দিন। এ বার ঢাকা দিয়ে আলু সেদ্ধ হতে দিন। ৭) মিনিট পাঁচেক পরে ঢাকনা খুলে ভাজা মাছগুলো ঝোলের মধ্যে দিয়ে দিন। কিছু ক্ষণ ফোটান। স্বাদ মতো নুন, মিষ্টি দিন।

৮) ঝোল একটু ঘন হয়ে এলে আঁচ বন্ধ করে দিন। উপর থেকে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

ইয়ারফোনর দ্বারা কী ভাবে শ্রবণশক্তি নষ্ট হতে পারে

সারা দিনের ক্লান্তি, অবসাদ কাটাতে মিউজিক থেরাপি বেশ উপকারী। ইনসমনিয়া বা অনিদ্রাজনিত সমস্যাতেও এই টোটকা বেশ কাজের। তাই রাতে খাওয়াদাওয়ার পর কানে ইয়ারফোন গুঁজে, গান শুনতে শুনতেই ঘুমোনোর অভ্যাস করেছিলেন এক তরুণী। তা থেকেই সারা জীবনের মতো শ্রবণশক্তি হারাতে হয় তাঁকে। ঘটনা চিনের শাংডং প্রদেশের।

পেশায় ব্যক্তিগত সচিব, বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত ওয়াং হঠাতএক দিন লক্ষ করেন, অফিসে সহকর্মীরা সকলেই মুখ নাড়ছেন, কিন্তু কারও কথাই তিনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন না। প্রথমে বিষয়টিকে খুব একটা গুরুত্ব দেননি। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মিটিং চলাকালীন ঊর্ধ্বতনদের কোনও কথা একেবারে শুনতে না পাওয়ায় ওয়াং ততণাতস্থানীয় হাসপাতালে ছোটেন। কানের চিকিতক পরীক্ষা করে জানান, নিয়মিত কানে ইয়ারফোন গুঁজে গান শোনার অভ্যাসে ওয়াংয়ের বাঁ কানের শ্রবণশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওয়াংয়ের চিকিৎসক লি টাও জানিয়েছেন, কানের স্নায়ুর উপর অতিরিক্ত চাপ পড়লে এই ধরনের সমস্যা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। খুব জোরে গান শুনলেই যে শ্রবণশক্তি নষ্ট হতে পারে এমনটা নয়। একটানা অনেক ক্ষণ ধরে গান শুনলেও একই রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। কানের স্বাস্থ্যের জন্য লি সকলকে "৬০-৬০" নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। অর্থাতগান বা যন্ত্রসঙ্গীত যা-ই শুনুন, তা একটানা ৬০ মিনিটের বেশি শোনা যাবে না এবং শব্দের মাত্রা ৬০ ডেসিবেলের মধ্যে থাকতে হবে।

অল্প বয়স থেকে ৫ কাজ অভ্যাস করতে পারলে কাছে ঘেঁষবে না রোগ

কর্মজীবনের দীর্ঘ ২০-৩০ বছর এক রুটিনে থাকার পর হঠাতঅবসর শরীর এবং মনের উপর চাপ ফেলে। সকলে সেই চাপ সামলে উঠতে পারেন না। দিনে দিনে শরীর খারাপ বাড়তে থাকে। পরিস্থিতি জটিল হলে চিকিতক এবং ওষুধ ছাড়া এক পা ফেলার উপায় থাকে না। তবে মনোবিদেরা বলছেন, বয়স ষাটের কাছাকাছি পৌঁছনোর আগে থেকেই যদি প্রতি দিনের রুটিনে একটু একটু করে কিছু কাজ যোগ করতে পারা যায়, তা হলে জীবনের গতি অনেকটা সাবলীল হয়ে উঠতে পারে। বয়স বাড়লেও শরীর এবং মনের উপর তার কোনও প্রভাব পড়বে না। ১) শরীরচর্চা রোজ অন্ততপক্ষে আধ ঘণ্টা শরীরচর্চা করলেই অনেক রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে। একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মাস ছয়েক টানা শরীরচর্চা করলে ক্যানসারের মতো মারণরোগও ঠেকিয়ে রাখা যায়। ২) বাদাম খাওয়া গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রতি দিন এক মুঠো করে বাদাম খেলে অকালমৃত্যুর আশঙ্কা অনেকটাই কমিয়ে ফেলা যায়। বাদামের মধ্যে রয়েছে প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন ই, কে, ম্যাগনেশিয়াম, কপারের মতো বেশ কিছু স্বাস্থ্যকর উপাদান। তা বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাওয়া রোগগুলিকে বশে রাখতে সাহায্য করে। ৩) শোয়ার আগে বই পড়া ফোনের স্ক্রিন চোখ থেকে সরিয়ে প্রতি দিন অন্তত একটি পাতা করে বই পড়ার চেষ্টা করুন। বয়স বাড়লে মানুষের ধৈর্য কমে আসে, মনোযোগের অভাবও হয়। স্মৃতিশক্তি ফিকে হতে শুরু করে। ২০১৬ সালের একটি গবেষণা বলছে, বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকা এই সমস্যাগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বই পড়ার অভ্যাস। ৪) গাছে জল দেওয়া অনেকে বলেন, দীর্ঘ কর্মজীবন থেকে অবসরের পর বাগানচর্চা করে সময় কাটাবেন। মনোবিদেরা বলছেন, মন ভাল রাখতে এখন সবুজের সঙ্গে সময় কাটানোর নিদান দেওয়া হয় এবং তা ভীষণ ভাবে কার্যকরী। অস্ট্রেলিয়ার একদল গবেষক বলছেন, অবসরের পর দিনে অন্তত এক ঘণ্টা গাছের সঙ্গে কাটালে বয়সজনিত অনেক রোগই ঠেকিয়ে রাখা যায়। ৫) বন্ধুর সঙ্গে কথা বলা সারা দিনে অন্তত মিনিট দশেক এমন কোনও এক জনের সঙ্গে কথা বলার অভ্যাস করুন, যার সঙ্গে চট করে দেখা হয় না। গবেষণা বলছে, পরিবার- পরিজনের বাইরে সুস্থ আলোচনা আসলে বেঁচে থাকার রসদ জোগাতে সাহায্য করে।

গ্রীষ্মের মতো উষ্ণ ঋতুতে কী ভাবে ত্বকের খেয়াল রাখেন

পর্দায় থাকুক কিংবা না থাকুক, সানি লিওনিকে নিয়ে চর্চার অন্ত নেই। সানির ব্যক্তিজীবন নিয়ে যেমন কৌতূহল আছে, তেমনি তাঁর সৌন্দর্যের রহস্য জানতেও উতুক অনুরাগীর অভাব নেই। সানি ৪০ পেরিয়েছেন বহু দিন হল। কিন্তু তাঁর ত্বকের পেলবতা আর তারুণ্য তা বলছে না। ত্বকের জৌলুসে পিছনে ফেলে দেবেন অনেককেই।

সম্প্রতি এক সাক্ষাতারে সানি জানিয়েছেন কী ভাবে তিনি রূপচর্চা করেন?

১) ত্বকের খেয়াল রাখতে ক্লিনজার ব্যবহার করতে ভোলেন না সানি। ক্লিনজিং রূপচর্চার অন্যতম ধাপ, সেটাই বিশ্বাস করেন সানি। তাই প্রতি দিন ক্লিনজার ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক।

২) মেক আপ না মুছে ঘুমোন না সানি। যত ক্লান্ত হোন, যত পরিশ্রমই হোক, সানি মেক আপ তুলে তবেই ঘুমোতে যান। ৩) দরকার না হলে মেকআপ করেন না সানি। শুটিং বা অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান থাকলে তবেই মেকআপ করেন। না হলে ময়েশ্চারাইজার মেখেই বেরিয়ে পড়েন সানি। ৪) সানি বিশ্বাস করেন ত্বক ভাল রাখার জন্য জল খাওয়া অত্যন্ত জরুরি। তাই সারা দিনে ৩-৪ লিটার জল খান। শুধু জল নয়, ত্বক ভাল রাখতে খেতে হবে ফলও। তাই জল সমৃদ্ধ ফল বেশি করে খাওয়া জরুরি বলে মনে করেন সানি। ৫) বাইরের খাবার একেবারেই খান না সানি। সব সময় চেষ্টা করেন ঘরে তৈরি খাবার খেতে। শুটিং থাকলেও সানির সঙ্গে থাকে ঘরোয়া খাবার। বেশির ভাগ সময়ে তরল খাবার খান তিনি।

দীর্ঘ ক্ষণ চেয়ারে বসে থাকলে কী কী সমস্যা হতে পারে?

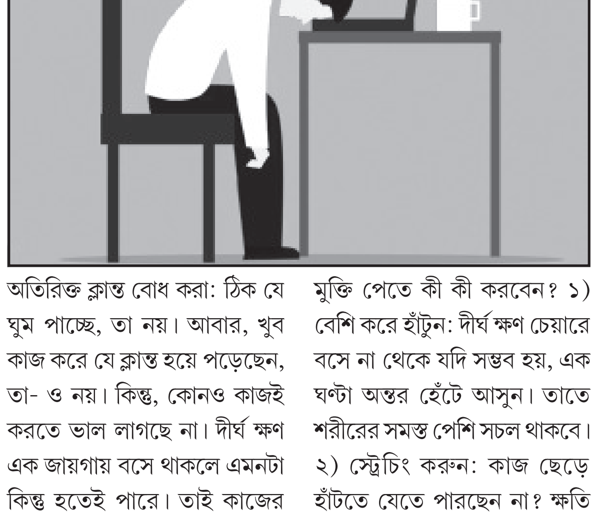

অফিসে ঢোকা মাত্র একগুচ্ছ ফাইল জমা পড়েছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই সব সেরে ফেলতে হবে। তার পর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মিটিং। সেই সব কাজ করতে গিয়ে শৌচাগারে যাওয়ারই সময় হয় না। যত ক্ষণ না পেট ফেটে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে তত ক্ষণ কাজ করেই চলেন। তার পর চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেলেই পিঠ-কোমর জানান দেয়।

রাতে শুয়েও শান্তি নেই। পিঠ-কোমরের যন্ত্রণায় ছটফট করেন। দীর্ঘ ক্ষণ চেয়ারে বসে কাজ করার ফলে এমন সমস্যার সম্মুখীন হন অনেকেই। তবে চিকিৎসকেরা বলছেন, এই ধরনের অভ্যাস কিন্তু শুধু ব্যথা-যন্ত্রণা নয়, বড় কোনও বিপদও ডেকে আনতে পারে।

দীর্ঘ ক্ষণ চেয়ারে বসে থাকলে কী কী সমস্যা হতে পারে?

১) পা, পায়ের পাতা ফুলে যেতে পারে: দীর্ঘ ক্ষণ পা ঝুলিয়ে বসে থাকলে অনেকেরই পায়ের পাতা ফুলে যায়। আকারে বড় হয়ে যায়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজি ইনফরমেশন -এ প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, দীর্ঘ ক্ষণ পা ঝুলিয়ে চেয়ারে বসে থাকলে শরীরের যাবতীয় ফ্লুইড পায়ের পাতায় এসে জমা হয়। যার ফলে পা ফুলতে থাকে। কারও কারও পায়ে রক্ত জমাট বাঁধতেও দেখা যায়। ২) কোমর, নিতম্বের পেশিতে ব্যথা: অনেক ক্ষণ চেয়ারে বসে থাকলে অনেকেরই পিঠ, কোমরে ব্যথা হয়। হার্ভার্ড হেল পাবলিশিং-এর দেওয়া তথ্য বলছে, এই ভাবে টানা চেয়ারে বসে থাকলে কোমরের একেবারে শেষপ্রান্তে থাকা ''সিট বোন''এর উপর অত্যধিক চাপ পড়ে। ফলে সেই সংলগ্ন স্নায়ু, পেশি, নরম হাড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ধরনের ব্যথা কিন্তু খুব সাধারণ নয়, সুদূরপ্রসারী।

৩) ওজন বেড়ে যাওয়া: ওজন বেড়ে যাওয়ার মতো কিছুই খাচ্ছেন না। তা-ও চড়চড় করে ওজন বেড়ে যাচ্ছে। চিকিৎসকেরা বলছেন, মেদ জমতে দেখলে প্রথমেই খাবারের উপর কোপ পড়ে। তবে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে মানুষ দীর্ঘ ক্ষণ এক জায়গায় বসে বসেই ওজন বাড়িয়ে ফেলেন। নিয়মিত শরীরচর্চা বা বেশি নড়চড়া না করলে এই ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। ৪) অতিরিক্ত ক্লান্ত বোধ করা: ঠিক যে ঘুম পাচ্ছে, তা নয়। আবার, খুব কাজ করে যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তা- ও নয়। কিন্তু, কোনও কাজই করতে ভাল লাগছে না। দীর্ঘ ক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকলে এমনটা কিন্তু হতেই পারে। তাই কাজের মাঝে বিরতি নেওয়া প্রয়োজন।

৫) হাড়ের গঠন, ভঙ্গি সংক্রান্ত সমস্যা: পেট মুড়ে, মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে বসা যদি অভ্যাস করে ফেলেন, তা হলে হাড়ের গঠন, ভঙ্গি সংক্রান্ত সমস্যা হতে বাধ্য। যা পরবর্তী কালে স্পন্ডিলাইটিস, ভার্টিগো-র মতো রোগ ডেকে আনতে পারে। ঘাড়, কাঁধের পেশির নমনীয়তাও নষ্ট করতে পারে। এই ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে কী কী করবেন? ১) বেশি করে হাঁটুন: দীর্ঘ ক্ষণ চেয়ারে বসে না থেকে যদি সম্ভব হয়, এক ঘণ্টা অন্তর হেঁটে আসুন। তাতে শরীরের সমস্ত পেশি সচল থাকবে। ২) স্ট্রেচিং করুন: কাজ ছেড়ে হাঁটতে যেতে পারছেন না? ক্ষতি নেই, স্ট্রেচিং করুন। পিঠ, কোমর, পায়ের স্ট্রেচিং করার বিশেষ কিছু ভঙ্গি রয়েছে। কাজের মাঝে সেগুলি করতে পারলে ব্যথা-বেদনা এড়ানো যায়। ৩) কিছু ক্ষণ অন্তর বিরতি নিন: গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সময়ের অভাব তো থাকবেই। তবু পিঠ-কোমরের সমস্যা এড়াতে মাঝেমধ্যে বিরতি নিতেই হবে। তাতে শুধু ব্যথা-বেদনা নয়, চোখ এবং মাথারও বিশ্রাম হবে।

২০২৫ সালে শুরুতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর অনন্য সূচনাঃ মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে দূরদর্শী লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপান্তরের যাত্রা

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারী ২০২৫: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রগতিশীল, আত্মনির্ভরশীল এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতের লক্ষ্যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে বেশ কিছু রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ২০২৫ সাল শুরু করেছেন। পরিকাঠামো ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতি থেকে শুরু করে যুবসমাজের ক্ষমতায়ন এবং ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উদযাপন পর্যন্ত, নানা বিস্তৃত ক্ষেত্র সমাহারে তাঁর নেতৃত্ব আগামী বছরের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য দিশা নির্ধারণ করেছে।

২০২৫ সালের বছরটি শুরু হয় মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে কৃষকদের কল্যাণে অধিকতর গুরুত্ব ও পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে। সরকার কৃষকদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের সারের মূল্য নিশ্চিত করতে ডি-অ্যামোনিয়াম ফসফেটের (ডিএপি) জন্য এককালীন বিশেষ প্যাকেজের মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত ভারতের কৃষির মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করার জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতিকে ফের তুলে ধরেছে। একই দিনে, প্রধানমন্ত্রী মোদী গায়ক-অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঞ্জ এবং দাবা গ্র্যান্ডমাস্টার কোনেরু হাম্পির মতো আইকনদের সাথে দেখা করেন, যা শিল্প, ক্রীড়া এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎকর্ষের প্রসারের উপর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরে।

৩রা জানুয়ারি, প্রধানমন্ত্রী মোদী দিল্লিতে ইন-সিটু স্লাম পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় ১৬৭৫ টি নবনির্মিত ফ্ল্যাট হস্তান্তর করেন, যা হাজার হাজার পরিবারের জীবনযাত্রাকে উন্নততর করার সম্ভাব্য পরিস্থিতিকে নিশ্চিত করে। তিনি সুরজমল বিহারের ইস্টার্ন ক্যাম্পাস, দ্বারকার ওয়েস্টার্ন ক্যাম্পাস এবং নাজাফগড়ের বীর সাভারকর কলেজ সহ ৬০০ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের তিনটি রূপান্তরকারী শিক্ষামূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। শিক্ষা পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পগুলির গৃহীত হয়েছে।

গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা ও গ্রামীণ বিকাশের উপর সরকারের প্রতিশ্রুতি র প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ৪ঠা জানুয়ারি গ্রামীণ ভারত মহোৎসবের সময় জিআই-প্রত্যয়িত গ্রামীণ পণ্যের প্রসার কর্মসূচির মধ্য দিয়ে, যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার কথা। এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। এই উদ্যোগ গ্রামীণ ভারতের ক্ষমতায়ন এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে একীভূত করার লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশ্ব নেতাদের সাথে কথা বলেছেন, তাঁদের মধ্যে মাইক্রোসফ কোম্পানির সিইও সত্য নাডেলাও রয়েছেন, যিনি ভারতে এআই পরিকাঠামো উন্নয়ন ক্ষেত্রে ৩ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা করেছেন। এই বৈঠ থেকে সহজেই ধারণা করা যায় যে সরকার দেশীয় উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে চলেছে এবং তেমনি স্বনির্ভর প্রযুক্তিগত বাস্তুতন্ত্র নির্মাণের উপর সর্বাধি গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে চলেছে।

৫ই জানুয়ারি সাহিবাবাদকে অশোক নগরের সঙ্গে সংযুক্ত করে নমো ভারত ট্রেন করিডোরের উদ্বোধন এবং ওড়িশা, তেলেঙ্গানা ও জম্মু ও কাশ্মীরে একাধিক রেল পরিকাঠামো প্রকল্পের সূচনার মাধ্যমে পরিকাঠামো প্রকল্প নতুন গতি লাভ করতে চলেছে। এই সবকটি প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে পরিবহণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে ভারতের দ্রুত অগ্রগতির প্রতীক।

৭ই জানুয়ারি, প্রধানমন্ত্রী মোদী অন্ধ্র প্রদেশে দুটি যুগান্তকারী প্রকল্পের সূচনা করেন। আমদানিকৃত ওষুধ উপাদানের উপর নির্ভরতা কমাতে ১৮৭৭ কোটি টাকার উদ্যোগ, বাল্ক ড্রাগ পার্ক যেমন সূচনা করেন তেমনি, প্রতিদিন ১৫০০ টন সবুজ হাইড্রোজেন উৎপাদন করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সূচনা করেন গ্রিন হাইড্রোজেন হাব প্রকল্প। এই প্রয়াস পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং ওষুধ উৎপাদনের শিল্পে ভারতকে শীর্ষ স্থানে নিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ৯ই জানুয়ারি জিনোম ইন্ডিয়া প্রকল্পের উদ্বোধনের মাধ্যমে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা ভারতীয়দের জিনগত বৈচিত্র্যের মানচিত্র তৈরি করবে এবং বিভিন্ন জিনগত ব্যাধির নিরাময়ে জন্য স্বাস্থ্যসেবা সমাধানের অগ্রগতি ঘটাবে। একই দিনে, প্রধানমন্ত্রী মোদী ভুবনেশ্বরে প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনে ভাষণ দেন, প্রবাসী ভারতীয়দের সাফল্য এবং বিশ্ব মঞ্চে তাদের অবদান এর কথা স্বীকার করে দিনটি উদযাপন করা হয়।

১২ই জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী মোদী জাতীয় যুব দিবস এবং স্বামী বিবেকানন্দের জয়ন্তী উপলক্ষে ''বিকাশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ ' অনুষ্ঠানে -এ অংশ নেন। ভারতের তরুণ উদ্ভাবক এবং কৃতি ব্যক্তিদের ধারণা বিনিময় করা এবং একটি উন্নত ভারতের কল্পনাকে তুলে ধরতে এই অনুষ্ঠান কৃতি যুবদের সমাহার হয়ে ওঠে। একইসাথে তা যুবকদের ক্ষমতায়নে সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে। ১৩ই জানুয়ারি, প্রধানমন্ত্রী মোদী জম্মু ও কাশ্মীরে সোনামার্গ সুড়ঙ্গের উদ্বোধন করেন, যা জাতীয় নিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি যোগাযোগের উন্নতি এবং পর্যটনেই প্রসারে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। তিনি স্বয়ং শ্রমিক ও প্রকৌশলীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাঁদের প্রচেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সেই সন্ধ্যায়, তিনি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য ও ঐতিহ্যের উপর জোর দিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে লোহরি, পোঙ্গল এবং মকর সংক্রান্তি উদযাপন করেন। ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী আরেকটি সাফল্যের মাইলফলক স্পর্শ করেন। সেদিন নতুন জাহাজ এবং সাবমেরিন সহ উন্নত নৌ বহর স্থাপনা করা হয় - যা যা ভারতের ক্রমবর্ধমান সামুদ্রিক সক্ষমতাকে প্রতিফলিত করছে। এই সংযোজনগুলি ভারত মহাসাগরে একটি প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে ভারতের অবস্থানকে শক্তিশালী করছে এবং প্রতিরক্ষায় আত্মনির্ভর ভারতের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতির একটি প্রতিফলনও বটে।। ১৬ই জানুয়ারি, ভারতের মহাকাশ কর্মসূচির জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি ইসরোর দ্বারা সম্পন্ন উপগ্রহগুলির মহাকাশ ডকিংয়ের সফল প্রদর্শনের মাধ্যমে আরেকটি মাইলফলকে পৌঁছেছে।

আগামী বছরগুলিতে ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহাকাশ অভিযানের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্ব ২০২৫ সালকে এক নতুন দিগন্তের দিকে চালিত করার রূপান্তর যাত্রা দেখিয়েছে। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং পরিকাঠামো প্রকল্প থেকে শুরু করে যুব ক্ষমতায়ন এবং সাংস্কৃতিক উদযাপন পর্যন্ত, তাঁর কাজগুলি একটি বিকাশিত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে। যেমন প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন, 'একসঙ্গে, আমরা একটি উন্নত ভারতকে রূপ দিচ্ছি, যেখানে প্রতিটি নাগরিক একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।'

আহমেদাবাদে আজ উত্তর-পূর্ব বাণিজ্য ও বিনিয়োগ রোড শো আয়োজিত হবে

আহমেদাবাদ, ১৬ জানুয়ারি ২০২৫।। আগামীকাল ১৭ জানুয়ারি, ২০২৫ আহমেদাবাদে উত্তর-পূর্ব বাণিজ্য ও বিনিয়োগ রোড শো-এ আয়োজিত হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক (ডোনার) এর উদ্যোগে আহমেদাবাদের আশ্রম রোডের হোটেল হায়াত রিজেন্সিতে সকাল সাড়ে দশটায় শুরু হবে এই রোড শো। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ভারত সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক এবং শিক্ষা মন্ত্রকের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। এছাড়া মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব শ্রী শান্তনু, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের সরকারের বরিষ্ঠ প্রতিনিধিরা, ডিপিআইআইটি, উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদ, এনইএইচএইচডিসি, নেরাম্যাক এবং এনইডিএফআইও রোড শোতে অংশ গ্রহণ করবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রাপ্ত বিপুল সহায় সম্পদ, বিনিয়োগ করার জন্য বিপুল সুযোগ-সম্ভাবনাকে গুজরাটের ব্যবসায়ীদের সামনে তুলে ধরাই এই রোড শো-এর একমাত্র লক্ষ্য।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য সরকার, ফিকি (ইন্ডাস্ট্রি পার্টনার) এবং ইনভেস্ট ইন্ডিয়ার (ইনভেস্টমেন্ট ফেসিলিটেশন পার্টনার) সহযোগিতায় এই রোড শো-এর আয়োজন করা হচ্ছে।

নর্থ ইস্ট ইনভেস্টরস সামিট এর প্রাক-শীর্ষ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে আহমেদাবাদে এইরোড শো'টি করা হচ্ছে,। নর্থ ইস্ট ইনভেস্টরস সামিট শুরুর আগে দেশের বিভিন্ন প্রধান শহরে এপর্যন্ত ছয়টি রোড শো য়য়জন করেছে ডোনার মন্ত্রক। এই রোড শো-তে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্য তথা অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম এবং ত্রিপুরার প্রতিনিধিদের উপস্থাপনা প্রদর্শিত হবে। এই রাজ্যগুলি পরিকাঠামো ও পণ্য পরিবহন সুবিধা, কৃষি ও সহযোগী শিল্প, তথ্য প্রযুক্তি ও সহযোগী ক্ষেত্র, শক্তি, বস্ত্র, হস্তচালিত তাঁত ও হস্তশিল্প, পর্যটন ও আতিথেয়তা, শিক্ষা ও দক্ষতা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বিনোদন এবং ক্রীড়া সহ মূল ক্ষেত্রগুলিতে বিভিন্ন বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধাগুলি তুলে ধরবে। রোড শোতে বি-টু-জি (বিজনেস টু গভর্নমেন্ট) বৈঠকও থাকবে, যা বিনিয়োগকারীদের রাজ্যের প্রতিনিধিদের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ক্ষেত্র ভিত্তিক সুযোগগুলি অন্বেষণ করার জন্য একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করবে।

ডোনার মন্ত্রক আয়োজিত নর্থ ইস্ট ইনভেস্টরস সামিটের লক্ষ্য হল এই অঞ্চলে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা। এর আগে মুম্বই, হায়দরাবাদ, কলকাতা ও বেঙ্গালুরুতে রোড শোয়ে মানুষের অংশগ্রহণ বেড়েছিল।

সম্প্রতি মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত রোড শোতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া, ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডঃ) মানিক সাহা এবং মেঘালয়ের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কনরাড কে সাংমা। বি টু জি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের গন্তব্য হিসাবে এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান আগ্রহকে চিহ্নিত করেছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবৃদ্ধির যাত্রাপথে আহমেদাবাদের রোড শো'টি অনেক সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ : টটেনহ্যামকে হারিয়ে দুইয়ে ফিরল মিকেল আর্তেতার দল আর্সেনাল

এমিরেটস, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : এমিরেটস স্টেডিয়ামে বুধবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে টটেনহ্যাম হটস্পারের বিপক্ষে পিছিয়ে পড়েও জিতল মিকেল আর্তেতার দল আর্সেনাল ২-১ গোলে। ম্যাচের ২৫ মিনিটে সন হিউং-মিনের গোলে পিছিয়ে পড়ার পর ৪০ মিনিটে প্রতিপক্ষের আত্মঘাতী গোলে সমতায় ফেরে আর্সেনাল। এর ৪ মিনিট পরই এগিয়ে যায় গতবারের রানার্সআপরা।

মার্টিন ওডেগোরের পাস ধরে বক্সে ঢুকে জোরালো শটে গোল করেন বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড। এই জয়ে লিভারপুলের সঙ্গে ব্যবধান ৪ পয়েন্টে কমিয়ে আনল আর্সেনাল। এবারের লিগে এটা আর্সেনালের দ্বাদশ জয়। আর ৭টি ড্রয়ে ২১ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ফিরল তারা। তিনে নেমে যাওয়া নটিংহ্যাম ফরেস্টের পয়েন্ট ৪১। এক ম্যাচ কম খেলে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। আর ২১ ম্যাচ থেকে ৭ জয় ও ৩ ড্রয়ে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে ১৩ নম্বরে আছে টটেনহ্যাম।

মুর্শিদাবাদে ভরতপুরে উদ্ধার তাজা বোমা, ছড়ালো চাঞ্চল্য

মুর্শিদাবাদ, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানা এলাকা থেকে সাতটি তাজা বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে ভরতপুর গীতগ্রাম ক্যানেলের ধারে শেরপুর গ্রামের কাছে একটি কালভার্টের নিচ থেকে দু''টি তাজা বোমা উদ্ধার হয়।

এরপর সরডাঙ্গা গ্রামের অপর একটি কালভার্টের নিচে থেকে পাঁচটি বোমা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জায়গা দু''টিকে ঘিরে রেখেছে। খবর দেওয়া হয়েছে বম্ব স্কোয়াডকে।

কোপা দেল রে: রয়াল বেতিসকে গুঁড়িয়ে দিয়ে শেষ আটে বার্সা

বার্সেলোনা, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : রয়াল বেতিসকে গুঁড়িয়ে দিয়ে হান্সি ফ্লিকের দল বার্সা পৌঁছে গেল শেষ আটে। অলিম্পিক স্টেডিয়ামে বুধবার রাতে ৫-১ গোলে জিতেছে বার্সেলোনা। প্রথমার্ধের ৩ মিনিটে বার্সার গাভি দলকে এগিয়ে দেন। এরপর ২৭ মিনিটে হয় দ্বিতীয় গোল। ইয়ামালের পাসে থেকে বক্সে ডান পায়ের ভলিতে গোল করেন ডিফেন্ডার কুন্দে।

বিরতির আগে ২-০ হয়। বিরতির পর ৫৯ মিনিটে আরো একটি করেন গোল করে রাফিনিয়া ৩-০ করেন। বক্সের বাইরে থেকে ইয়ামালের কাছ থেকে বল পেয়ে তিনি গোল করেন। এই মরসুমে বার্সেলোনার হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২৮ ম্যাচে এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের গোল করলেন ২০টি, অ্যাসিস্ট আছে ১০টিতে। বার্সার ৪ গোলটি আসে ৬৪ মিনিটে।

গোলটি করেন রাফিনিয়ার বদলি ফেররান তরেস, ওলমোর পাস থেকে। ৫ গোলটি আসে ৭৫ মিনিটে ইয়ামালের পা থেকে। ফের্মিন লোপেসের পাস ধরে বক্সে ঢুকে তিনি গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন। নির্ধারিত সময়ের ৬ মিনিট বাকি থাকতে সফল স্পট-কিকে ৫-১ করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ভিতো হকে।

ফের নাশকতা মাওবাদীদের, বিজাপুরে আইইডি বিস্ফোরণে দুই জওয়ান আহত

বিজাপুর, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): ছত্তিশগড়ে আবারও মাওবাদীদের নাশকতা! বৃহস্পতিবার ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় আইইডি বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন দু''জন জওয়ান। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে বাসাগুড়া থানার অধীনে পুটকেল গ্রামের কাছে।

তল্লাশি অভিযানের সময় মাওবাদীদের পুঁতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণ হয়। এই বিস্ফোরণে দু''জন জওয়ান আহত হন। আহত জওয়ানদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত জওয়ানদের অবস্থা স্থিতিশীল এবং বিপদমুক্ত।

আল নাসরের সঙ্গে নতুন চুক্তি রোনাল্ডোর

রিয়াদ, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : অসম্ভবকে সম্ভব করা ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর কাজ। সেটা মাঠের বাইরে হোক কিংবা ভেতরে। এবারও দলবদলে আল নাসরের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে সেটাই হল। এই বয়সেও আল নাসরের সঙ্গে যে চুক্তি নবায়ন করছেন তিনি তা এক কথায় অবিশ্বাস্য।

বাৎসরিক ১৬৭ দশমিক ৯ মিলিয়ন পাউন্ডে নতুন করে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন পর্তুগিজ এই মহাতারকা। আর সপ্তাহে ৩ দশমিক ১৯ মিলিয়ন পাউন্ড উপার্জন করবেন রোনাল্ডো। এই নতুন চুক্তি রোনাল্ডোকে শুধু বিশ্বের সবচেয়ে দামি ফুটবলারই নয়, বরং সবচেয়ে বেশি বয়সে এই অর্থ উপার্জন একটা রেকর্ড হয়ে থাকবে।

এমসিএ ওয়াংখেড়েতে প্রথম মুম্বইয়ের প্রথম-শ্রেণীর ম্যাচের সদস্যদের ১০ লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ৫০ তম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আইকনিক ভেন্যুতে প্রথম খেলা প্রথম-শ্রেণীর ম্যাচের বেঁচে থাকা ৮ সদস্যকে সম্মানিত করেছে। বুধবার এক অনুষ্ঠানে, প্রতিটি খেলোয়াড়কে ১০ লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এবং মুম্বই ক্রিকেটে অবদানের জন্য কারসান ঘাভরি, পদ্মকর শিবালকার, মিলিন্দ রেগে, অজিত পাই, আবদুল ইসমাইল নামে কিংবদন্তিদের সংবর্ধিত করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রাক্তন নির্বাচিত ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদেরও সম্মাননা জানানো হয়।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার অ্যাসোসিয়েশন তার বর্তমান এবং অতীতের গ্রাউন্ডসম্যানদেরও সম্মানিত করেছিল। মহারাষ্ট্র বিধানসভার সদস্য আদিত্য ঠাকরে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। সপ্তাহব্যাপী এই অনুষ্ঠান রবিবার আইকনিক ভেন্যুতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হবে, যেখানে বেশ কয়েকজন বর্তমান এবং প্রাক্তন ক্রিকেটাররা উপস্থিত থাকবেন।

নিজের রাজ্যেই তোপের মুখে কোহলি! শ্রেয়সদের দেখে শিক্ষা নেওয়া উচিত, বললেন দিল্লির কর্তা

গৌতম গম্ভীরের হুঁশিয়ারির পর ভারতীয় ক্রিকেটারদের ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার ধুম লেগেছে। যশস্বী জয়সওয়াল, রোহিত শর্মা, শুভমন গিল-সহ অনেকেই খেলতে পারেন রঞ্জির পরের রাউন্ডে। তবে সম্ভাব্য তালিকায় নাম থাকলেও রঞ্জি খেলা নিশ্চিত নয় বিরাট কোহলির। ছোটদের উদাহরণ দেখিয়ে কোহলিকে বার্তা দিলেন দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার এক কর্তা।

সইফের শরীরে ৬টি আঘাত; একটি তাঁর মেরুদণ্ডের কাছে, জানালো লীলাবতী হাসপাতাল

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): অভিনেতা সইফ আলি খানের শরীরে ৬টি আঘাত লেগেছে, একটি আঘাত তাঁর মেরুদণ্ডের কাছে, বৃহস্পতিবার এমনটাই জানালো লীলাবতী হাসপাতাল। ইতিমধ্যেই অস্ত্রোপচারও হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার গভীর রাতে অজ্ঞাত পরিচয় একজন ব্যক্তি অভিনেতা সইফ আলি খানের বাসভবনে ঢুকে তাঁর বাড়ির পরিচারিকার সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু করে। অভিনেতা মধ্যস্থতা করে ওই ব্যক্তিকে শান্ত করার চেষ্টা করলে সেই ব্যক্তি সইফ আলি খানকে আক্রমণ করে এবং তাঁকে জখম করে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে।

মুম্বই পুলিশের ডিসিপি জোন ৯ দীক্ষিত গেদাম বলেছেন, অভিনেতা সইফ আলি খানের বাড়িতে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ঢুকে পড়ে। অভিনেতা ও ওই ব্যক্তির মধ্যে হাতাহাতি হয়। অভিনেতা আহত হয়েছেন। লীলাবতী হাসপাতাল ও রিসার্চ সেন্টারে ভর্তি রয়েছেন সইফ আলি খান।

সইফের ওপর হামলার তদন্তে বৃহস্পতিবার সকালে অভিনেতার বাড়িতে পৌঁছেছে মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখা। অভিনেতা সইফ আলি খানের স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে লীলাবতী হাসপাতালের সিওও ডাঃ নীরজ উত্তমানি বলেছেন, "সইফ আলি খানকে তাঁর বাড়িতে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি আক্রমণ করেছিল। ৬টি ক্ষত রয়েছে অভিনেতার শরীরে, যার মধ্যে দু''টি ক্ষত গভীর এবং একটি তাঁর মেরুদণ্ডের কাছাকাছি। তিনি বর্তমানে ডাঃ নিতিন ডাঙ্গে, কনসালটেন্ট নিউরোসার্জন, ডাঃ লীনা জৈন, কনসালটেন্ট প্লাস্টিক সার্জন, ডাঃ নিশা গান্ধী, কনসালটেন্ট অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট, ডাঃ কবিতা শ্রীনিবাস, ইনটেনসিভিস্ট, ডাঃ মনোজ দেশমুখ কনসালটেন্ট রেডিওলজিস্টের অধীনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অস্ত্রোপচার শেষ হলেই বোঝা যাবে আঘাতের পরিমাণ।

স্যালাইন-কাণ্ডে প্রসূতির পর এবার শিশুরও মৃত্যু, মারা গেল রেখার সন্তান

মেদিনীপুর, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): স্যালাইন-কাণ্ডে এ বার মৃত্যু হল সদ্যোজাত শিশুসন্তানের। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা নাগাদ মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে মারা যায় রেখা সাউয়ের শিশুসন্তান। এছাড়াও আগেই স্যালাইন-কাণ্ডে মেদিনীপুর মেডিক্যালেই মৃত্যু হয়েছিল এক প্রসূতি মামনি রুইদাসের। আর এক প্রসূতি রেখা বর্তমানে ওই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন।

অতি সম্প্রতি সম্প্রতি সিজারের পর পাঁচ প্রসূতি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন মেদিনীপুর মেডিক্যালে। তাঁদের মধ্যে মামনির মৃত্যু হয় গত শুক্রবার। বাকিদের অবস্থারও অবনতি হয়। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনকে চিকিৎসার জন্য কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

চতুর্থ দেশ হিসেবে স্পেস ডকিং সফল ভারত, ঐতিহাসিক সাফল্যে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): ইসরোর স্পেডেক্স ডকিং মিশনে মিলল বড়সড় সাফল্য। বৃহস্পতিবার সকালে ইসরোর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, স্পেসক্রাফ ডকিং সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ভারতের জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। চতুর্থ দেশ হিসেবে সফলভাবে স্পেস ডকিং-এ সাফল্য পেল ভারত।

এই সাফল্যের পর ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, ইসরোতে আমাদের বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন। এটি ভবিষ্যতে ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহাকাশ মিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।' ইসরোর সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংও।

রাজস্থানে গাছের সঙ্গে ধাক্কা নিয়ন্ত্রণহীন গাড়ির, নিহত একজন

যোধপুর, ১৬ জানযারি (হি.স.) : যোধপুরে শিব গ্রামে একটি বোলেরো গাড়ির চালক সামনে থেকে আসা একটি সুইফ গাড়িকে ধাক্কা দেয়। সুইফ গাড়িটি তখন নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে একটি গাছে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা দুইজন গুরুতর আহত হন। স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, শিব গ্রামের কাছে গায়ত্রী মোড়ের কাছে সামনে থেকে আসা একটি বোলেরোর চালক সুইফ গাড়িকে ধাক্কা দেয়। এতে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে একটি গাছে ধাক্কা মারে। আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়ে পথেই একজনের মৃত্যু হয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জম্মু ও কাশ্মীরে রাস্তার পাশে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

জম্মু, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : বৃহস্পতিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ধীনগর এলাকায় রাস্তার পাশে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, স্থানীয় লোকজনরা একজন ব্যক্তির দেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

হিমাচলে তুষারপাত; দেহরাদূনে বৃষ্টি, উত্তর প্রদেশ কুয়াশায় বিপর্যস্ত

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): দেশের একাধিক রাজ্যে বৃহস্পতিবার দেখা গেল বিভিন্ন রকম আবহাওয়া। কোনও রাজ্য কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে, কোথায় তুষারপাত হয়েছে, আবার কোথাও ঘন কুয়াশায় জনজীবন বিপর্যস্ত। বৃহস্পতিবার সকালে উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেহরাদূনে বৃষ্টিপাত হয়েছে, বৃষ্টির সৌজন্যে ঠান্ডা আরও বেড়ে গিয়েছে। হরিয়ানার চন্ডীগড়ে তাপমাত্রার পারদ নেমেছে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, দিল্লি সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন ও সঙ্গে হালকা বৃষ্টি হয়েছে। রাজধানী দিল্লি এদিন ভোর থেকেই ঘন কুয়াশার আচ্ছন্ন ছিল। শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে হিমাচল প্রদেশের লাহাউল ও স্পিতি। উত্তর প্রদেশও শীতের পাশাপাশি কুয়াশার কবলে, বৃহস্পতিবার সকালেও কুয়াশার কারণে দূর থেকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল তাজমহলকে।

কনকনে ঠান্ডার মধ্যেই কুয়াশার দাপট, দিল্লিতে বিঘ্নিত ট্রেন পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে রাজধানী দিল্লি, প্রবল শীতের মধ্যেই কুয়াশার দাপটও দিন দিন বাড়ছে। বৃহস্পতিবারও কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন থাকল জাতীয় রাজধানী দিল্লি। কুয়াশার কারণে দিল্লিতে এদিন সকালে বিঘ্নিত হয়েছে ট্রেন পরিষেবা। নতুন দিল্লি রেল স্টেশন থেকে অনেক ট্রেন দেরিতে ছেড়েছে।

ভারতীয় রেল জানিয়েছে, দিল্লি এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ঘন কুয়াশার কারণে মোট ২৯টি ট্রেন দেরিতে চলাচল করেছে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে পূর্বা এক্সপ্রেস, রাজধানী-হাওড়া এক্সপ্রেস, অযোধ্যা এক্সপ্রেস, লখনউ মেল প্রভৃতি। এদিকে, কনকনে ঠান্ডার মধ্যেই বৃহস্পতিবার ভোরে দিল্লির নানা অংশে হালকা বৃষ্টিও হয়েছে।

মহাকুম্ভের চতুর্থ দিন, ত্রিবেণী সঙ্গমে ৬ কোটিরও বেশি ভক্তের অমৃতস্নান সম্পন্ন

প্রয়াগরাজ, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের চতুর্থ দিনেও পুণ্যস্নান করলেন বিপুল সংখ্যক ভক্তরা। বৃহস্পতিবার ভোররাত থেকেই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন ভক্তরা। এযাবৎ ৬ কোটিরও বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন। দেশ-বিদেশের ভক্তদের পাশাপাশি সাধু-সন্তরাও পুণ্যস্নান করেছেন।

গত সোমবার, ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মহাকুম্ভ মেলা। বৃহস্পতিবার চতুর্থ দিনেও বিপুল সংখ্যক ভক্ত আসছেন প্রয়াগরাজে। ত্রিবেণী সঙ্গমে পবিত্র স্নানের উদ্দেশ্যে আসছেন ভক্তরা।

নজের বাড়িতেই ছুরির কোপ সইফকে, হাসপাতালে ভর্তি অভিনেতা

মুম্বই, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): বলিউড অভিনেতা সইফ আলি খানকে ছুরির কোপ। তাও আবার মুম্বইয়ে নিজের বাড়িতেই! প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, সইফকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে আহত সইফকে। বৃহস্পতিবার সকালে মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার গভীর রাতে অজ্ঞাত পরিচয় একজন ব্যক্তি অভিনেতা সইফ আলি খানের বাসভবনে ঢুকে তাঁর বাড়ির পরিচারিকার সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু করে। অভিনেতা মধ্যস্থতা করে ওই ব্যক্তিকে শান্ত করার চেষ্টা করলে সে সইফ আলি খানকে আক্রমণ করে এবং তাঁকে জখম করে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে।

মুম্বই পুলিশের ডিসিপি জোন ৯ দীক্ষিত গেদাম বলেছেন, অভিনেতা সইফ আলি খানের বাড়িতে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ঢুকে পড়ে। অভিনেতা ও ওই ব্যক্তির মধ্যে হাতাহাতি হয়। অভিনেতা আহত হয়েছেন। লীলাবতী হাসপাতাল ও রিসার্চ সেন্টারে ভর্তি রয়েছেন সইফ আলি খান।

মুম্বইয়ের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন আনন্দ দুবে, বিঁধলেন ফড়নবিস সরকারকে

প্রয়াগরাজ, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): মুম্বইয়ের বান্দ্রায় নিজ বাড়িতেই আক্রান্ত হয়েছেন অভিনেতা সইফ আলি খান। সইফের ওপর প্রাণঘাতী হামলার প্রেক্ষিতে মহারাষ্ট্রের দেবেন্দ্র ফড়নবিস সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের শিবসেনা নেতা আনন্দ দুবে। তিনি বলেছেন, 'যখন সেলিব্রেটি ও ভিআইপি-রাই নিরাপদ নন, তাহলে সাধারণ মানুষের কী হবে!'

বৃহস্পতিবার সকালে প্রয়াগরাজে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আনন্দ দুবে বলেছেন, 'এর আগে সলমন খানের বাড়ির বাইরে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে, বাবা সিদ্দিকী খুন হয়েছেন। এখন সইফ আলি খানকে কোপ মারা হয়েছে। মুম্বইয়ে কী কোনও আইন-শৃঙ্খলা রয়েছে? দেবেন্দ্র ফড়নবিসকে দায় নিতে হবে, এটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।'

ফের পারদ-পতন মহানগরীতে, হালকা শীতেই খুশি দক্ষিণবঙ্গ

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): উপর্যুপরি পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রবেশে কনকনে শীতের আমেজ উধাও। মাঘ মাসেও জমজমাট ঠান্ডা নেই কলকাতায়! আগামী ৩-৪ দিনে তাপমাত্রায় বিশেষ হেরফের হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। তবে সপ্তাহান্তে ফের কিছুটা পারদ-পতন হতে পারে বলে আশাবাদী আবহাওয়াবিদেরা।

বৃহস্পতিবারও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সামান্য কমলো, এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৩ ডিগ্রি বেশি। হালকা শীতেই আপাতত খুশি থাকতে হচ্ছে কলকাতাবাসীকে। কলকাতার তুলনায় শীত অবশ্য একটু বেশি গ্রাম বাংলায়। দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলি হল - বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ।

বিয়ের সাত দিন পর থেকেই বাপের বাড়িতে স্ত্রী, স্থায়ী সমাধান চেয়ে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৬ জানুয়ারি: বিয়ের সাত বছর হয়ে গেলেও বিশেষভাবে সক্ষম স্বামীর সাথে মাত্র ১৫ দিন গৃহবাস করেই বাপের বাড়ি চলে যায় স্ত্রী। এমনই অভিযোগ। স্থায়ী সমাধানের দাবিতে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয় বিশেষভাবে সক্ষম স্বামী। কৈলাসহর পুরপরিষদের অধীনে পূর্ব গোবিন্দপুর এলাকার বাসিন্দা, দীনেশ দাসের ছেলে বিশেষভাবে সক্ষম দিপু দাস একজন সরকারি কর্মচারী, তিনি বর্তমানে কৈলাশহর পূর্ত দপ্তরে কর্মরত রয়েছেন।

তিনি আজ সংবাদ মাধ্যমকে জানান, বিগত ৭ বছর পূর্বে ফটিকরায় বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে ইন্দিরা কলোনি এলাকার বাসিন্দা জন্টু মালাকারের মেয়ে রত্না দাস মালাকারের সাথে তার বিবাহ হয়। এবং ঘটক হিসাবে সেই বিবাহ চালায় পূর্ব গোবিন্দপুর এলাকার বাসিন্দা জহর দাস নামে এক ব্যক্তি। বিশেষভাবে সক্ষম দিপু দাসের অভিযোগ বিয়ের পর মাত্র ১৫ দিন গৃহবাস করে উনার সাথে রত্ন দাস মালাকার, এরপর রত্না দাস মালাকার বাপের বাড়িতে চলে যায় কোন এক কারণে।

দিপু দাস উনার স্ত্রীকে বাপের বাড়ি থেকে ফিরিয়ে আনতে গেলে রত্ন দাস মালাকার সহ ওই এলাকার কিছু লোক মিলে উনাকে বেধড়ক মারধর করে বলে তিনি জানান, গত বছর তিনি রত্না দাস মালাকারের বিরুদ্ধে কৈলাসহর জেলা দায়রা আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলাটির নম্বর হল ৬৯২৭, কিন্তু এখন পর্যন্ত এই মামলার কিনারা হয়নি। তাই তিনি স্থায়ী সমাধানের দাবিতেই আজ সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হন। সংবাদমাধ্যমের সম্মুখীন হয়ে তিনি ঘটনার বিস্তারিত জানান।

লরিচালকের

● প্রথম পাতার পর

কাগজপত্র ঠিক থাকায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাগবাসা এসে তাদের আটক করে পুলিশ। সব কাগজ ঠিক থাকলে তাদের চা-টিফিনের ব্যবস্থা দেওয়ার কথা বলে গাড়ি আটক করে রাখে পুলিশ। এমনটাই অভিযোগ ওই চালকের।

তিনি আরো বলেন, ত্রিপুরায় প্রতিটা নাকা পয়েন্টে এভাবে হেনস্থার শিকার হয়ে হয়। পুলিশ এভাবে করলে চালকদের অনেক সমস্যা হয়, মাল পৌঁছাতেও দেরি হয়। তাই বহু চালকের মধ্যে এ নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে।

যুব কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস সভাপতি উদয় ভানু চিব বলেন, 'মোহন ভাগবত বলছেন দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে। এই কথার অর্থ গত ৭০ বছর ধরে তিনি পরাধীন ছিলেন। তিনি গুলাম ছিলেন। এই কথার মাধ্যমে তিনি সকল ভারতবাসীকে অপমান করেছেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপমান করেছেন।'

তীব্র চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

কৈলাসহর থানাকে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করে। বৃহস্পতিবার দুপুর একটা নাগাদ কৈলাসহর থানার পুলিশ ডেপুটি মাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মাটি খোঁড়ার কাজ শুরু হয়।

দীর্ঘ এক ঘন্টা মাটি খোঁড়ার পর আসল রহস্য উন্মোচিত হয়। মাটির নিচ থেকে বেরিয়ে আসে মৃত গবাদি পশু। অর্থাৎ অসচেতনতা মূলক ভাবে মৃত গবাদি পশু মাটি চাপা দেওয়ার ঘটনায় অযথা পুলিশ ও মহকুমা প্রশাসনের দীর্ঘ সময় নষ্ট হয় এবং অপচয় হয় সরকারি অর্থের। আতঙ্কের মধ্য দিয়ে রাত কাটাতে হয় স্থানীয়দের।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

অর্জন করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গতকালও বিধানসভার অধিবেশনে পুলিশের হয়ে আমি অনেক কথা বলেছি। আজকের কর্মসূচিতে শহীদ পরিবারগুলির জন্য সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় আমি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। মানুষের জন্য কাজ করার যে প্রতিজ্ঞা আপনারা নিয়েছেন সেটা অবশ্যই পালন করতে হবে। আইন শৃঙ্খলা আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। যেকোন রাজ্যের স্ট্যাটাস নির্ভর করে তার আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার উপর। আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ঠিক রাখতে পারলেই আমরা রাজ্যের নাম উজ্জ্বল রাখতে পারবো। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ এ সামগ্রিক অপরাধ ১৯.৩ু হ্রাস পেয়েছে। দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থায় নিচের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। ২০২৪ সালে ত্রিপুরায় বিগত ১০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম অপরাধের পরিসংখ্যান আমরা দেখতে পাই। বিগত লোকসভা নির্বাচন সহ অন্যান্য নির্বাচনগুলি পুলিশের সঠিক ব্যবস্থাপনায় শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। যা খুবই প্রশংসনীয়। শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য এবার ত্রিপুরা পুলিশ নির্বাচন কমিশন থেকেও প্রশংসা পেয়েছে।

পরিসংখ্যান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২৪ সালে সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ প্রায় ৪৫ু কমেছে, শারীরিক অপরাধ ৩৮ু কমেছে, দাঙ্গা প্রায় ৭৫ু কমেছে, আঘাত ও হামলা ৩৭.২ু কমেছে, মহিলাদের উপর অপরাধ ৫৫ু কমেছে। রাজ্যের উন্নয়নে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশ মানুষের জন্য তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। ২০২৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জম্পুইজলায় ৭ম ব্যাটেলিয়ন টিএসআর সদর দপ্তরে ১,১৭৩ জন এনএলএফটি ও এটিটিএফ বৈরী গোষ্ঠীর সদস্য অস্ত্র সমর্পণের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। আর এখন আমরা বলতে পারি সন্ত্রাসবাদ মুক্ত ত্রিপুরা। এনসিআরবি"র রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি লক্ষ জনসংখ্যার নিরিখে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু নিয়ে দেশের মধ্যে ত্রিপুরার স্থান নিচের দিক থেকে ষষ্ঠ স্থানে। সড়ক দুর্ঘটনায় মামলা হয়েছে ২০১৪ সালে ৭১৬ থেকে কমে ২০২৪ সালে ৫৭৮ হয়েছে। এই সময় প্রায় ১৭০ শতাংশ যানবাহন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এই হার নিচে নেমে এসেছে। নেশামুক্ত ত্রিপুরা অভিযানে নেশা বিরোধী কার্যকলাপে ত্রিপুরা পুলিশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। গত তিন বছরে এনডিপিএস এ মামলা প্রায় ১,৬৬৬টি এবং ৩,০৭৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২০২৪ সালে প্রায় ৮৬৭ কোটি টাকা মূল্যের নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যা ২০২৩ সালের তুলনায় ১০৬ু বেশি। নেশামুক্ত ত্রিপুরার অংশ হিসেবে এবং বেআইনি গাঁজা বিরোধী অভিযানে প্রচুর পরিমাণে নেশাদ্রব্য ধ্বংস করছে ত্রিপুরা পুলিশ। এতে ২০২৪ সালে প্রায় ১.৬৪ কোটি গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে। যা ২০২৩ সালের তুলনায় ১৩২ু বেশি। গত তিন বছরে ১,৫৮৬ কোটি টাকার নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মাদক সংক্রান্ত মামলার তদন্তের জন্য ক্রাইম ব্রাঞ্চের অধীনে এসআইটি গঠন করা হয়েছে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রোহিঙ্গা সহ অন্যান্য বিদেশী যারা অবৈধভাবে প্রবেশ করছে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ত্রিপুরা পুলিশ এবং ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস গত তিন বছরে ২৫,০০০এরও অধিক সামাজিক কাজ সংগঠিত করেছে, যার ফলে ৫ লক্ষেরও অধিক মানুষ উপকৃত হয়েছেন। সরকার রেশন ভাতা, ডিএ এবং ইউনিফর্ম ভাতাও বাড়িয়েছে। আগামী দিনগুলিতে, এআই-ভিত্তিক কন্টোল রুম, ড্রোন প্রযুক্তি এবং স্মার্ট সিসিটিভি সহ জেলা এবং রাজ্য স্তরে নতুন প্রযুক্তি চালু করা হবে। সরকার এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়নে কাজ করছে। এর পাশাপাশি একটি নতুন পুলিশ সদর দপ্তর স্থাপন করা হচ্ছে। পূর্ব ও পশ্চিম আগরতলা থানার আধুনিকায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে আমার সাক্ষাতের সময় তিনি পুরনো থানা এবং আবাসিক কোয়ার্টারগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব পি কে চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, গোয়েন্দা শাখার মহানির্দেশক অনুরাগ সহ উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকগণ।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা পুলিশের বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। লাইফ টাইম অ্যাচিভার অফ ত্রিপুরা পুলিশ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর কাজল ঘোষ। বছরের সেরা তদন্তকারী অফিসার উত্তর জেলার সাব ইন্সপেক্টর সঞ্জয় মজুমদার, পুলিশ ম্যান অব দ্যা ইয়ার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা (গ্রামীণ) এডিশনাল এসপি ধ্রুব নাথ, প্রযুক্তির ব্যবহারে সেরা থানা নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানা, বিট সিস্টেমের জন্য সেরা থানা ধলাই জেলার কমলপুর থানা, সেরা থানা গোমতি জেলার বীরগঞ্জ থানা ও উত্তর জেলার দামছড়া থানা, বিট সিস্টেমের জন্য সেরা জেলা ধলাই জেলা, প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য সেরা ইউনিট কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি, নরসিংগড়, সেরা টিএসআর ব্যাটেলিয়ন তৃতীয় ব্যাটেলিয়ন টিএসআর, সেরা জেলা গোমতি জেলা, সেরা ক্লারিক্যাল স্টাফ টিএসআর ব্যাটেলিয়ন এনবি/সাব (ক্লার্ক) বিপুল কর্জি, সপ্তম ব্যাটেলিয়ন টিএসআর, সিভিল পুলিশ ইউনিটের সেরা ক্লারিক্যাল স্টাফ উত্তম বিশ্বাস, হেড ক্লার্ক-কাম-অ্যাকাউন্টেন্ট, এসবি।

নারী শিক্ষা

● আটের পাতার পর

ফলাফল করুক। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুরনিগমের কর্পোরেটর সম্পা সরকার চৌধুরী, বিদ্যায়তন পরিচালন কমিটির সাধারণ সম্পাদক দুলাল সাহা ও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার পপি শর্মা। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামল কুমার দেব, বিদ্যায়তনের উপদেষ্টা বিমল কান্তি রায় ও শঙ্করাচার্য বিদ্যায়তনের (প্রাথমিক বিভাগ) প্রধান শিক্ষক শম্ভু দেববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শঙ্করাচার্য বিদ্যায়তনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা মৌসুমী ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০২৪-এর শঙ্করাচার্য বিদ্যায়তনের কৃতী ২ জন ছাত্রী অনন্যা দাস ও উর্মি বণিককে স্মারক উপহার তুলে দেন। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে অতিথিগণ বিদ্যায়তনের ষষ্ঠ শ্রেণির ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীকে এবং প্রাথমিক বিভাগের তৃতীয় শ্রেণির ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারী ছাত্রীকে বই ও শংসাপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ শঙ্করাচার্য ও বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠাতা বিষ্ণুপুরীজী পরমহংসদেব মহারাজের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিদ্যায়তনের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি স্বপন কুমার দাস।

আন্দোলনের আহ্বান

● প্রথম পাতার পর

বানু চিব বলেন, এখন যুব কংগ্রেসকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। বর্তমান ভারতে যুবদের প্রধান দুটি সমস্যা হল চাকরির অভাব, নেশার গ্রাস। এই দুটি কারনে যুব সমাজ আজ জর্জরিত। এর থেকে বেরিয়ে আস্তে যুব কংগ্রেসকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে দেশকে নতুন দিশায় নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার গ্রহন করার আহবান জানান তিনি।

প্রদেশ যুব কংগ্রেস আয়োজিত এ কনভেনশনে দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ সহ এআইসির স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন যুব কংগ্রেসের এই লড়াই শুধু যুবকদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য নয় কিংবা দলীয় নেতা কিংবা কর্মীদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য নয়। এই লড়াই দেশের জন্য লড়াই দেশের স্বাধীনতা ও অখন্ডতা সুরক্ষার লড়াই। জাতপাত ও ধর্মের নামে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার যে প্রয়াস চলেছে তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠার আহবান জানান তিনি।

বিদ্যালয়

● প্রথম পাতার পর

সাল থেকে স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই। এমনকি, বিদ্যলয়ে বিজ্ঞান শিক্ষক নেই।

উমরাংসোর কয়লা খাদান বিপর্যয়ের তদন্তে গঠিত বিচারবিভাগীয় কমিশন

মরিগাঁও (অসম), ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : উমরাংসোর কয়লা খাদান বিপর্যয়ে নিহত এবং খাদানে আবদ্ধ নিখোঁজদের নিকট—আত্মীয়দের ১০ লক্ষ টাকা করে এককালীন অর্থ সাহায্য প্রদান করবে অসম সরকার, ক্যাবিনেট বৈঠকে নেওয়া হয়েছে সিদ্ধান্ত। এছাড়া ক্যাবিনেট বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে উমরাংসোর কয়লা খাদান বিপর্যয় এবং সেগুলির উৎপত্তি ইত্যাদি বিষয়ের তদন্ত করতে গৌহাটি হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত ন্যায়াধীশ অনিমা হাজরিকার নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছে বিচারবিভাগীয় কমিশন। আগামী তিন মাসের মধ্যে সরকারের কাছে কমিশন তদন্ত-রিপোর্ট দাখিল করবে।

আজ বৃহস্পতিবার মরিগাঁও জেলাশাসকের কার্যালয় সভাকক্ষে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক। বৈঠকে উমরাংসো কয়লা খাদান বিপর্যয়ে নিহত এবং এখনও যাঁদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি তাঁদের প্রতি শোক ব্যক্ত করে সংশ্লিষ্টদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রীরা। বৈঠকের পর পরিষদীয় দুই মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার এবং অতুল বরাকে পাশে বসিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির নিরযাস দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা জানান, উমরাংসোর কয়লা খাদান বিপর্যয়ে এখন পর্যন্ত চারজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এখনও যাঁদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, আজ দশদিন হয়েছে, তাঁদের আর জীবিত থাকার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। তাই নিহত এবং নিখোঁজদের নিকট-আত্মীয়দের ১০ লক্ষ টাকা করে এককালীন অর্থ সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত মন্ত্রিপরিষদে নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে বিচারবিভাগীয় কমিশন গঠনে সিলমোহর পড়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, গৌহাটি হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত ন্যায়াধীশ অনিমা হাজরিকার নেতৃত্বে গঠন করা হবে বিচারবিভাগীয় কমিশন। আগামী তিন মাসের মধ্যে সরকারের কাছে কমিশন রিপোর্ট দাখিল করবে। তাছাড়া রাজ্যে র‍্যাগটহোল মাইনিঙের ওপর ব্ল্যাংকেট ব্যান (নিষেধাজ্ঞা) কার্যকর করতে একটি 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওর' (এসওপি) তৈরি করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে নথিভুক্ত এফআইআর-এর ভিত্তিতে গোটা ঘটনার তদন্ত করতে একটি এসআইটি গঠন করা হয়েছে। এসআইটি-কে মনিটর করবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিমা হাজরিকা। তিনি জানান, খনি ও খনিজ দফতর কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে আলোচনা করে যেখানে রেটহোল খাদান পাওয়া যাবে সেগুলি বন্ধ করতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব বলেন, 'অনুসন্ধান করে উমরাংসোতে ২২০টি কয়লা খাদানের সন্ধান আমরা পেয়েছি। ওই অঞ্চলে এ ধরনের কয়লা খনির উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে তা আমাদের পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়নের জন্য স্যাটেলাইট চিত্রের সহায়তা নিতে হবে' বলে অনিয়ন্ত্রিত খাদানের পরিবেশগত এবং আইনি প্রভাব সম্পর্কে উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। স্যাটেলাইট চিত্রের জন্য প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় অথবা বিদেশী সংস্থার সহায়তা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, বিপর্যয়ের শিকারি কয়লা খাদানে এখনও প্রায় ১১ হাজার লিটার জল রয়েছে। জল একদিকে নিষ্কাষণ করা হচ্ছে, অন্যদিকে ফের ঢুকছে। এমতাবস্থায় উদ্ধার অভিযানকারী সংস্থাগুলির উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, খাদান থেকে সব জল বের করতে আরও কমপক্ষে দু মাস সময় লাগবে।

প্রজাতন্ত্র দিবসে এবার প্রধান অতিথি ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট এটাই তাঁর প্রথম ভারত সফর

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): এবছর প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রবোও সুবিয়ানতো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে আগামী ২৫-২৬ জানুয়ারি ভারত সফরে আসছেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রবোও সুবিয়ানতো। এটাই তাঁর প্রথম ভারত সফর।

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে এই প্রথম ভারত সফরে আসছেন প্রবোও সুবিয়ানতো। দুই দিনের সফরে এসে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেবেন তিনি।

ফের পারদ-হ্রাসের পূর্বাভাস উত্তর ভারতে, পাহাড়ে তুষারপাতেরও সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর ভারতে ফের তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনার কথা জানালো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। বৃহস্পতিবার আইএমডি-র বিজ্ঞানী সোমা সেন রায় বলেছেন, 'উত্তর ভারতের ওপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জন্য উত্তর ভারতের অনেক স্থানে গতকাল বৃষ্টি হয়েছে। এই পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যে কারণে পার্বত্য অঞ্চলে এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ১৮-১৯ জানুয়ারি আরেকটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সম্ভাবনা রয়েছে। তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যাবে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে কুয়াশার পরিস্থিতি বাড়তে পারে, যার ফলে ১৭-১৮ জানুয়ারি পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর উত্তর প্রদেশ এবং দিল্লিতে ঘন কুয়াশা দেখা দিতে পারে। আমরা পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশে ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করেছি।'

মেদিনীপুরে প্রসূতির মৃত্যু স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যর্থতা, সরব শুভেন্দু অধিকারী

মেদিনীপুর, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে বিষাক্ত স্যালাইনের কারণে এক প্রসূতির মৃত্যুর ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মৃত প্রসূতির পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি তিনি পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন। স্বাস্থ্য দফতরের অব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ব্যর্থতাকে দায়ী করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "এই ঘটনার জন্য মমতা সরকারের গাফিলতি পুরোপুরি দায়ী। বিষাক্ত স্যালাইনের কারণে প্রসূতি মায়ের মৃত্যু ঘটছে এবং আরও

গ্রামের মানুষ

● প্রথম পাতার পর

যে শাবকটির দুটি মুখ, দুটি নাক, চারটি চোখ, দুটি কান রয়েছে। এমন ঘটনা চাউর হতেই কৌতুহলি জনতা ভিড় জমান নাথ বাড়িতে।

এ মর্মে সঞ্জয় বাবু জানান, তারা বাচ্চাটিকে অতি যত্ন সহকারে প্রতিপালন করবেন। এটা এক দুর্লভ দর্শন শাবক। গ্রামের মহিলারা শাবকটিকে মহাদেব ঠাকুরের রূপ ভেবে ভক্তি সহকারে পূজাচর্নার শুরু করে দিয়েছেন।

নির্মাণ কাজ শুরু

● প্রথম পাতার পর

বাসস্ট্যান্ড থেকে আই জি এম হাসপাতাল চৌমুহনী পর্যন্ত এই উড়ালপুল তৈরি হবে। উড়ালপুলের কাজ পর্যবেক্ষণের জন্য ১১ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই মাটি পরীক্ষার কাজ শুরু হয়ে গেছে। কর্নেল চৌমুহনীতে হচ্ছে এই পরীক্ষা।

অনুমোদন

● প্রথম পাতার পর

উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষক মহাসংঘ। বৃহস্পতিবার এক প্রেস বিবৃতিতে সংগঠনের জাতীয় সভাপতি অধ্যাপক নারায়ণলাল গুপ্ত বলেছেন, স্কুল থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষকরা দীর্ঘদিন ধরে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার অপেক্ষায় ছিলেন। বিভিন্ন মঞ্চ এবং সরকারি বৈঠকে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষক মহাসংঘ এই দাবি বারবার তুলে ধরেছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই ইতিবাচক সিদ্ধান্ত শিক্ষক এবং কর্মীদের স্বার্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষক মহাসংঘ-এর জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গীতা ভট্ট জানান, সর্বশেষ বেতন কমিশন ২০১৬ সালে কার্যকর হয়েছিল। প্রতি দশ বছর অন্তর বেতন কমিশন গঠনের প্রথা বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ প্রশংসনীয়। এটি অবসরপ্রাপ্ত এবং কর্মরত শিক্ষক—সহ সমগ্র কর্মচারী সমাজের জন্য স্বস্তি এবং উৎসাহ বয়ে আনবে।অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষক মহাসংঘ কেন্দ্রীয় সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আশা প্রকাশ করেছে যে, অষ্টম বেতন কমিশনের সুপারিশসমূহ শিক্ষক এবং কর্মচারীদের বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মূল্যবৃদ্ধি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক বিষয়গুলি বিবেচনা করবে।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় ইসরোর সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্রে তৃতীয় উৎক্ষেপণ প্যাড (টিএলপি) স্থাপন করার অনুমোদন দিয়েছে। ইসরোর পরবর্তী প্রজন্মের উৎক্ষেপনের জন্য অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীহরিকোটায় তৃতীয় লঞ্চ প্যাড প্রকল্পটি স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এটি শ্রীহরিকোটার দ্বিতীয় লঞ্চ প্যাডের একটি বিকল্প হিসাবে স্থাপনা করা হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে ভারতীয় মানব মহাকাশ উড়ান মিশনের উৎক্ষেপণ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলবে।এই প্রকল্পটির জাতীয় গুরুত্ব রয়েছে।

বাস্তবায়ন কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রাঃ

এটি এমনভাবে ডিজাইন করা হবে যাতে শুধু এনজিএলভি নয়, সেমিক্রায়োজেনিক স্তরে এনজিএলভি-র এলভিএমথ্রি যানের উৎক্ষেপণও সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী লঞ্চ প্যাডগুলির নির্মাণে ইসরোর অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিল্প মহলের অংশগ্রহণকে কাজে লাগানো হবে। ৪৮ মাস বা ৪ বছরের মধ্যে প্রকল্পটি শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

ব্যয়: প্রকল্পটির জন্য মোট ব্যয় হবে ৩৯৮৪.৮৬ কোটি টাকা যার মধ্যে লঞ্চ প্যাড স্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধাগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সুবিধাভোগীর সংখ্যাঃ এর ফলে এখান থেকে আরও বেশি সংখ্যায় মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করা সম্ভব হবে। মহাকাশ অনুসন্ধান মিশন এবং মানব মহাকাশযান মিশনে ভারতের সক্ষমতা বাড়বে।

প্রেক্ষাপট:

এখন পর্যন্ত ভারতীয় মহাকাশ পরিবহন ব্যবস্থা দুটি লঞ্চ প্যাডের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

প্রথম লঞ্চ প্যাডটি হল এফএলপি এবং দ্বিতীয় লঞ্চ প্যাডটি হল এসএলপি। এফএলপি পিএসএলভির জন্য ৩০ বছর আগে উপলব্ধ করা হয়েছিল এবং পিএসএলভি এবং এসএসএলভির জন্য এখনো এটি উৎক্ষেপনে পরিষেবা দিয়ে চলেছে।

এসএলপি প্রাথমিকভাবে জিএসএলভি এবং এলভিএম ৩ এর জন্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল এবং পিএসএলভির জন্য স্ট্যান্ডবাই হিসাবেও এটি কাজ করে থাকে। এসএলপিটি প্রায় ২০ বছর ধরে চালু রয়েছে এবং চন্দ্রায়ণ -৩ মিশন সহ জাতীয় মিশনের পাশাপাশি পিএসএলভি / এলভিএম ৩ এর কয়েকটি বাণিজ্যিক মিশন সক্ষম করার জন্য উৎক্ষেপন ক্ষমতাকে বাড়িয়েছে। এসএলপি গগনযান মিশনের জন্য মানব রেটেড এলভিএম ৩ চালু করার জন্যও প্রস্তুত হচ্ছে।

ডা: মানিক

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসকদের উপর মানুষের বিরাট আস্থা রয়েছে। চিকিৎসকরা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমেই ভবিষ্যতে স্মরণীয় হয়ে থাকেন। তাই দন্ত চিকিৎসকদের উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে আন্তরিকভাবে কাজ করা আবশ্যক। প্রত্যন্ত জনপদে উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। একজন ব্যক্তি কিভাবে কিংবদন্তি হতে পারেন ভারতের আধুনিক দন্ত চিকিৎসার জনক ডা. রফিউদ্দিন আহমেদ হচ্ছেন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ডা. রফিউদ্দিন আহমেদ এর জন্মদিন ২৪শে ডিসেম্বর তারিখটিকে জাতীয় দন্ত চিকিৎসক দিবস হিসাবে উদ্যাপন করা হয়। ডা. রফিউদ্দিন আহমেদের কর্মজীবনের প্রেক্ষাপট মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আলোচনায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, অনেক ক্ষেত্রে অবহেলা ও সচেতনতার অভাবে দন্তজনিত বিভিন্ন সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করে। এজন্য মুখ ও মুখগহ্বরের পরিচর্যা সম্পর্কে আরও বেশি জনসচেতনা বাড়াতে গুরুত্ব দিতে হবে। দন্ত চিকিৎসকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী দন্ত রোগীদের সুবিধার্থে ই-সঞ্জিবনী মাধ্যমে টেলি পরামর্শ পরিষেবা চালু সহ রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নয়নের কথাও উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক ডা: রফিউদ্দিন আহমেদের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে ২০২৪ সালে প্রয়াত রাজ্যের দু''জন দন্ত চিকিৎসকের স্মৃতিতে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে দন্ত চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ডা. উৎপল চন্দকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরে সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, জনসচেতনতার অভাবে মানুষ দন্তজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হন। রাজ্য সরকার দন্ত চিকিৎসক পরিষেবাকে সহজলভ্য ও সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। ডেন্টাল সার্জনদের এধরণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি রাজ্যের ডেন্টাল চিকিৎসা পরিষেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে সচিব আশাব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরা রাজ্য শাখার মিশন ডিরেক্টর ড. সমিত রায় চৌধুরী, স্বাস্থ্য অধিকর্তা প্রফেসর (ডা) সঞ্জীব কুমার দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডা. এইচ পি শর্মা, আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. শালু রায়, হেলথ সার্ভিস ডিরেক্টরেটের ডেন্টাল বিভাগের উপ-অধিকর্তা ডা রাজেশ অনিল আচার্য্য, ২৩তম বার্ষিক দন্ত সম্মেলনের চেয়ারপার্সন ডা. সমীর রঞ্জন দত্ত চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য শাখার সভাপতি ডা. এস এম আলী। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী একটি স্মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন। তাছাড়াও দন্ত চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি এবং উদ্যোগ সমূহ সম্বলিত তথ্যচিত্র অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানস্থলে প্রদর্শিত বিভিন্ন শিক্ষামূলক স্টলগুলিও পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ।

তিন কারবারী

● প্রথম পাতার পর

কয়েকদিন যাবৎ অটোরিকশা নিয়ে যাত্রী সেজে কয়েকজন নেশা কারবারি রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের আশেপাশে নেশা সামগ্রী বিক্রি করার উদ্দেশ্যে ঘুরাফেরা করছিল। তাদের নাম মিঠুন রায়, বিবেক রায় ও রাজীব বিশ্বাস। গোপন সূত্রে এই খবর পৌঁছায় পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশের কাছে। তারপর কলেজটিলা ফাঁড়ির পুলিশের সহযোগিতায় পূর্ব আগরতলা থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি অভিযান চালায় এবং ওই তিন নেশা কারবারিকে কলেজটিলা এলাকায় আটক করতে সক্ষম হয়।

এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায় জানান, রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের আশেপাশে নেশা সামগ্রী পাচার ও বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে মিঠুন রায়, বিবেক রায় ও রাজীব বিশ্বাস ঘুরাফেরা করতে থাকে। এই খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

তিনি আরো জানান , অভিযুক্তদের থেকে নগদ টাকা, মোবাইল ও নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

বোধজং স্কুল এলামনির উদ্যোগে পুনর্মিলন উৎসব ও পুরস্কার বিতরণী ১৯শে

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। প্রতিবছরের মতো এ বছরও বোধজং স্কুল অ্যালামনির উদ্যোগে ১৮-তম পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এবছর ১৯ জানুয়ারি, রবিবার সকাল দশটা থেকে স্কুল প্রাঙ্গণে শুরু হবে পুনর্মিলন উৎসব ২০২৫। শুরুতে পতাকা উত্তোলন, স্কুলে পাঠরত মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে স্কলারশিপ প্রদান এবং প্রাক্তন ছাত্র ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দিনভর বিনোদনমূলক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনে পালিত হবে গোটা দিনটি। এলামনির বার্ষিক স্মরণিকা 'কালক্রম'-এর মলাট উন্মোচন হবে এই অনুষ্ঠানে। পাশাপাশি এবছরও আন্ত: স্কুল অ্যালামণির ক্রীড়া প্রতিযোগিতা "খেলো অ্যালামণি ২.০" দারুন উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ১২ জানুয়ারি, রবিবার সম্পন্ন হয়েছে। সারা রাজ্য থেকে ২২টি অ্যালামণির প্রায় ২ শতাধিক সদস্য ও সদস্যারা বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ, টেকনিকেল ডিরেক্টরের ভূমিকায় নির্দিষ্ট আম্পায়ার, জাজ, রেফারি, মেট্রিক্স চেস একাডেমী, অল ত্রিপুরা ক্যারাম এসোসিয়েশন, বোধজং স্কুল এলামনির সকল সদস্যদের অকৃত্রিম সহযোগিতায় সুনিপুণভাবে টুর্নামেন্টের ৫টি ইভেন্টের প্রতিযোগিতা দারুন ভাবে সম্পন্ন করেছেন। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের আগামী ১৯ জানুয়ারি পুরস্কৃত করা হবে, বোধজং স্কুল প্রাঙ্গনে বিকেল সাড়ে চারটায়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে সম্মতি জানিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর হিমানী দেববর্মা, বোধজং স্কুলের প্রিন্সিপাল সুব্রত ভট্টাচার্য্য, স্বনামধন্য ক্রিকেটার মনিশংকর মুড়াসিং প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন বেশ কয়েকজন পদাধিকারীরা।
আয়োজক বোধজং স্কুল এলামনির পক্ষ থেকে এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য বোধজং স্কুল এলামনির সভাপতি দিলীপ কুমার পাল সমস্ত এলাকাবাসী এবং সমস্ত স্কুল এলামনি সদস্য সদস্যাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত পুনর্মিলন উৎসবের চেয়ারম্যান প্রদীপ ভৌমিক, সম্পাদক বিধান চন্দ, এলামনির সহ সভাপতি সুবীর মজুমদার , সম্পাদক ভাস্কর সাহা, প্রচার সম্পাদক মৃদুল কান্তি রায়, খেলো এলামনি-র কনভেনার মনীষ ঘোষ, সেক্রেটারি প্রসেনজিৎ সাহা প্রমূখ এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যক্ত করেন।

টিএফএ-র খেলো ইন্ডিয়া অনূর্ধ ১৫ ফুটবলের ফিরতি লীগের প্রথম দিনে ৩টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৫ বয়স ভিত্তিক ফুটবলেরও শুরু হলো ফিরতি লীগের খেলা। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত খেলো ইন্ডিয়া অস্মিতা ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টের অনূর্ধ ১৫ বয়স বিভাগের দ্বিতীয় লীগ তথা ফিরতি লীগের প্রথম দিনে তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজধানীর উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনূর্ধ ১৫ বয়স ভিত্তিক বিভাগের টুর্নামেন্টে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ৩-০ গোলের ব্যবধানে ফুলো ঝানো এথলেটিক ক্লাব কে পরাজিত করেছে।
বিজয়ী দলের পক্ষে জেসিকা জানা, রিয়া চাকমা ও স্মৃতি জমাতিয়া প্রত্যেকে একটি করে গোল করে। অপর খেলায় অক্সিলিয়াম গার্লস স্কুল পাঁচ শুন্য গোলের ব্যবধানে জম্পুজলা সেন্টার কে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে রেনাইসা দেববর্মা দুটি বিজয়া দেববর্মা দুটি করে গোল করে।
এঞ্জেলিনা করেছে একটি গোল। দিনের তৃতীয় খেলায় অম্পিনগর ফুটবল প্লে সেন্টার ৮-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে ডন বসকো স্কুল কে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে মিতা জমাতিয়া একাই চারটি গোল করে। সোহানা জমাতিয়া হ্যাটট্রিক করেছে। তবে গোলের সূচনা করেছে সুপ্রিয়া জমাতিয়া খেলার পাঁচ মিনিটের মাথায়। উল্লেখ্য একই উদ্যোগে অস্মিতা খেলো ইন্ডিয়া ফুটবল আসরে অনূর্ধ ১৩ এবং অনূর্ধ ১৭ আরও দুটি বয়স ভিত্তিক বিভাগে প্রতিযোগিতা চলছে।

ফুলে পিঠের একাংশ, বাড়িতে পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ বুমরাহকে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে মাঠে ফেরা নিয়ে সংশয়

বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি খেলতে গিয়ে চোট পেয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ। তাঁর পিঠের একাংশ বেশ ফুলে রয়েছে। চিকিৎসক তাঁকে বাড়িতে পূর্ণ বিশ্রামে (বেড রেস্ট) থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। স্বভাবতই আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বুমরাহের খেলা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। গত সপ্তাহে অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরেছেন বুমরাহ। সিডনি টেস্টের মাঝে চোট পেয়েছিলেন। ম্যাচের দ্বিতীয় দিন তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় পরীক্ষা করানোর জন্য। সে দিন মধ্যাহ্নভোজের পর এক ওভার বল করে উঠে যেতে হয় তাঁকে। ব্যাট করতে নামলেও আর বল করেননি ম্যাচের বাকি অংশে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হয়েছিল, মাঠে ফিরতে ছয় সপ্তাহ মতো সময় লাগতে পারে তাঁর। বুমরাহের চোট তার থেকেও গুরুতর। আপাতত তাঁকে বাড়িতে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক। থাকতে হবে পূর্ণ বিশ্রামে। বেশি হাঁটাচলা করতেও বারণ করা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম সেরা জোরে বোলারকে। দেশে ফেরার পর নিউ জিল্যান্ডের অস্থিশল্য চিকিৎসক রোয়ান শটেনের পরামর্শ নেন বুমরাহ। ২০২৩ সালে তিনিই বুমরাহের পিঠে অস্ত্রোপচার করেছিলেন। অস্ত্রোপচার করা জায়গাই ফুলে গিয়েছে।
এর আগে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) এক কর্তা জানিয়েছিলেন, বুমরাহকে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে (এনসিএ) যেতে বলা হয়। সেখানে তাঁর চোটের চিকিৎসা করবেন বোর্ডের চিকিৎসকেরা।
বোর্ডের নির্দেশ মতো বুমরাহ এনসিএতে যাননি। কবে যাবেন, সে ব্যাপারে বোর্ডকে এখনও কিছু জানাননি। তাঁর ঘনিষ্ঠ এক জন জানিয়েছেন, "আগামী সপ্তাহে বেঙ্গালুরু যেতে পারে বুমরাহ। এখনই নির্দিষ্ট ভাবে তারিখ বলা সম্ভব নয়। চিকিৎসক আপাতত ওকে বাড়িতে পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। পিঠের ফোলা অংশ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে। তার পর ঠিক করা হবে পরবর্তী চিকিৎসার পদ্ধতি।"
বুমরাহের চোট নিয়ে ভারতীয় দলের প্রাক্তন স্ট্রেংথ এবং কন্ডিশনিং কোচ রামজি শ্রীনিবাসন বলেছেন, "পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, পরিস্থিতি ভাল নয়। আশা করি, পেশির অবস্থা খুব খারাপ নয়। সম্ভবত পেশির ক্ষতি বৃদ্ধি আটকাতেই ওকে পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত ক্রিকেটীয় পরিশ্রম বা চাপের জন্য এই ধরনের সমস্যা হয়। আগেও এমন হয়েছে। ওকে এখন তুলোয় মুড়ে রাখা দরকার। ওর মতো প্রতিভাকে যত্নে রাখা উচিত।"
বুমরাহের চোট নিয়ে উদ্বিগ্ন বিসিসিআই কর্তারাও। এনসিএর চিকিৎসকদের রিপোর্ট না দেখে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চান না তাঁরা। মূলত সেই রিপোর্টের জন্যই আটকে রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ভারতীয় দল ঘোষণা। তাঁর আদৌ খেলার সম্ভাবনা আছে কি না বা থাকলে কবে থেকে, দল ঘোষণার আগে তা জেনে নিতে চাইছেন অজিত আগরকরেরা। প্রতিযোগিতার নকআউট পর্বে খেলতে পারলে তাঁকে দলে রাখা হবে। না হলে বুমরাহকে ছাড়াই ১৫ জনের দল বেছে নিতে হবে আগরকরদের। যদিও ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রাথমিক দলে পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে।
মহম্মদ শামির অনুপস্থিতিতে বাড়তি চাপ নিতে হয়েছে বুমরাহকে। টানা খেলতে হচ্ছে তাঁকে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ১৫১.২ ওভার বল করতে হয়েছে।

ইডেনে ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচে 'ভিলেন' শিশির ! সময়ের সঙ্গে লড়ে চলছে পিচ তৈরির কাজ

শহরে ভারত-ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টি মহাযুদ্ধের আর দিন কয়েক বাকি। তার আগে নতুন এক 'প্রতিবন্ধকতা'র সম্মুখীন হতে হচ্ছে ইডেনের মাঠকর্মীদের। যে প্রতিবন্ধকতার নাম সময়!
আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। যে সিরিজের প্রথম ম্যাচ ইডেনে। যে ম্যাচে আবার ১৪ মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন ঘটছে মহম্মদ শামির। ২০২৩ সালে দেশের মাটিতে ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালের এই প্রথম মাঠে নামছেন শামি। মঙ্গলবার ইডেনে টিকিট প্রত্যাশীদের লাইনও দেখা গেল। কিন্তু খেলাটা আদৌ ভালো হবে তো? কে জানে! কারণ, অন্য কেউ নন। তা নিয়ে সংশয়ে ভুগছেন ইডেনের মাঠকর্মীরাই। কেন, হঠাৎ কী হল? আসলে ভারত-ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টির জন্য দিন ষোলো-সতেরো সময় পেয়েছেন মাঠকর্মীরা। যাঁদের বয়ান অনুযায়ী, শীতকালে খেলা পড়লে নিদেনপক্ষে দেড় মাস মতো সময় লাগে পিচ-মাঠ তৈরি করতে। বলা হল, শীতকালে ঘাস দ্রুত বাড়ে না। সময় লাগে। গরমকালে সময়টা একটু কমে দাঁড়ায় এক মাস মতো। না, দোষ সিএবির নয়। আসলে গত বছর শেষ দিকে পরের পর বোর্ডের ম্যাচ হয়েছে ইডেনে। যার মধ্যে সিনিয়র মহিলা ওয়ানডে টুর্নামেন্ট যেমন ছিল, তেমনই ছিল অনূর্ধ ১৯ কোচবিহার ট্রফির ম্যাচ। সঙ্গে অনূর্ধ ২৩ ওয়ানডে-র গোটা কয়েক ম্যাচ হয়েছে। সঙ্গে স্থানীয় ক্রিকেটের কিছু ম্যাচ। ইডেন মাঠকর্মীদের কারও কারও বক্তব্য হল, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য মাঠ তৈরি করতে যে পর্যাপ্ত সময় লাগে, তা এবার পাওয়া যায়নি। বলা হল, প্রাণান্ত চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে ইডেন পিচের চেনা চরিত্র ধরে রাখা যায়। যে চরিত্র অনুপাতে, পিচে গতি-বাউন্স থাকে। বল ভালো ব্যাটে আসে। ব্যাটারদের স্ট্রোক খেলতে সুবিধে হয়। এবং সঙ্গে অল্প-বিস্তর বল টার্নও করে। তা, শেষ পর্যন্ত ইডেন পিচ কেমন হবে, জানার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।
তবে জানুয়ারি শেষের ইডেনে ভারত-ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টিতে শিশির একটা বড় 'ফ্যাক্টর' হয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ইডেনে এখন সন্ধে নামলেই শিশির পড়ছে। সচরাচর আকাশ পরিষ্কার থাকলে শিশিরও বেশি পড়ে। খতিয়ে দেখা হয়েছে যে, রাত আটটা থেকে শিশির পড়া শুরু হচ্ছে। যে কারণে ওয়াকিবহাল মহলের কেউ কেউ বললেন, আগামী ২২ জানুয়ারি ভারত টস জিতলে ফিল্ডিং নিলেই ভালো। পরে ব্যাটিং করতে সুবিধে হবে। কারণ, রাত যত বাড়বে, শিশিরের প্রকোপে বল গ্রিপ করা কঠিন হয়ে পড়বে।

'আমার ফেয়ারওয়েলের দরকার নেই', খেলতে চেয়েও কেন 'অভিমানী' অশ্বিন ?

বর্ডার গাভাসকর ট্রফির মাঝপথেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ব্রিসবেন টেস্টের পর আচমকাই জানিয়ে দেন সব ধরনের ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁর অবসরের কারণ নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। অন্তত যথার্থ ফেয়ারওয়েল কি পেতে পারতেন না? অশ্বিন সেসব কিছুই চাইছেন না। কিন্তু কেন? অবসর প্রসঙ্গে অশ্বিন বলেন, "যখন কেউ বুঝতে পেরেছে, তাঁর দায়িত্ব ফুরিয়েছে, তখন অন্য কিছু মাথায় থাকে না। লোকে তো অনেক কথাই বলবে। আমি প্রথম টেস্ট খেলিনি। দ্বিতীয় টেস্টে খেলেছি, কিন্তু তৃতীয়টায় ছিলাম না। চতুর্থ বা পঞ্চমটায় খেলতে পারতাম, নাও পারতাম। সেই সময় মনে হয়েছিল, আমার শিল্পীসত্তা শেষ। তাই বিদায় নেওয়াই ভালো।"
প্রবল অনাড়ম্বরে যে ভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন, তা মনঃপুত হয়নি কপিল দেব নিখাঞ্জের। ভারতের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়কের মতে, একটা বিদায়ী সংবর্ধনা বা যথাযথ ফেয়ারওয়েল প্রাপ্য ছিল অশ্বিনের। শুধু কপিল নন, অগণিত ক্রিকেটভক্তেরই একই বক্তব্য। যদিও অশ্বিন বলছেন, "আমি বল করতে নামছি আর লোকে হাততালি দিচ্ছে। তাতে কী যায়ে আসে? মানুষ কতদিন সেটা মনে রাখবে। যখন সোশাল মিডিয়া ছিল না, তখন লোকে একসপ্তাহ কথা বলে ভুলে যেত। আমার ফেয়ারওয়েলের দরকার নেই।" কিন্তু বুঝতে পারছিলেন যে সময় ফুরিয়ে আসছে। সেই 'অসম্মান'-এর ভাগীদার হতে চাননি তিনি। অশ্বিন বলছেন, "আমি আরও ক্রিকেট খেলতে চাই। কিন্তু জায়গা কোথায়? সেটা ভারতীয় ড্রেসিংরুমে নয়, অন্য কোথাও। আমি খেলার প্রতি সৎ হতে চেয়েছিলাম।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে পাকিস্তান যাবেন রোহিত? মুখ খুলল বিসিসিআই

১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। হাইব্রিড মডেল নিয়ে দীর্ঘ টালবাহানার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে ভারতের ম্যাচ হবে দুবাইয়ে। ভারতীয় দল পাকিস্তানে না গেলেও রোহিত শর্মাকে হয়তো সে দেশে যেতে হবে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগে ভারত অধিনায়ক সেখানে উপস্থিত হতে পারেন। কিন্তু সত্যিই কি রোহিত যাবেন পাক-ভূমে? তার উত্তর দিল বিসিসিআই।
পাকিস্তানের তরফ থেকে প্রথম থেকেই হাইব্রিড মডেলের বিরোধিতা করা হয়েছিল। কিন্তু বিসিসিআইয়ের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, দুই দলের সম্পর্ক এবং দলের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পাকিস্তানে খেলতে যাবে না ভারত। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর হাইব্রিড ফরম্যাটে সম্মতি দেয় পিসিবি। ঠিক হয়, টিম ইন্ডিয়া খেলবে দুবাইয়ে। বাকি সব ম্যাচ হবে পাকিস্তানে। এমনকী ওয়ার্ম-আপ ম্যাচও মরুদেশেই খেলবে ভারতীয় দল। তবে শোনা যাচ্ছে, টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই বাবর আজমদের দেশে যেতে পারেন রোহিত।
যে কোনও আইসিসি টুর্নামেন্টের আগে সব দলের অধিনায়ককে নিয়ে ফটোশুটের আয়োজন হয়ে থাকে। আবার ট্রফি নিয়েও ফটোশুট হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অধিনায়করা। সেখানে উপস্থিত হতে পারেন রোহিত। তেমন হলে ক্রিকেট কেরিয়ারে প্রথমবার সে দেশে পা দেবেন তিনি। কিন্তু রোহিত কি সত্যিই যাবেন?
বিসিসিআইয়ের সূত্র থেকে বলা হচ্ছে, "প্রথমে দল ঘোষণা করা হোক, তারপর আমরা এই বিষয়টা দেখব। এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।" তবে এও জানা যাচ্ছে, রোহিতকে পাকিস্তানে পাঠানো হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে অনেক সরকারি বিধিনিষেধের মধ্যে থাকতে হবে ভারত অধিনায়ককে। দল ঘোষণা হতে পারে ১৮ বা ১৯ জানুয়ারি। তারপরই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানা যাবে।

চোটের জন্য পূর্ণ বিশ্রাম! হেসে উড়িয়ে দিলেন বুমরাহ

পূর্ণ বিশ্রামের (বেড রেস্ট) খবর উড়িয়ে দিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতে পাওয়া পিঠের চোটের জন্য চিকিৎসক তাঁকে পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। এই মর্মে খবর ছড়ায় বুধবার। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বুমরাহের খেলা নিয়ে তৈরি হয় সংশয়। বিষয়টি পৌঁছনোর পর সমাজমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন দেশের অন্যতম সেরা জোরে বোলার।
বুমরাহের এক ঘনিষ্ঠ সূত্রকে উদ্ধৃত করে সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে পূর্ণ বিশ্রামের কথা বলা হয়। বলা হয়, দেশে ফেরার পর নিউ জিল্যান্ডের অস্থিশল্য চিকিৎসক রোয়ান শটেনের পরামর্শ নেন বুমরাহ। ২০২৩ সালে তিনি বুমরাহর পিঠে অস্ত্রোপচার করেছিলেন। অস্ত্রোপচার করা জায়গাই ফুলে গিয়েছে। চিকিৎসক আপাতত ওকে বাড়িতে পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। পিঠের ফোলা অংশ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে। তার পর ঠিক করা হবে পরবর্তী চিকিৎসার পদ্ধতি।
বিষয়টি জানার পর বুমরাহ সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, "আমি জানি ভুয়ো খবর সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। খবরটা শুনে খুব হেসেছি। সূত্রটি ভরসাযোগ্য নয়।" লেখার সঙ্গে হাসির ইমোজিও দিয়েছেন তিনি। বুমরাহ পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁর চোট যতটা গুরুতর বলা হচ্ছে, তা আদৌ নয়। তিনি বাড়িতে পূর্ণ বিশ্রামে নেই।
বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির সিডনি টেস্টে পিঠে চোট পেয়েছিলেন বুমরাহ।

চাম্পামুড়ার বিজয়রথ থামিয়ে সদর ভিত্তিক ছোটদের ক্রিকেটে এ ডি নগর চ্যাম্পিয়ন

এ ডি নগর সি সি -১১৭ — চাম্পামুড়া - ১০৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুরন্ত অরিত্র রঞ্জন এবং রাম দত্ত। ওই দুজনের হাত ধরে প্রথমবার সদর মহকুমার সেরা হয়েছে এ ডি নগর কোচিং সেন্টার। পরাজিত করলো গেলো বারের চ্যাম্পিয়ন চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে। এক সময় আট রানে চার উইকেট হারিয়ে এ ডি নগর যখন খাদের কিনারায় ছিল তখনই 'বুধির দুর্গে একা কুম্ভ' হয়ে লড়াই করে অরিত্র রঞ্জন। এবং দলকে লড়াই করার মতো জায়গায় নিয়ে যায়। মূলত: অরিত্র-র কাছেই হারতে হলো অষ্টমবার ফাইনালে খেলা চাম্পামুড়া। অরিত্র-র দুরন্ত ব্যাটিংয়ে এ ডি নগর ১১৭ রান করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে। দলের পক্ষে অরিত্র রঞ্জন ১১০ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৪, রাম দত্ত ২৮ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ এবং কৌশিক দত্ত ১৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে এগারো রান করে। চাম্পামুড়া-র পক্ষে রাহুল তামাং ২৩ রানে, শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী ২৪ রানে তিনটি করে এবং ঋদ্ধিমান চক্রবর্তী ১৬ রানের দুটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে রাম দত্ত-র দুরন্ত বোলিংয়ে চাম্পামুড়া গুটিয়ে যায় ১০৫ রানে। দলের পক্ষে শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী ৪৭ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬, অনুরাগ দাস সাতান্ন বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ এবং রাজদীপ দে ৫৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৬ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। এ ডি নগরের পক্ষে রাম দত্ত আট রানের চারটি উইকেট দখল করে। ক্রিকেট প্রেমীরা মনে করছেন, এ ডি নগরকে অল্প রানে আটকে দেওয়ার পর আত্মতুষ্টিতে ভুগতে থাকে চাম্পামুড়ার ক্রিকেটাররা। এতেই হয়েছে 'কাল'। এদিকে সদরের সেরা হওয়ার পর মাঠেই বিজয়োল্লাসে মেতে উঠে এ ডি নগরের ক্রিকেটাররা। দলের কোচ অচিন্ত চক্রবর্তী খেতাব জয়ের পুরো কৃতিত্ব ক্রিকেটারদের দিয়েছেন।

৭০ বলে শতরান, মন্ধানার নজির, ৪৩৫ রান করে তিন দিনের মধ্যে নিজেদের রেকর্ড ভাঙল ভারতও

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে নজির গড়লেন স্মৃতি মন্ধানা। এক দিনের ক্রিকেটে ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে দ্রুততম শতরান করলেন তিনি। বুধবার ৭০ বলে শতরান করলেন মন্ধানা। ভারত করল ৪৩৫ রান। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে ৩৭০ রান করেছিল ভারত। নিজেদের রেকর্ড ভেঙে দিল তারা। এক দিনের ক্রিকেটে এটাই এক ইনিংসে ভারতের সবচেয়ে বেশি রান।
রাজকোটে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করতে নেমেছে ভারত। সেই ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মন্ধানা। ওপেন করতে নেমে তিনি ৭০ বলে শতরান করেন। এক দিনের ক্রিকেটে ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে যা দ্রুততম। ভেঙে গেল হরমনপ্রীত কৌরের নজির। তিনি গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরুতে ৮৭ বলে শতরান করেছিলেন। সেটাই ছিল ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে দ্রুততম। মন্ধানা সেই নজির ভেঙে দিলেন। এক দিনের ক্রিকেটে মহিলাদের মধ্যে দ্রুততম শতরানটি মেগ ল্যানিংয়ের। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটার ৪৫ বলে শতরান করেছিলেন ২০১২ সালে।
ভারতীয় পুরুষদের মধ্যে এক দিনের ক্রিকেটে দ্রুততম শতরানটি করেছিলেন কোহলি। ২০১৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৫২ বলে শতরান করেছিলেন তিনি।
আরও একটি নজির গড়লেন স্মৃতি। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে প্রথম কোনও ক্রিকেটার এক দিনের ক্রিকেটে ১০টি শতরান করলেন। তৃতীয় ওপেনার হিসাবে এক দিনের ক্রিকেটে ১০টি শতরান করলেন তিনি। মন্ধানা ছাড়া ল্যানিং (১৫) এবং সুজি বেটসের (১৩) এক দিনের ক্রিকেটে দু'অঙ্কের শতরান রয়েছে।
গত বছর এক দিনের ক্রিকেটে ১৩টি ইনিংসে ৭০০ রান করেছিলেন মন্ধানা। এক বছরে তিনি চারটি শতরান করেছিলেন, যা এক দিনের ক্রিকেটে রেকর্ড। মন্ধানার আগে এক বছরে মহিলাদের এক দিনের ক্রিকেটে সর্বাধিক শতরানের সংখ্যা ছিল তিন। মেগ ল্যানিং (২০১৬), ন্যাট সিভার-ব্রান্ট (২০২৩), সোফি ডিভাইন (২০১৮), সিদরা আমিন (২০২২), অ্যামি স্যাটার্থওয়েট (২০১৬) এবং বেলিন্ডা ক্লার্ক (১৯৯৭) এক বছরে তিনটি করে শতরান করেছিলেন। তাঁদের নজির ভেঙে দেন মন্ধানা।

দাবানলের লস অ্যাঞ্জেলেসে অলিম্পিক হবে কীভাবে

এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে দাবানলে পুড়ছে লস অ্যাঞ্জেলেসের বিস্তীর্ণ এলাকা। ইতিমধ্যে লাখো মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়েছেন। অন্তত ১২ হাজার অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে। স্থানীয় পুলিশ বিভাগের হিসাব অনুযায়ী, বাতাসের গতি বেড়ে যাওয়ায় আরও ৫৭ হাজার অবকাঠামো ঝুঁকির মুখে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের শহর লস অ্যাঞ্জেলেসেই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ২০২৮ অলিম্পিক গেমস। চলমান দাবানলে শহরটির যে ক্ষতি হয়েছে এবং সামনে হতে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, তাতে লস অ্যাঞ্জেলেসের পক্ষে কি অলিম্পিক আয়োজন সম্ভব? তিন বছর পরের জুলাই-আগস্টের সময়টা কি 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন্য আর্থে'র জন্য অনুকূল?
অলিম্পিক গেমসের ৮০টির বেশি ভেন্যুর কোনোটিই দাবানলের কারণে এখনো সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দাবানলের বিপর্যয় ও ভবিষ্যৎ হুমকির মধ্যে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক গেমসের প্রস্তুতি ও আয়োজন নিয়ে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে।
এ বিষয়ে প্যারিসের স্কিমা বিজনেস স্কুলের স্পোর্ট অ্যান্ড জিওপলিটিক্যাল ইকোনমির অধ্যাপক সাইমন চ্যাডউইক ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য আইপেপারকে বলেন, 'পরিস্থিতি স্পষ্টতই গুরুতর। তাৎপর্যপূর্ণ জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাবনার কারণে একই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তির হতে পারে কি না ভাবতে হবে, সেটা এমনকি গেমসের সময়েও।'
অলিম্পিক গেমসের কোনো ভেন্যু এখন পর্যন্ত সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও কয়েকটির অবস্থান অগ্নি-সতর্কতা অঞ্চলের কাছাকাছি। যেমন অলিম্পিক গলফের ভেন্যু রিভেইরা কান্ট্রি ক্লাব, আর্চারি, বিএমএক্স ও স্কেটবোর্ডিংয়ের ভেন্যু সেপুলভেদা বেসিন রিক্রিয়েশন এরিয়া।
তবে স্বস্তিদায়ক খবর হচ্ছে, অতীত ইতিহাস বলছে অলিম্পিক গেমসের বেশির ভাগ ভেন্যুতে চলমান দাবানল ছড়িয়ে পড়া বা পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা খুবই কম। আর ২০২৮ অলিম্পিক হবে জুলাইয়ে, যখন সান্তা অ্যানা নামের বাতাস বইতে দেখা যায় না। এ বছরের দাবানল বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার বড় কারণই সান্তা অ্যানা নামের ঝোড়ো বাতাস। আর ১৯৮৪ ও ১৯৩২ সালে দুবার অলিম্পিক গেমস আয়োজনের অভিজ্ঞতাও আছে লস অ্যাঞ্জেলেসের।
তবে কেউ কেউ এখনই ২০২৮ অলিম্পিক গেমসের ভেন্যু বদলে ফেলতে পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন মিডিয়া ব্যক্তি চার্লি কার্ক।
এই এক্স বার্তায় টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএ'র এই প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও বলেছেন, লস অ্যাঞ্জেলেসে অলিম্পিক বাতিল করে এটি ডালাস বা মায়ামিতে স্থানান্তর করা হোক। চলচ্চিত্রনির্মাতা ও লেখক জাস্টিন বেটমানও লস অ্যাঞ্জেলেস ২০২৮ অলিম্পিকের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে না লিখে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বলেছেন।

রনজি খেলা নিয়ে বিরাটকে 'পরামর্শ' দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার কর্তার

ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা নিয়ে এবার বিরাট কোহলিকে ঘুরিয়ে কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার সচিব অশোক শর্মা। তাঁর বক্তব্য, বিরাটের উচিত মুম্বইয়ের ক্রিকেটারদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া।
রনজির পরবর্তী রাউন্ডের জন্য সম্ভাব্য দলে রেখেছে দিল্লি ক্রিকেট সংস্থা। রনজির ৪১ সদস্যের প্রাথমিক দলে কোহলির পাশাপাশি নাম রয়েছে ঋষভ পন্থ এবং হর্ষিত রানারও। প্রাথমিকভাবে বিরাটের নাম ৪১ সদস্যের দলে রাখা হলেও তাঁর খেলা নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা নেই। গত বছরও বিরাটকে এই সম্ভাব্য দলে রাখা হয়েছিল। কিন্তু একটি ম্যাচও খেলননি তিনি। বোর্ডের তরফে দিল্লি সংস্থাকে বিরাটের খেলা না খেলা নিয়ে কিছু জানানো হয়নি। আবার বিরাট নিজেও যে রনজি খেলার আগ্রহ দেখিয়েছেন তেমনটা নয়। যাতে ক্ষুব্ধ দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার সচিব অশোক শর্মা বলছেন, বিরাট কোহলির উচিত নিয়মিত ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা।
অশোক শর্মার বক্তব্য, "বিরাটের নাম সম্ভাব্য তালিকায় রয়েছে। পন্থ জানিয়েছে সে খেলবে। বিরাটেরও উচিত মুম্বইয়ের ক্রিকেটারদের কাছে থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া।" তিনি বলছেন, "সুযোগ পেলেই মুম্বইয়ের ক্রিকেটাররা ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেন। এটা ওদের সংস্কৃতি। উত্তর ভারতে এই ব্যাপারটা দেখা যায় না। বিশেষ করে দিল্লিতে।"
টেস্ট ক্রিকেটে লাগাতার ব্যর্থতা। বছরের পর বছর রানের খরা। একই ভঙ্গীমায় বারবার আউট। সেইসব ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে এবার ঘরোয়া ক্রিকেটে মনোনিবেশ করা উচিত কোহলির।

শারদ সম্মান-২০২৪ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, উদয়পুর ও ধর্মনগরে স্যাটেলাইট টাউন তৈরী করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। আগরতলা, উদয়পুর ও ধর্মনগরে স্যাটেলাইট টাউন তৈরী করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা তৈরী করার পাশাপাশি আমরা এক আগরতলা শ্রেষ্ঠ আগরতলাও তৈরী করতে চাই। এই কাজে সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে। আজ সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আগরতলা পুরনিগম আয়োজিত শারদ সম্মান-২০২৪ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। আগরতলা পুরনিগম এলাকার ৫১টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন ক্লাব ও পূজা কমিটিগুলি আয়োজিত দুর্গাপূজায় সেরা প্রতিমা, সেরা মণ্ডপ, সেরা আলোকসজ্জা, সেরা থিম ও মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত পূজা বিভাগে ২১টি পুরস্কার আজ তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমী সহ অতিথিগণ বিজয়ী ক্লাব ও পুজো সংস্থার প্রতিনিধিদের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি ও আর্থিক পুরস্কার তুলে দেন।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নে পূবে সক্রিয় হও নীতিগ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন না হলে দেশের উন্নতি হবেনা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বিমান পরিষেবা, ট্রেন পরিষেবা, জাতীয় সড়ক প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। রাজ্যের গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও মাথাপিছু আয় আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরা বেস্ট পারফরমার স্টেট হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি গত আগস্ট মাসে রাজ্যে ভয়াবহ বন্যা ও বন্যা মোকাবিলায় প্রশাসনের সঙ্গে রাজ্যবাসীর সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমরা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারি। আমাদের উপরে রাজ্যবাসীর আস্থা রয়েছে। মুখ্যমী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে পুরনিগম সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ায় সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে পর্যটন ও খাদ্যমী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, আইন শৃঙ্খলা ভাল না হলে উন্নয়নের কাজ সম্ভব হয়না। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা দিনে দিনে উন্নত হচ্ছে। একারণেই রাজ্যে দুর্গাপূজার সংখ্যা, গণেশ পূজার সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। তিনি বলেন, আগে দুর্গা পূজার দশমী ছিল আতঙ্কের। বর্তমানে প্রতিমা নিরঞ্জণের জন্য বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের এই মার্ট সিটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সব অংশের মানুষকে সহযোগিতা করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, ইতিবাচক চিন্তা নিয়ে আমাদের চলার পথচলা শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকার সবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। আত্মনির্ভর ভারত গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠনেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নেশামুক্ত সমাজ গঠনে সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের সভাপতি আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, আগরতলা শহরকে নতুনভাবে সাজানোর কাজ শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার জন্য আগরতলা পুরনিগম কাজ করছে। আগরতলা শহর সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখতে স্থানীয় ক্লাব ও সামাজিক সংস্থাগুলিকে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য মেয়র আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার ডা. শৈলেশ কুমার যাদব। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত। অনুষ্ঠান মঞ্চে শারদ সম্মান বিচারকদের সংবর্ধনা জানানো হয়। মুখ্যমী সহ অতিথিগণ তাদের হাতে মারক উপহার তুলে দেন।

এনআইটি আগরতলার ১৭তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান ১৮ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি: এনআইটি আগরতলার ১৭তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান ১৮ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের এই সংবাদ জানান এন আই টির ডাইরেক্টর শরৎকুমার পাত্রা।

১৭ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান পালন করবে এনআইটি। আগামী ১৮ জানুয়ারি এনআইটির ১৭তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এনআইটির ১৭তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বৃহস্পতিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছেন এনআইটির ডাইরেক্টর শরৎ কুমার পাত্রা।

দুই বাংলাদেশী নাবালিকা সহ টাউটকে আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি: অনুপ্রবেশের দায়ে বাংলাদেশী দুই নাবালিকাকে আটক করে বিএসএফ। সাথে এক ভারতীয় টাউটকে আটক করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, আজ সোনামুড়া থানাধীন শ্রীমন্তপুর সাহাপুর এলাকায় বিএসএফ দুই বাংলাদেশী নাবালিকে আটক করে। একজন ভারতীয় টাউটকে আটক করা হয়েছে। ধৃত ভারতীয় টাউট সোনামুড়া থানাধীন দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা রাজিকুল। দুই বাংলাদেশী নাবালিকা হলেন, কামরাঙ্গা চরের আব্দুল্লাহ সরকারের মেয়ে শান্তা ইসলাম(১৫), সনজিতা আক্তার (১৯)।পরবর্তী সময়ে তাদেরকে আটক করে সোনামুড়া থানা প্রেরণ করে।অন্যদিকে গতকাল রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে সোনামুড়া থানার পুলিশ কমলনগর ঘাটিগর এলাকা থেকে দুজন ভারতীয় টাউট এবং একজন বাংলাদেশীকে আটক করে। আজকে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে সীমান্ত এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা বাহিনী চাদরের মতন দেওয়া হলেও কি করে বাংলাদেশীরা এই রাজ্যে প্রবেশ করে। সীমান্তের যদি এই ধরনের অবস্থা থাকে বাংলাদেশ থেকে জঙ্গিরা এ রাজ্যে প্রবেশ করতে কোন দ্বিধা বোধ করবে না।

ছাত্রীদের মধ্যে বাই সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে সাংসদ রাজীব

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি : দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন বলিদানকারী সর্বকনিষ্ঠ বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর প্রতি সম্মান জানিয়ে আজ বনমালীপুর বিধানসভার অন্তর্গত ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে নব নির্মিত "শহীদ ক্ষুদিরামে"র মর্মর মূর্তির উদ্বোধন করা হয়েছে। পাশাপাশি ছাত্রীদের বাই-সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, মেয়েদের বিদ্যালয়ে আসা যাওয়ার সুবিধার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সাইকেল প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এতে ছাত্রীরা উপকৃত হবে।

তিনি আরো বলেন, দেশের মেয়েদের তথা নারীদের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন প্রকল্প শুরু করেছেন। ঐসকল প্রকল্পের মাধ্যমে নারীরা নিজের অধিকার আদায় করতে পারবে এবং তাদের অগ্রগতি অবশ্যই হবে।

৩.৫ কোটি টাকার গাঁজা গাছ উদ্ধার

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি : গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আসাম রাইফেলস, বনদপ্তর এবং ত্রিপুরা পুলিশের যৌথ অভিযানে ৯০,০০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস করে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৩.৫ কোটি টাকা হবে। আজ আসাম রাইফেলস তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে।গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে যাত্রাপুরের অধীনে কাঠালিয়া এলাকায় বিপুল পরিমাণ গাঁজা চাষ করা হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে আনুমানিক ১০০ একর জমিতে গড়ে তোলা আনুমানিক ৯০, ০০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে। যার মূল্য আনুমানিক ৩.৫ কোটি হবে।

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে ২২তম বিশ্বরুপ পূজা ও সংহতি মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৬ জানুয়ারি: বিশ্বশান্তি, ত্রিপুরারবাসীর সার্বিক উন্নতি ও মঙ্গল কামনায় , এলাকাবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে ১৮ ই ফেব্রুয়ারী পযর্ন সাতদিন ব্যাপি, কমলপুর দক্ষিণ মানিকভান্ডার (ঘাটি) এলাকায় ২২ তম শ্রী শ্রী বিশ্বরুপ পূজা ও সংহতি মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এবার মেলায় সভাপতি শ্রীকৃষ্ণ দেব, সম্পাদক কিরন দেববর্মা, কোষাধ্যক্ষ পরিতোষ সরকার। এছাড়া বিভিন্ন সাব কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পীদের নিয়ে থাকছে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তবে এটা ঠিক প্রতিবছর এই বিস্বরূপ পুজো ও সংহতি মেলা উপলক্ষে জাতি, উপজাতি বা ভিন্ন ধর্মের লোকেরাও সামিল হয়। আসে প্রচুর দোকানি। জানা যায় এখন থেকেই জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে। তাদের কমিটির সদস্য সংখ্যা হলো একত্রিশজন। তবে কে উদ্বোধনে থাকছেন তা এখনো ঠিক না হলেও উদ্যোক্তারা ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করেছেন। এই সংবাদ জানালেন উৎসব ও মেলার কালচারাল কমিটির আহ্বায়ক শিবুভূষণ সরকার।

যানবাহন চালকদের সচেতন করতে মহিলা মহাবিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের প্রয়াস

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি: যানবাহন চালকদের সচেতন করতে মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আজ শহর আগরতলার রাস্তায় সচেতনতামূলক লিফলেট বিলি করেছেন। মহিলা মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে বাইক, টমটম, অটো চালকদের সচেতন করা হয়।

এনএসএস ইউনিটের এক ছাত্রী জানান, যান দুর্ঘটনার কারনে রাজ্যে অনেকের মৃত্যু হচ্ছে। মূলত বাইক চালকরা হেলমেট না দেওয়া, অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানো ও অসাবধনার কারনেই এই দুর্ঘটনা হচ্ছে। এই বিষয়গুলিতে সচেতন করতে প্রয়াস নেওয়া হয়েছে বলে তারা জানিয়েছেন।

বোধজং স্কুল এলামনির উদ্যোগে পুনর্মিলন উৎসব ও পুরস্কার বিতরণী ১৯শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি: প্রতিবছরের মতো এ বছরও বোধজং স্কুল অ্যালামনির উদ্যোগে ১৮-তম পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এবছর ১৯ জানুয়ারি, রবিবার সকাল দশটা থেকে স্কুল প্রাঙ্গণে শুরু হবে পুনর্মিলন উৎসব ২০২৫। শুরুতে পতাকা উত্তোলন, স্কুলে পাঠরত মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে স্কলারশিপ প্রদান এবং প্রাক্তন ছাত্র ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দিনভর বিনোদনমূলক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনে পালিত হবে গোটা দিনটি।এলামনির বার্ষিক স্মরণিকা 'কালক্রম'-এর মলাট উন্মোচন হবে এই অনুষ্ঠানে। পাশাপাশি এবছরও আন্ত:স্কুল অ্যালামণির ক্রীড়া প্রতিযোগিতা "খেলো অ্যালামণি ২.০" দারুন উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ১২ জানুয়ারি, রবিবার সম্পন্ন হয়েছে। সারা রাজ্য থেকে ২২টি অ্যালামণির প্রায় ২শতাধিক সদস্য ও সদস্যারা বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ, টেকনিকেল ডিরেক্টরের ভূমিকায় নির্দিষ্ট আম্পায়ার, জাজ, রেফারি, মেট্রিক্স চেস একাডেমী, অল ত্রিপুরা ক্যারাম এসোসিয়েশন, বোধজং স্কুল এলামনির সকল সদস্যদের অকৃত্রিম সহযোগিতায় সুনিপুণভাবে টুর্নামেন্টের ৫টি ইভেন্টের প্রতিযোগিতা দারুন ভাবে সম্পন্ন করেছেন।প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের আগামী ১৯ জানুয়ারি পুরস্কৃত করা হবে, বোধজং স্কুল প্রাঙ্গনে বিকেল সাড়ে চারটায়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে সম্মতি জানিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর হিমানী দেববর্মা, বোধজং স্কুলের প্রিন্সিপাল সুব্রত ভট্টাচার্য্য, স্বনামধন্য ক্রিকেটার মনিশংকর মুড়াসিং প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন বেশ কয়েকজন পদাধিকারীরা।আয়োজক বোধজং স্কুল এলামনির পক্ষ থেকে এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য বোধজং স্কুল এলামনির সভাপতি দিলীপ কুমার পাল সমস্ত এলাকাবাসী এবং সমস্ত স্কুল এলামনি সদস্য সদস্যাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত পুনর্মিলন উৎসবের চেয়ারম্যান প্রদীপ ভৌমিক, সম্পাদক বিধান চন্দ, এলামনির সহ সভাপতি সুবীর মজুমদার , সম্পাদক ভাস্কর সাহা, খেলো এলামনি-র কনভেনার মনীষ ঘোষ, সেক্রেটারি প্রসেনজিৎ সাহা প্রমূখ এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যক্ত করেন।

দিনদপুরে বাড়িতে চুরি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,১৬ জানুয়ারি : দিবালোকে বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতির সুযোগে এক বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে ১ ভরি স্বর্ণালংকার সহ নগদ ১০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে। ওই ঘটনায় করইলং শিশু বিহার এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল সন্ধ্যায় করইলং শিশু বিহার এলাকার বাসিন্দা কাঠমিস্ত্রি দুলাল সূত্রধর সহ পরিবারের সদস্যরা অনুষ্ঠানে চলে যান। সন্ধ্যায় সাতটা নাগাদ বাড়ি ফিরে এসে পরিবারের সদস্যরা বাড়ি এসে দেখতে পায় ঘরের দরজায় লাগানো তালা ভাঙ্গা রয়েছে। সাথে সাথে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রত্যক্ষ করেন সমস্ত জিনিস লন্ডভন্ড হয়ে রয়েছে। ঘরে থাকা নগদ অর্থ সহ স্বর্ণালঙ্কার চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। সাথে সাথে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করছে।

রামঠাকুর কলেজে রক্তদান এবং প্রমোদ মুক্তমঞ্চ উদ্বোধনে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি: রক্তদান মানবতার শ্রেষ্ঠ দান।আজ আগরতলা রামঠাকুর মহাবিদ্যালয়ে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করি ও মহাবিদ্যালয় পরিসরে নবনির্মিত প্রমোদ মুক্ত মঞ্চের উদ্ভোধনঅনুষ্ঠানে একথা বলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এদিন তিনি মহাবিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রী সহ বিশেষ করে যারা এই রক্তদানের মতো মহতি কাজে এগিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এদিন শ্রী চৌধুরী বলেন, আসন্ন বিধানসভা অধিবেশনে অডিটোরিয়ামের সংস্কারের প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শিক্ষা দফতরে ডিরেক্টরকে নির্দেশ দেব। তাছাড়া, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহার সাথেও এই বিষয়ে আলোচনা করব। অডিটোরিয়ামটি সম্পূর্ণ সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত নবনির্মিত মুক্তমঞ্চের সামনে একটি শেড নির্মাণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

তাঁর কথায়, শেডের নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করতে তিনি এবং বিধায়ক মিনা রানী সরকার তাদের নিজ নিজ বিধায়ক তহবিল থেকে ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।তিনি বলেন, মীনা রানী সরকার এবং আমি আগামী ৬-৭ মাসের মধ্যে এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে সংশ্লিষ্ট এসডিএমদের সাথে কথা বলবেন।

এদিন তিনি বলেন, ওই প্রকল্পে আনুমানিক ব্যয় ছিল ৭ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছিল, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির কারণে তা এখন ২০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। প্রকল্পটি শেষ হতে ২-৩ বছর সময় লাগবে। ইতিমধ্যে, শেডটি একটি অস্থায়ী কিন্তু কার্যকর সমাধান হিসাবে কাজ করবে। এদিন তিনি আরো বলেন, রক্তদান জীবনের একটি উপহার।" "শিক্ষার্থী এবং অনুষদের সদস্যদের স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে দেখে আনন্দিত হয়। এটি সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধকে প্রতিফলিত করে। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলেছিলেন, 'মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা।' আমরা অন্যদের খুশি করতে পারি এবং পরিবর্তে, ঈশ্বরের সেবা করতে পারি," তিনি যোগ করেন।সম্ভবত রাজ্যে প্রথমবারের মতো রামঠাকুর কলেজের ১৬ জন সহযোগী অধ্যাপক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রমোদ রঞ্জন ভট্ট চৌধুরীকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাতে একত্রিত হয়েছেন। এদিন মুক্তমঞ্চের সামনে শেড নির্মাণ করার জন্য আর্থিক সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন তাঁরা। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকসহ মোট ৪৬ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। এদিন তিনি আরো বলেন, শিক্ষা জগতে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রমোদ রঞ্জন ভট্ট চৌধুরী অবদান চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মানুষ হয়তো চিরদিন থাকবে না, কিন্তু তাদের স্মৃতি ও কর্ম থেকে যাবে। মহান ব্যক্তিদের দেখানো পথ অনুসরণ করা এবং মূল্যবোধের উত্তরাধিকার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

চন্ডিপুর বিজেপি মন্ডলের উদ্যোগে সংবিধান গৌরব দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৬ জানুয়ারি: রাজ্যজুড়ে বিজেপির উদ্যোগে শুরু হয়েছে সংবিধান গৌরব দিবস। রাজ্যব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে চন্ডিপুর ইউনাইটেড ক্লাব সংলগ্ন মাঠে বিজেপি মন্ডলের উদ্যোগে সংবিধান গৌরব দিবস উদযাপন করা হয়।

বৃহস্পতিবার দুপুরবেলা কৈলাসহর চন্ডিপুর বিজেপি মন্ডলের উদ্যোগে চন্ডিপুর ইউনাইটেড ক্লাব সংলগ্ন মাঠে সংবিধান গৌরব দিবস উদযাপন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উক্ত অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্য সরকারের মাননীয় মন্ত্রী টিংকু রায়। মন্ত্রী ছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্ডিপুর বিজেপি মন্ডলের মন্ডল সভাপতি পিন্টু ঘোষ, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সদস্য তথা বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য বিমল কর, চন্ডিপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস পাল, বিজেপি ঊনকোটি জেলা কমিটির সহ-সভাপতি ডক্টর সুশান্ত সিনহা থেকে শুরু করে চন্ডিপুর বিজেপি মন্ডলের অধীনে থাকা সমস্ত বিজেপি দলের বুথ সভাপতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান সহ বিজেপি দলের অন্যান্য কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।এদিনের এই কর্মসূচিতে প্রচুর সংখ্যক দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি তপশিলি জাতি সমাজপতিদের ও বিজেপি দলের সকল বুথ সভাপতিদের সংবর্ধিত করেন মন্ত্রী টিংকু রায়। উপস্থিত নেতৃত্বরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করেন পাশাপাশি সিপিআইএম ও কংগ্রেস দলের তীব্র সমালোচনা করেন।

জেলা ভিত্তিক কৃষকদের নারকেল চাষের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ জানুয়ারি: সিপাহীজলা জেলা উদ্যান দপ্তরের উপ অধিকর্তা কার্যালয় এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার হিচাছড়া রিজিওনাল চারা উৎপাদন কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বিশালগড় মহকুমার হরিশনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজারিয়া কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় নারকেল চাষের উপর একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা। উক্ত কর্মশালায় সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নারকেল চাষের সাথে যুক্ত চাষীরা অংশগ্রহণ করেন। বর্তমান বাজারে নারকেলের প্রচুর চাহিদা কিন্তু চাহিদার তুলনায় ফলন উৎপাদনের পরিমাণ খুবই কম। কিভাবে নারকেলের ফলন বৃদ্ধি করে এই রাজ্যেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করা যায়,সেই লক্ষ্যেই বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় এই বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালা। বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উদ্ধোধন হয় একদিনের নারকেল চাষের প্রশিক্ষণ কর্মশালা।উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদ্যান দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা শান্তনু দেববর্মা, রিজিওনাল নারকেল বোর্ডের অধিকর্তা ডঃ রজত পাল, বিশালগড় মহকুমা কৃষি তত্ত্বাবধায়ক হিমানীশ লস্কর কৃষি সেক্টর অফিসার প্রবীর দত্ত।উক্ত কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন হরিশনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান।

উক্ত কর্মশালায় আগত চাষীদের নারকেল চাষের মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সিপাহীজলা জেলায় নারকেল চাষের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। উন্নত মানের চারা রোপণ করা থেকে শুরু করে কিভাবে গাছের যত্ন পরিচর্যা করে প্রচুর পরিমাণে নারকেলের ফলন বাড়ানো যাবে তার উপর বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাছাড়া নারকেল চাষ করতে চাষীদের কোন অসুবিধা সম্মুখীন হতে হলে উদ্যান দপ্তরের পক্ষ থেকে চাষীদের যাবতীয় সাহায্য করা হবে।

সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে নারী শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি: সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে নারী শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন। নারীরা শিক্ষিত হলে সমাজ, রাজ্য ও দেশ এগিয়ে যাবে। রাজ্য সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নে বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণ করেছে। আজ শঙ্করাচার্য্য বিদ্যায়তন দ্বাদশ শ্রেণি বালিকা বিদ্যায়তনের হীরক জয়ন্তী উৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৯৬৫ সালের ১৫ জানুয়ারি সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী প্রয়াত বিষ্ণুপুরীজী পরমহংসদেব মহারাজ এই বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। আজ এই বিদ্যায়তনের ছাত্রছাত্রীরা শুধু রাজ্যে নয়, শিক্ষা, খেলাধুলা ও সংস্কৃতিতে দেশ ও বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার চায় শিক্ষা সর্বত্র পৌঁছে যাক। সে লক্ষ্যে শিক্ষা দপ্তর সুপার থার্টি, মুখ্যমন্ত্রী মেধা পুরস্কার, বন্দে ত্রিপুরা টিভি চ্যানেল, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, স্মার্ট ক্লাস, নিপুণ ত্রিপুরা, মিশন মুকুল, প্রয়াস প্রকল্প, নবম শ্রেণির ছাত্রীদের বিনামূল্যে বাইসাইকেল প্রদান, বিনামূল্যে ওয়ার্কবুক সরবরাহ ইত্যাদি প্রকল্প চালু করেছে। গুণগত শিক্ষার সম্প্রসারণে রাজ্যে পিএম-শ্রী স্কুল চালু করা হয়েছে। ১২৫টি বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় চালু করা হয়েছে। রাজ্যে এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে। অভিন্ন প্রশ্নপত্র চালু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সকল স্থানে গুণমান সম্পন্ন শিক্ষা পৌঁছে দিতে ২০২০ সালে দেশে নতুন শিক্ষানীতি প্রচলন করেন। তিনি বলেন, আমরা চাই ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থা আরও ভালো হোক। এই বিদ্যায়তনের ছাত্রীরা আরও ভালো ফলাফল করুক।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।